সঙ্গীত সহায়িকা

(প্রথম খণ্ড)

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি (এলাহাবাদ) ১ম, ২য়, ৩য় বর্ষ
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ্ ॥ ভাতখণ্ড সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ
(লক্ষ্ণৌ) ॥ সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজ (পঃবঃ) ॥
প্রাচীন কলাকেন্দ্র (চণ্ডীগড়) ॥ গান্ধর্ব্ব
সঙ্গীত বিদ্যালয় (বোম্বে) ॥ সঙ্গীত
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কণ্ঠসঙ্গীত
তথা তন্ত্রবাদ্য পরীক্ষার্থীদের
সহায়ক পুস্তক।

শ্রীদেবব্রত দত্ত, সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ)
অধ্যক্ষ: সঙ্গীত-চক্র
কলিকাতা

ব্রতী প্রকাশনী
৪৯/১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ :
২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৮২
ইং ৭-১২-১৯৭৫

প্রকাশিকা :
চিন্ময়ী দাস
৪৯।১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট :
ধীরাজ দাস
১৯, বুদ্ধু ওস্তাগার লেন,
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
১৪, দুর্গাপিথুরী লেন
কলিকাতা—১২

বাইণ্ডিং :
বুটার বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৮সি, এন্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি",

অকৃত্রিম বন্ধুবর

শ্রীরণেন্দ্র লাল দাসকে

এই বইখানি উৎসর্গ করিলাম

ভূমিকা

পরম স্নেহভাজন শ্রীদেবব্রত দত্তের লেখা পুস্তকটি পড়ে বিশেষ ভাল লাগলো। সংগীত যদিও প্রধানতঃ Performing Art বা ক্রিয়াত্মক শিল্প তা হলেও এর ঔপপত্তিক দিকটির গুরুত্ব কম নয়। কিছুকাল মাত্র এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। সাধারণভাবে সংগীতের সাহিত্য গড়ে ওঠেনি বল্লেই চলে। পূর্বসূরীদের আমলের চাইতে এখন অনুসন্ধিৎসা খানিকটা বেড়েছে কিন্তু চাহিদা মেটানোর মত পুস্তকের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে প্রায় শূন্যের ঘরেই রয়েছে।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সংগীত এখন শিক্ষায়তনের বিষয়বস্তু—সমগ্র সভ্যজগতেই তাই। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সংগীতকে ওভাবেই পেতে চান। শিক্ষায়তনের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরীক্ষা, সমাবর্ত্তন ও উপাধি ইত্যাদিও সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্রীদেবব্রত তাঁর পুস্তকটি লিখেছেন। এতে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে লেখক পাঠককে সংগীতের সমস্ত বিভাগের ঔপপত্তিক দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সংগীতের ছাত্ররা বিশেষ করে পরীক্ষার্থীরা এতে উপকৃত হবেন। ঝরঝরে ভাষায় বিশদ আলোচনার মাধ্যমে শ্রীদেবব্রত সব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীদেবব্রত কুশলী গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। প্রয়াগ সংগীত সমিতির তিনি উপাধিপ্রাপ্ত স্নাতক। এ ছাড়া অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর অধিকার সুঅর্জ্জিত।

এই পুস্তকটির বহুল-প্রচার হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

শ্রীঅজয় সিংহরায়

॥ অভিমত ॥

শ্রীযুক্ত দেবব্রত দত্ত মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য 'সঙ্গীত সহায়িকা' নামক একটি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এই পুস্তকটি অনুসরণ করলে সঙ্গীত প্রভাকর, সঙ্গীত বিশারদ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ সাধ্য হবে কারণ সঙ্গীত সম্বন্ধীয় যাবতীয় সম্ভাব্য প্রশ্নের সদুত্তর এতে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখক নিজে সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। সঙ্গীতের নানাবিধ পারিভাষিক শব্দ এবং রাগ সঙ্গীতের বিবিধ তত্ত্ব তিনি এতে নৈপুণ্য সহকারে এবং সরল ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেগুলি উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজসাধ্য হবে। শুধু পরীক্ষার ব্যাপারেই নয় যাঁরা সাধারণভাবে সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে উৎসুক এই পুস্তকটি থেকে তাঁরাও বিপুলভাবে উপকৃত হবেন। এই রকম একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করে লেখক সঙ্গীত জগতের বিশেষ কল্যাণ-সাধন করেছেন। আশা করি গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

শ্রীদেবব্রত দত্ত প্রনীত "সঙ্গীত সহায়িকা" নামক প্রভাকর প্রশ্নোত্তর বইটি পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের সত্যিই সহায়ক হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি গ্রন্থকার ও এই গ্রন্থের শুভ কামনা করি।

নীহারবিন্দু চৌধুরী

সঙ্গীত সহায়িকা বইটি পড়ে যারপর নাই প্রীত হলাম। শ্রীদেবব্রত দত্ত মহাশয়কে আমি দীর্ঘদিন ধরে একজন গুণী শিল্পী ও পরীক্ষক হিসাবে জানি। ডঃ সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছ থেকে শ্রীদত্ত মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। শুধুমাত্র ক্রিয়াত্মক সঙ্গীত নিয়ে দেবব্রতবাবু বসে থাকেননি সঙ্গীত শাস্ত্র নিয়েও প্রচুর অধ্যাপনা করেছেন এবং এই কারণেই তিনি পরীক্ষার্থীদের জন্য এই সুন্দর বইটি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন এত সুন্দর ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন, যা সত্যই প্রশংসনীয়।

রাগ সঙ্গীতের মান নির্ণয় করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এর পরীক্ষা প্রতি বছর হয়ে আসছে। বহু উৎসাহী ছাত্র ছাত্রী এই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসছেন কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রশ্নোত্তর ঠিকমতো দিতে পারছেন না কারণ প্রশ্নোত্তরের বই ঠিকমত পাচ্ছেন না। তাই দেবব্রত বাবুর এই বইটি পরীক্ষার্থীদের যথেষ্ট সাহায্য করবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। মহাপ্রভুর কাছে দেবব্রত বাবুর আরো সুখ্যাতি কামনা করি।

গৌর গোস্বামী এম, মিউজ
সঙ্গীত প্রবীন পরীক্ষক

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

এস, চন্দ্র এণ্ড কোং
৪, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড
কলিকাতা—৭০০০১৩

দি, মেলোডি
৮২/১, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০০২৬

আর, বি, দাস
৮/সি, লাল বাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০১

নিউ হিন্দুস্থান মিউসিক্যাল মার্ট
৪/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০০০৯

জে, এন, দাঁ
৬৫, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

দেবী পুস্তকালয়
৬৫, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

টিচার্স কর্ণার
১২২, নেতাজী সুভাষ এভিনিউ
পোঃ—শ্রীরামপুর
জিঃ—হুগলী

এন, এন, ঘোষ
সুভাষ এভিনিউ
রাণাঘাট, নদীয়া

দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০০২৯

আর রাণা এণ্ড কোং
৭৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা—৭০০০১২

রুবী পাবলিশার্স
১৭২, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রফুল্ল লাইব্রেরী
৭১, বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

নবযুগ গ্রন্থালয়
সুবোধ রায়
বিরাটি ষ্টেশনের নিকট
বিরাটি

"রূপের মাধুরী"
সদর বাজার
ব্যারাকপুর
২৪—পরগণা

বিঃ দ্রঃ—এ ছাড়া অন্যান্য পুস্তকের দোকানেও পাওয়া যায়।

নিবেদন

আমি "সঙ্গীত প্রভাকর", "সঙ্গীত বিশারদ", এবং অন্যান্য সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কণ্ঠ ও তন্ত্রবাদ্য পরীক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই "সঙ্গীত সহায়িকা" নামক প্রশ্ন—উত্তর বইখানি লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর হওয়া বাঞ্চনীয় আমি সেই দিকে যত্নবান হইয়া সাধ্যমত উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থে প্রথম বর্ষ হইতে তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার উত্তর সম্বলিত হইল। যদি এই বইয়ের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকারে আসিতে পারি, তবেই আমি নিজেকে সার্থক মনে করিব।

সঙ্গীত সহায়িকা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) চতুর্থ বর্ষ হইতে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর বইটি মুদ্রনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত বই যথেষ্ট নয় ইহা শুধু মাত্র পরীক্ষার প্রয়োজনেই প্রযোজ্য।

সেইজন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের শোনাইবার জন্য আমি গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

নিভুল করার অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি মুদ্রা প্রমাদ হেতু এই গ্রন্থে কিছু ভুল থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ গুণে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন—তাহাদের কাছে আমার এই বিনীত অনুরোধ।

লীলাদেবী, গীতশ্রী দত্ত, পাপিয়া ভৌমিক, কাবেরী ভট্টাচার্য্য, শিলা দাস, সীমা চক্রবর্ত্তী, সর্বজিৎ বোস, কল্যানকান্তি দাস ও বিজয় সিন্‌হা—যাহারা আমার এই কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং আমার গুরুদেব ৺ডঃ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং মাননীয় সঙ্গীতর্কবিদ্‌ ডাঃ বিমল রায় মহাশয়ের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী।

বিশেষ করিয়া আমি সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, (সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষক), কল্পনা চট্টোপাধ্যায় (সঙ্গীত প্রভাকর পরীক্ষক), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চাঁদ শীল এবং এস, চন্দ্রাকে এই কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা জোগাইবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত—

দেবব্রত দত্ত

॥ সূচী পত্র ॥

প্রথম বর্ষ

		পৃষ্ঠা
১৯৬৯ সালের প্রশ্ন ও উত্তর	...	১—১১
১৯৭০ ,, ,, ,,	...	১২—১৯
১৯৭১ ,, ,, ,,	...	২০—২৪
১৯৭২ ,, ,, ,,	...	২৫—৩০
১৯৭৩ ,, ,, ,,	...	৩১—৩৩

দ্বিতীয় বর্ষ

১৯৬৯ সালের প্রশ্ন ও উত্তর	...	৩৪—৪৫
১৯৭০ ,, ,, ,,	...	৪৬—৫৬
১৯৭১ ,, ,, ,,	...	৫৭—৬৩
১৯৭২ ,, ,, ,,	...	৬৪—৭২
১৯৭৩ ,, ,, ,,	...	৭৩—৮১

তৃতীয় বর্ষ

১৯৬৯ সালের প্রশ্ন ও উত্তর	...	৮২—৯৫
১৯৭০ ,, ,, ,,	...	৯৬—১০৫
১৯৭১ ,, ,, ,,	...	১০৬—১১১
১৯৭২ ,, ,, ,,	...	১১২—১২০
১৯৭৩ ,, ,, ,,	...	১২১—১৩১

প্রথম বর্ষ

PRAYAG SANGIT SAMITI, ALLAHABAD.
Annual Examination—1969.
First year Vocal.

বিষয়—গায়ণ　　　　　প্রথম বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা　　　　　পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

১। নিম্নলিখিতগুলি হইতে পাঁচটির পরিভাষা লিখুন :—

শ্রুতি, পকড়, সম, আবর্ত্তন, রাগ, অলংকার, ঠেকা ও বাদী।

শ্রুতি :—প্রাচীন গুণীগণ অসংখ্য নাদ হইতে যে ২২টি নাদকে লইয়া স্বরসপ্তক রচনা করিয়াছেন, সেগুলি আমরা শুনিয়া থাকি ও একটি হইতে আর একটিকে পৃথক করিতে পারি। সেই নাদগুলিকেই শ্রুতি বলা হয়। স্বরসপ্তক ২২টি শ্রুতির বিশেষ বিশেষ কয়েকটির শ্রুতির উপর স্থাপিত।

পকড় :—রাগে ব্যবহৃত যে অল্পসংখ্যক স্বর বিন্যাসের দ্বারা রাগের রূপ পরিস্ফুট হয় এবং রাগকে চিনিতে সাহায্য করে সেই স্বর সমষ্টিকেই পকড় বলা হয়।

যেমন—ইমনের পকড় :—নিরে গরে, নিরেসা ॥

সম :—তাল আরম্ভ করিবার প্রথম মাত্রাটিকেই সম বলা হয়। তাল লিখিবার সময় সম চিহ্নকে "+", "×" বা কোন মতে "১" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষণীয় কারণ একটি দুইটি তাল অনেক সময় ফাঁক থেকে সুরু হয়। যেমন—রূপক তাল।

আবর্তন :—তাল সম হইতে শুরু করিয়া পুনরায় সমে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত এই যে পরিক্রমা ইহাকে আবর্তন বা আবৃত্তি বলা হয়।

রাগঃ—রাগ শব্দটি সংস্কৃত রণ্‌জ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ রঞ্জকতাই রাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা ছাড়াও রাগের কতকগুলি বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় নিয়ম অনিবার্য।

(ক) দশটি ঠাটের যে কোন একটি ঠাট হইতে রাগের স্বর লইতে হইবে।

(খ) একটি রাগ কখনই পাঁচটি স্বরের কম এবং সাতটি স্বরের বেশী দিয়া রচিত হয় না। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই রাগের জাতি নিরূপিত হয়। জাতিগুলি যথাক্রমে ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ।

(গ) প্রত্যেক রাগেরই 'সা' স্বরটি অনিবার্য্য এবং মধ্যম ও পঞ্চম দুইটি স্বরের যে কোন একটি স্বর থাকা আবশ্যক।

(ঘ) মধ্যম ব্যতীত অন্য কোন স্বরই পাশাপাশি শুদ্ধ ও বিকৃত রূপে রাগে ব্যবহৃত হয়না।

(ঙ) প্রত্যেক রাগেই আরোহন-অবরোহন, বাদী, সম্বাদী রাগ পরিবেশনের সময়, পকড় এবং রসসঞ্চার ও ভাবের অভিব্যক্তি থাকা প্রয়োজন।

অলংকারঃ—স্বর সমূহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিয়মবদ্ধ ভাবে সাজনোকেই অলংকার বলে। অলংকারে আরোহ এবং অবরোহ থাকা আবশ্যক এবং আরোহ ও অবরোহের স্বর রচনা ক্রমানুসারে হইবে। অলংকারকে পাল্‌টাও বলা হয়।

যথাঃ—সাগ, রেম, গপ, মধ, পনি, ধর্সা।

র্সাধ, নিপ, ধম, পগ, মরে, গসা॥

ঠেকাঃ—তবলা, পাখোয়াজ বা তালযন্ত্রে বোল সহযোগে সম, তালি, খালি দিয়া যে তাল রচিত হয় তাহাকে ঠেকা বলে।

বাদীঃ—রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটি বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদী স্বর বলা হয়। বাদী স্বরকে রাগের প্রাণস্বর বা রাজাস্বর বলা হয়। যথা—ইমন ও ভূপালী রাগের বাদীস্বর—'গ'।

২। নিম্নলিখিত রাগগুলি হইতে কোন একটি রাগে সম্পূর্ণ পরিচয়, আরোহ, অবরোহ তথা পকড় স‍হিত লিখুন:—
ইমন্, কাফী, বিহাগ।

উত্তর:—ইমন্: ঠাট—কল্যাণ। আরোহন—নি রে গ মঁ প ধ নি সাঁ।

অবরোহন—সাঁ নি ধ প মঁ গ রে সা। জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। বাদী—গ।
সম্বাদী—নি। অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ। সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর।
পকড়—নি রে গ রে, নি রে সা। ন্যাসস্বর—গ নি ও প।

ইমন রাগে শুধু ম তীব্র এবং সব স্বরই শুদ্ধ। কথিত আছে আমীর খসরু এই রাগের স্রষ্টা।

কাফী:—ঠাট—কাফী। আরোহন—সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

আরোহন—সাঁ নি ধ প ম গ রে সা। জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।

বাদী—প। সমবাদী—সা। অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ। সময়—মধ্য রাত্রি।

পকড়—সা সা, রে রে, গ গ, ম ম, প। ন্যাসস্বর—রে, গ, ম ও প।

এই রাগে গ, নি কোমল বাকি সব স্বর শুদ্ধ। কখনও কখনও শুদ্ধ গ বা শুদ্ধ নি ব্যবহার হইয়া থাকে। উক্ত রাগে ধ্রুপদ, ঠুংরী এবং ভজন গানই বেশী শুনিতে পাওয়া যায়।

বিহাগ:—ঠাট—বিলাবল। আরোহ—সা গ ম প নি সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ প ম গ রে সা। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
বাদী—গ, সমবাদী—নি। অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।
পকড়—নি সা, গ ম প, গ ম গ। ন্যাসস্বর—গ, প ও নি।

এই রাগের সব স্বর শুদ্ধ। তীব্রমধ্যম অল্প পরিমাণে রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। পঃ ভাতখণ্ডেজী প্রথমে এই রাগটিকে কল্যাণ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তীব্র

মধ্যমের স্থান এই রাগে গৌণ বলিয়া এই রাগকে বিলাবল ঠাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। নিম্নলিখিত স্বরসমূহ কি কি রাগের হইতে পারে:—

(ক) নীরে, গমপ, মগ, নীরেসা।

(খ) গরেসাধ, সারেগ, পগ।

(গ) গমপ, ম, গমগ, রেনিসা।

(ঘ) সা, গমপ, ধ্‌Sপ, গমরে্‌S।

(ঙ) সানিধপ, ধনিধপ, মগমরেসা।

উত্তর:—(ক) রাগ—'ইমন্‌'।

(খ) রাগ—'ভূপালী'।

(গ) রাগ—'বিহাগ'।

(ঘ) রাগ—'ভৈরব'।

(ঙ) রাগ—'আলাহিয়া বিলাবল'।

৪। সপ্তক কাহাকে বলে? উহার পূর্ণ বিবরণ দিন তথা উহার চিহ্নগুলিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর:—সপ্তক—সা রে গ ম প ধ নি এই সাতটি স্বরের সমষ্টিকে বলা হয় সপ্তক। এক সপ্তকে সাতটি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর থাকে।

সপ্তক তিন প্রকার -মন্দ্র, মধ্য ও তার বা যথাক্রমে উদারা মুদারা ও তারা।

সহজেই মানুষের কণ্ঠ হইতে যে স্বরসপ্তক ধ্বনিত হয় তাহাকে মধ্য সপ্তক বা মুদারা বলে।

মধ্য স্বরসপ্তকের আওয়াজ হইতে দুইগুণ নীচুতে থাকে যে স্বরের আওয়াজ তাহাকেই বলে মন্দ্র সপ্তক বা উদারা।

আবার মধ্য স্বরসপ্তকের আওয়াজ হইতে দুইগুণ উঁচুতে থাকে যে সপ্তকের আওয়াজ তাহাকেই বলা হয় তার বা তারা সপ্তক।

চিহ্নগুলি নিম্নরূপ :—

মন্দ্র—নি ধ প ... ... ইত্যাদি। (স্বরের নীচে বিন্দু)

মধ্য—সা রে গ ... ... ইত্যাদি।

তার—র্সা র্রে র্গ ... ... ইত্যাদি। (স্বরের উপরে বিন্দু)

৫। নিম্নলিখিত তালগুলি হইতে যে কোন তালের সম্পূর্ণ পরিচয়, তালী, খালী, বিভাগ সহিত লিখুন :—
তিনতাল, ঝাঁপতাল, দাদ্‌রা, কাহারওয়া।

উত্তর : —

তিনতাল (১৬ মাত্রা)

+				২			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা

০				৩			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
না	তিন্	তিন্	তা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা

এই তালে ৪ মাত্রা বিশিষ্ট চারিটি বিভাগ আছে। ইহাতে তিনটি তালি ও একটি খালি আছে। ইহা সমপদী তাল।

ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা)

+		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না

এই তালে দুই ও তিনমাত্রা বিশিষ্ট চারিটি বিভাগ আছে। ইহাতে তিনটি তালি ও একটি খালি আছে। ইহা বিষমপদী তাল।

দাদরা (৬ মাত্রা)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধা ধি না ধা তু না

ইহাতে তিনমাত্রা বিশিষ্ট দুইটি বিভাগ আছে। ইহা সমপদী তাল; ইহাতে একটি তালি ও একটি খা'লি আছে।

কাহারওয়া (৮ মাত্রা)

+				o			
১	২	২	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	না	তি	ন	ক	ধি	ন

ইহাতে চারমাত্রা বিশিষ্ট দুইটি বিভাগ ও একটি তালী এবং একটি খালী আছে। ইহা সমপদী তাল।

৬। স্বর কাহাকে বলে? উহার পূর্ণরূপ বিবরণ দিয়া উহার বিভিন্ন প্রকারের উপর আলোকপাত করুন:—

উত্তর:—স্বর:—সঙ্গীতে সা রে গ ম প ধ নি-কেই স্বর বলা হয়। এই স্বরগুলি মোট ২২টি শ্রুতির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি শ্রুতির উপর স্থাপিত। স্বর দুই প্রকার—প্রাকৃত (শুদ্ধ), বিকৃত (কোমল ও তীব্র)। প্রাকৃত স্বর—সাতটি এবং বিকৃত স্বর—পাঁচটি। এই দুই প্রকার স্বর মিলিয়ে মোট স্বর ১২টি।

শুদ্ধস্বর—সা রে গ ম প ধ নি।

বিকৃত—রে গ ম ধ নি।

৭। নিম্নলিখিত রাগগুলি হইতে যে কোন একটি রাগের স্বরলিপি লিখুন:—ভূপালী, ভৈরব, বিলাবল, কাফী।

উত্তর :—রাগ ভূপালী **তাল :— ত্রিতাল (মধ্যলয়)**

স্থায়ী

সা সা ধ প	গ রে সা সা	প গ প প	প ধ ধ —
তু ম হ ম	স ন জি ন	বো ঽ লো পি	য় য় বা ঽ
০	৩	+	২

গ — গ রে	গ প সা ধ	সা সা সা —	সা রে সা —
ঔ ঽ র ন	সোঁ ঽ নে ঽ	ন মি লা ঽ	ব ত হো ঽ
০	৩	+	২

সা সা রে রে	ধ — সা সা	পধ সাসা ধপ পধ	সাসা ধপ গরে সা-
হ ম সেঁ ক	রো ঽ তু ম	বাঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ	ঽঽ ঽঽ ঽঽ বঽ
০	৩	+	২

অন্তরা

প গ গ গ	প — সা ধ	সা সা সা সা	সা রে সা সা
কা ঽ রি ক	রুঁ ঽ ট লং	ব ন ন হিঁ	আ ঽ ব জ
০	৩	+	২

সা — ধ —	সা — রে রে	সা রে গ রে	সা রে সা ধ
এ্যায় ঽ সো ঽ	ঢা ঽ ট লং	গ য় বা ঽ	তো ঽ রে ঽ
০	৩	+	২

প গ প ধ	সা ধ সা সা	পধ সাসা ধপ পধ	সাসা ধপ গরে সাসা
তু ম সে কো	ঽ ন ক রে	বাঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ	ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ
০	৩	+	২

রাগ—ভৈরব **তাল—ত্রিতাল**

স্থায়ী

গ ম ধ ধ	পম প ম গ	রে — মগ (ম)	রে — সা —
ধ ন ধ ন	মৃS S র ত	কু S ঋS মু	রা S রী S
০	৩	+	২
সা ধ — নি	সা সা সা সা	রে — সা —	নি সা গ ম
সু ল S চ্ছ	S ন গি রি	ধা S রী S	ছ বি সুন্ S
০	৩	+	২
প প ধ —	র্সা — ধ প	পধ নির্সা র্সারে র্সানি	ধনি ধপ মগ ম
দ র শা S	গে S অ তি	প্যাS SS SS SS	SS SS SS রী
০	৩	+	২

অন্তরা

প — প —	ধ ধ নি নি	র্সা র্সা র্সা র্সা	নি র্সা র্সা —
বং S শী S	ধ র ম ন	মো হ ন সু	হা S বে S
০	৩	+	২
রে রে ম ম	রে — সা —	সা সা রে সা	ধ — প —
ব লি ব লি	জা S উঁ S	মো রে ম ন	ভা S বে S
০	৩	+	২
গ ম গ ম	প — ধ প	পধ নির্সা র্সারে র্সানি	ধনি ধপ মগ ম
স ব রং গ	জা S ন বি	চাS SS SS SS	SS SS SS রী
০	৩	+	২

রাগ—কাফী

তাল—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী ঃ

গ
ম
ক

২	০	৩	+
	প	ম সা	
গ গ ম প	ধ প গ ম	গ গ রে রে	পা — — গ
দ র পি য়া	নৈ য়া মো রি	ক্যায় সে লা গে	পা র্ ঽ তু

২	০	৩	+
	ধ		
ম ধ নি সা	রে নি — নি	ধ প ধ ম	প — — ম
খে ব ট অ	না ড়ী ঽ ছু	ঠা ড়ি ম ফ	ধা র্ ঽ ক

অন্তরা

০	৩	+	২
	সা	ম	
(ম) — ম প	নি — সা —	সারে গ রে সা	রে নি সা —
না ঽ মো রে	নৈ ঽ য়া ঽ	নাঽ ঽ রে খি	বৈ ঽ য়া ঽ

০	৩	+	২
সা	রে		
নি — সা সা	নিসা নি ধ ম	প — — গ	ম ধ নি সা
আ ঽ ন প	ড়ীঽ ঽ ম ফ	ধা র্ ঽ ক	দ র পি য়া

০	৩	+
	ম সা	গ
নি ধ ম প	গ গ রে রে	প — — ম
নৈ য়া মো রি	ক্যায় সে লা গে	পা র ঽ ক

রাগ—বিলাবল
তাল—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী

গ. .সাঁ	প		
সা সা ধ নিপ	প গম প ম	গ — মরে -সা	সা রে সা —
র ব সেঁা ঽঽ	নে ঽঽ হ ল	গা ঽ ঽঽ তুঽ	ম ন বা ঽ
০	৩	+	২

নি. ম	প ধ		গরে
সা — গ মরে	গ প নি নি	সা সা সাসা গরে	সারে সানি ধপ মগ
তু ঽ জো ঽঽ	না ঽ হিঁ শ	র ন বাঽ ঽঽ	ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ
০	৩	×	২

অন্তরা

প ধ		নি. সা. রে.	
প — নি নি	সা — সা সা	সা গ গ ম	গ রে সা সা
সা ঽ চো সু	খী ঽ কী উ	দ গ মেঁ ন	দী ঽ স ত
০	৩	+	২

ম.	গ.	সা ধ	গরে
গ ম প মগ	ম রে সা সা	নি নি সাসা গরে	সারে সানি ধগ মগ
হ র রং গঽ	মা ঽ ন ব	চ ন বাঽ ঽঽ	ঽঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ
০	৩	+	২

৮। (ক) সঙ্গীত কাহাকে বলে?

(খ) অলংকার কাহাকে বলে? শিক্ষা করা অলংকারগুলি হইতে চারিটি সুন্দর সুন্দর অলংকার লিখুন।

উত্তর: (ক) সঙ্গীত:-গীত, বাদ্য এবং নৃত্য তিনটি কলার সমন্বয় সাধনকেই সঙ্গীত বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নিজস্ব স্বত্তা আছে। এই তিনটি কলার মধ্যে গীত অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীতই প্রধান।

সেইজন্য গীত শব্দটিকে প্রাধান্য দিয়া এই তিনটি কলাকে একত্রে সঙ্গীত বলা হয়। এককথায়, স্বর, বর্ণ ও লয়ের হৃদয়গ্রাহী সৃষ্টিকেই সঙ্গীত বলে।

(খ) **অলংকার:**—১৯৬৯ সালের ১নং প্রশ্নের পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

চারিটি অলংকার

(ক) সাগ রেম গপ মধ পনি ধর্সা

র্সাধ নিপ ধম পগ মরে গসা।

(খ) সাম রেপ গধ মনি পর্সা

র্সাপ নিম ধগ পরে মসা।

(গ) সারেগ রেগম গমপ মপধ পধনি ধনির্সা

র্সানিধ নিধপ ধপম পমগ মগরে গরেসা।

(ঘ) সারে সাগ, রেগ রেম, গম গপ, মপ মধ,

পধ পনি, ধনি ধর্সা।

র্সানি র্সাধ, নিধ নিপ, ধপ ধম, পম পগ,

মগ মরে, গরে গসা।

Annual Examination, 1970

Gayan First Year

প্রথম বর্ষ—বিষয় গায়ন

সময়—৩ ঘণ্টা　　　　　　　　　　　　　　　　　　পূর্ণাঙ্ক ৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুন। সকল প্রশ্নের মান সমান।

১।—নিম্নলিখিত সঙ্গীত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির পরিভাষা লিখুন :—

সঙ্গীত, নাদ, স্বর, ঠাট, বাদী, অস্তরা ও সপ্তক।

উত্তর :—সঙ্গীত—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৮নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

নাদ—সঙ্গীত উপযোগী স্বরকেই নাদ বলা হয়। স্থির এবং নিয়মিত আন্দোলন হইতে উৎপন্ন মধুর ধ্বনিই হচ্ছে নাদ। নাদ দুই প্রকার—আহত নাদ, অনাহত নাদ। ইহা ছাড়া নাদের বৈশিষ্ঠ তিন প্রকার।

১। নাদের জাতি।

২। নাদের ছোট বড় হওয়া।

৩। নাদের উঁচু নীচু হওয়া।

স্বর—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঠাট—ঠাট শব্দের অর্থ রাগ তৈরী করিবার কাঠামো বা সূত্র। যাহা হইতে রাগ উৎপন্ন হয়। ঠাটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

(ক) ঠাটের সাতটি স্বর ক্রমিক হতে হবে। যথা—সা, রে, গ, ম, প ধ, নি।

(খ) একটি ঠাটে একই স্বরের দুই রূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ও বিকৃত ব্যবহার হয় না।

(গ) ঠাটের শুধুই আরোহন হয়; অবরোহনের কোন প্রয়োজন নেই। এবং রঞ্জকতা নিষ্প্রয়োজন। কেননা ঠাট গাহিবার জন্য সৃষ্টি নয়, শুধুমাত্র রাগ তৈরী হইবার কাঠামো।

বাদী—১৯৬১সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

অন্তরা—গানের চারটি ভাগের একটি ভাগের নাম অন্তরা। স্থায়ীর পরবর্ত্তী বিভাগের নাম অন্তরা। অন্তরাকে স্থায়ীর পরিপূরক বিভাগ বলা যাইতে পারে। মধ্য সপ্তকের গান্ধার বা মধ্যম হইতে তার সপ্তকের মধ্যম বা পঞ্চম অবধি ইহার গতিবিধি।

সপ্তক—১৯৬১সালের ১ম বর্ষের ৪নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

২।—নিম্নে প্রদত্ত রাগগুলির কোন একটির স্বর-লিপি লিখুন।

রাগ-কাফী, রাগ-বিলাবল।

উত্তর—১৯৬১সালের ১ম বর্ষের ৭নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৩।—ভাতখণ্ডে অথবা বিষ্ণুদিগম্বরজীর জীবনীর বিষয় যাহা জানেন লিখুন।

উত্তর—পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের জীবনী

তৎকালীন সমাজে উপেক্ষিত ও কুক্ষীগত সঙ্গীতকে বহু আত্ম-ত্যাগ ও নিষ্ঠার পরীক্ষা দিয়া যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সন্মুখে উপ-স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পঃ বিষ্ণুনারায়ন ভাতখণ্ডের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের, ১০ই আগষ্ট, বোম্বাইয়ের বালকেশ্বর গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবারে পঃ বিষ্ণুনারায়ন ভাতখণ্ডের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা পিতা সঙ্গীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং এই প্রভাব শিশুকাল হইতে পঃ বিষ্ণুনারায়ণের মধ্যেও পরিলিক্ষিত হয়। তিনি শিশুকাল হইতে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। কিন্তু, নিয়মিতভাবে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন কলেজে প্রবেশের পর। শিক্ষায় B. A., L. L. B. ছিলেন। ১৮৮৩খৃষ্টাব্দে B. A. এবং ১৮৯০খৃষ্টাব্দে L. L. B. পাশ করেন। L. L. B পাশ করার পর তিনি ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় সঙ্গীত সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেন। এই আত্মত্যাগের পিছনে হয়তো

যা বিধাতার নেপথ্য নির্দেশ ছিল। তিনি সেতার ও বাঁশী বাজাইতে জানিতেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত বল্লভদাসের নিকট সেতার শেখেন। মাতার কাছে ভজন, পরবর্তী কালে বোম্বাইয়ের "জ্ঞান— উত্তেজক মণ্ডলে" দীর্ঘদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাছাড়া তিনি যে সকল সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে জাকি-রুদ্দিন" (তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া) আসেথ আলি, মহম্মদ আলি খাঁ, একনাথ পণ্ডিত, কসবে আলী খাঁ (রামপুরের নবাব), 'উজীর খাঁ', পণ্ডিত বেলগাঁওকর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতের সাথে সাথে তিনি বহু সঙ্গীত গ্রন্থাদি পাঠ করেন এবং ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিন ও পূর্ব প্রান্তের বহুস্থানে পরি-ভ্রমণ করিয়া বহু গুণীজনের সান্নিধ্যে আসেন এবং সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা করেন। ফলে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের অপরিসীম দুর-বস্থাকে উপলব্ধি করিয়া প্রাচীন রাগ-রাগিনীর অপব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া, দাক্ষিনাত্যের পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখীর ৭২টি ঠাটের অনুসরণে স্বর ও স্বরূপ সাম্যের ভিত্তিতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ১০টি ঠাটকে সকল রাগের উৎস্ রূপে প্রচলন করেন। ভারতীয় সঙ্গীতকে বদ্ধদশা হইতে মুক্তি দেবার জন্যই তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন বরদায়। পরবর্তী কালে এই সম্মেলন দিল্লী, বারানসী ও লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হয় এবং বরোদা সম্মেলনেই স্থির হয় "অল ইণ্ডিয়া মিউজিক অ্যাকাডমী" প্রতিষ্ঠার। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে পুস্তকাকারে ৬টি খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় (লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, বরোদা) সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আজ ও সেই সকল সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে পঃ ভাতখণ্ডেরই প্রচলিত স্বরলিপি ও শাস্ত্র মানা হয়। বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া সঙ্গীত জগতকে তিনি তাহার ছয় খণ্ডে রচিত "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" দান করেন যাহা ভবিষ্যত সঙ্গীত পিপাসুদের নিকট আলোক বর্তিকা স্বরূপ। তিনি 'চতুর পণ্ডিত' এই ছদ্ম নামে বহু গান ও রচনা করেন।

তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রধান শিষ্যদের মধ্যে স্বর্গীয় রতন-

ঝঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গুরুর পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের, ১৯শে সেপ্টেম্বর, সঙ্গীত জগতের জ্যোতিষ্ক, পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে অস্তমিত হইয়াছেন।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর

সঙ্গীতে উৎসর্গীকৃত, ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বর্গীয় বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট মহারাষ্ট্রের কুরঙ্গবাড় বা কুরুদণ্ড নামক দেশীয় রাজ্যের বেলগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরজীর পরিবারের সকলেই ধার্মিক ও কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। ধার্মিক পরিবেশে থাকার ফলে তিনি নিজেও ধার্মিক ও তাঁহার গানগুলিও তাই স্বাত্তিক ভাবাপন্ন ছিল। তাঁহার পিতা পঃ দিগম্বর গোপাল ও ছিলেন একজন সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক।

দৈবদুর্বিপাকে শৈশবে দৃষ্টি শক্তিহানি হওয়ায় তিনি পড়াশুনায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সেইজন্যই তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া মিরাজে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে যান। পঃ বালকৃষ্ণ বুয়ার নিকট তিনি দীর্ঘকাল সঙ্গীত সাধনা করেন। সঙ্গীত শিক্ষা লাভের পর তিনি অনুভব করেন যে ভারত বর্ষের সম্রান্ত সমাজে সঙ্গীত সেবকদের বিশেষ কোন মর্য্যাদা নাই। তখন তিনি সঙ্গীতকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এবং বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি এই আত্মনিয়োগে অবিচলিত ছিলেন।

বোম্বাই ও লাহোরে তিনি গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং একটি সঙ্গীত পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তৎকালীন জনসাধারণ বিশেষ সঙ্গীতানুরাগী না থাকায় তাঁহার এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট স্বীকৃতি পায় নাই। তিনি বহু সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেন। বহু ভক্তিমূলক গান এবং সমসাময়িক অসংখ্য দেশাত্মবোধক গানও তিনি রচনা করিয়া-

ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করেন এবং রামভজনে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন দেশে বিদেশে তিনি রামধুন গাহিতেন।

সঙ্গীতকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাসীর বেশে সমস্ত ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন। এবং স্বরলিপির এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

তাঁহার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে পঃ ওঁকারনাথ ঠাকুর, বিনায়করাও পটবর্ধন, বি. আর দেওধর, এম. এম. বোড়াস, ভি. এম. কশালকর, নারায়ণরাও ব্যাস, বামনরাও পাধ্যে, বি. এন. ঠকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারত বিখ্যাত গায়ক দত্তাত্রেয় পুলস্কর তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র। এই ঘরের গায়কগণ খেয়াল গানের পর ঠুংরীর পরিবর্তে ভজন পরিবেশন করেন।

বিষ্ণুদিগম্বরজী ১৯৩১ খৃঃ ২১শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন।

৪। নিম্নে প্রদত্ত রাগগুলির আরোহ, অবরোহ, পকড়, থাট, সম্বাদী এবং গাহিবার সময় লিখুন।

রাগ—ভুপালী **রাগ—ভৈরবী**

উত্তর :—

রাগ—ভুপালী

আরোহ— সা রে গ প ধ সা

অবরোহ— সা ধ প গ রে সা

পকড় — গ, রেসা ধ, সা রে গ, প গ, ধ প গ, রে সা।

থাট — কল্যাণ।

সম্বাদী — ধৈবত (ধ)

গাহিবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর

রাগ—ভৈরবী

আরোহ— সা রে গ ম প ধ নি সা।

অবরোহ— সা নি ধ প ম গ রে সা।

পকড় — ম, গ্‌, সা রে্‌ সা, ধ্‌ নি্‌ সা।

ঠাট — ভৈরবী।

সম্বাদী — ষড়জ।

গাহিবার সময়—দিবা প্রথম প্রহর। আজকাল গুনীরা সব সময়েই রাগটি গাহিয়া থাকেন।

৫। নিম্নলিখিত তালগুলি তাললিপিতে সম, তালী, খালী, সহিত পূর্ণরূপে লিখুন:—

তিনতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, দাদ্‌রা, কাহারবা।

উত্তর:—তিনতাল, ঝাঁপতাল, দাদ্‌রা ও কাহারবা ১৯৬৯ সালের প্রথম বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

একতাল (১২ মাত্রা)

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধিন্‌	ধিন্‌	ধা	ধা	তু	না	কৎ	তা	ধাগি	তেটে	ধিন্‌	তেটে

৬। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান পদ্ধতি কোন্‌ কোনটি এবং উহাদের মধ্যে কি অন্তর হয় লিখুন।

উত্তর:—ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুইটি পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। একটি হিন্দুস্থানী পদ্ধতি, অপরটি দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি বা কর্ণাটকী পদ্ধতি। অনেকের মতে অতি প্রাচীনকালে এই দুই পদ্ধতি একই ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের ফলে এই দুই পদ্ধতি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে প্রতীয়মান হয়। উত্তর পূর্ব ভারতে প্রচলিত সঙ্গীতকেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতি বলা হয় এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে অর্থাৎ মাদ্রাজ, মহীশূর ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত সঙ্গীতকেই দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতি বা কর্ণাটকী বলে।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমুখীর ৭২টি ঠাটের অনুসরণে ১০টি ঠাট প্রচলন করেন। দক্ষিণ

পদ্ধতিতে ৭২টি ঠাটের প্রচলন থাকিলেও উত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে ঠাট মাত্র ১০টি। রাগের নামও দুইটি পদ্ধতিতে পৃথক রূপে বর্তমান। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে প্রচলিত কিছু কিছু রাগের স্বরূপ সাম্যের সহিত কর্ণাটকী পদ্ধতিতে রাগের মিল পাওয়া গেলেও দক্ষিণী পদ্ধতিতে কিন্তু ইহাদের নাম ভিন্ন। তালের ক্ষেত্রে এই দুই পদ্ধতিরই নাম এবং ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। শাস্ত্রগত এবং গাহিবার পদ্ধতিও পৃথক এবং এই কারণেই শ্রোতৃগণের নিকট সহজেই দুই পদ্ধতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৭। স্বর কয় প্রকারের এবং উহাদের ভিতর কোন কোনটি প্রধান ইহা লিখুন।

উত্তর :—৭

স্বর দুই প্রকারের, শুদ্ধ ও বিকৃত। শুদ্ধস্বর সাতটি, যেমন :—
সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি এবং বিকৃত স্বর পাঁচটি,
যথা—রে, গ, ম, ধ, নি। ইহাদের মধ্যে রে, গ, ধ ও নি স্বরগুলিকে কোমল এবং 'ম' স্বরটিকে তীব্র বলা হয়।

'সা' স্বরটি মূলস্বর, সুতরাং উক্ত স্বরটিকে মুখ্য বলা যাইতে পারে, তার পরেই 'ম' এবং 'প' স্বর দুইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া রাগে ব্যবহৃত প্রত্যেক স্বরই অল্প বিস্তর স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। 'সা' 'ম' এবং 'প' স্বরগুলিকে বাদ দিলেও রাগে বাদী এবং সমবাদী স্বরগুলিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাগরূপ পরিস্ফুট করিবার সময় বাদী এবং সমবাদীর উপর বারবার ন্যাস করিয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি রাগের নাম এবং বাদী, সমবাদী উল্লেখ করা হইল।

যেমন—(i) 'ভূপালী' রাগের বাদী, সমবাদী যথাক্রমে গান্ধার ও ধৈবত।

(ii) ইমন রাগের বাদী সমবাদী যথাক্রমে গান্ধার ও নিষাদ।

(iii) আলাহিয়া বিলাবল রাগের বাদী ও সমবাদী যথাক্রমে ধৈবত এবং গান্ধার।

এই রকম অনেকগুলি রাগের বাদীস্বর 'সা' ম ও প এর মধ্যে পড়েনা, অর্থাৎ ক্ষেত্র এবং প্রয়োজন বিশেষে সমস্ত স্বরগুলিই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

৮। নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন:—

(ক) নিজ পাঠ্যক্রম হইতে কল্যাণ থাট রাগের নাম লিখুন।

(খ) রাত্রি প্রথম প্রহরের গাহিবার রাগগুলির নাম লিখুন।

(গ) সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতীয় রাগগুলির নাম লিখুন।

(ঘ) নিজ পাঠ্যক্রম হইতে কোন একটি রাগের আলাপ লিখুন।

উত্তর:—(ক) ইমন্ ও ভূপালী।

(খ) ইমন্ ও ভূপালী।

(গ) কাফি, ইমন, ভৈরব ও আলাহিয়া বিলাবল।

(ঘ) রাগ—ইমন্।

আলাপ

নি রে গ, নি রে সা। নি রে গ, ম গ, ম রে গ, ধ নি রে সা।

নি রে গ ম গ, প, ম ধ প, ম গ প রে গ, নি রে গ ম প,

ম ধ নি, ধ প ম ধ নি সাঁ, নি রেঁ সাঁ। সাঁ নি ধ প ম গ

ম রে গ, নি রে সা।

৯। নিম্নলিখিত রাগগুলির পকড় লিখুন:—

রাগ—ইমন্, রাগ—বিলাবল, রাগ—খমাজ।

উত্তর:— রাগ—ইমন

পকড়—নি রে গ, রে, নি রে সা।

রাগ—বিলাবল

পকড়—গ ম রে, গ প, ধ, নি সাঁ।

রাগ—খমাজ

পকড়—নি ধ, ম প, ধ, ম গ।

SS-(G i)

Annual Examination—1971

Gayan First year.

প্রথম বর্ষ—বিষয় গায়ন

সময়—তিন ঘণ্টা | পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুন সকল প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত সঙ্গীত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির পরিভাষা লিখুন :—

শ্রুতি, স্বর, বাদী, সমবাদী, বিবাদী, বর্ণ, সপ্তক।

শ্রুতি—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

স্বর—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বাদী—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

সমবাদী—রাগে ব্যবহৃত যে স্বর বাদী স্বর অপেক্ষা কম এবং অন্য স্বরগুলি অপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সমবাদী বা সম্বাদী স্বর বলা হয়। বাদী স্বরকে রাজা স্বর হিসাবে যদি আখ্যা দেওয়া হয় তাহা হইলে সমবাদী স্বরকে মন্ত্রী বলা যাইতে পারে।

বিবাদী—যে স্বরটির রাগের সঙ্গে বিবাদ আছে তাহাকেই বিবাদী স্বর বলে। কিন্তু অনেক গুণী শিল্পীরা অতি নিপুণভাবে বিবাদী স্বরকে রাগে প্রয়োগ করিয়া রাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

বর্ণ—স্বরের বিভিন্ন গতির ক্রিয়াকেই বর্ণ বলা হয়। বর্ণ চারি প্রকার। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী।

স্থায়ীবর্ণ—একই স্বর পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইলে তাহাকে স্থায়ী বর্ণ বলে। যেমন—সাসা, রেরে ইত্যাদি।

আরোহী :—স্বরের গতি যদি আরোহ গতির হয়, তাহাকে আরোহী বর্ণ বলে। যেমন :—সারেগ, রেগম ইত্যাদি।

অবরোহী :—আরোহী বর্ণের বিপরীত অর্থাৎ স্বর অবরোহীর গতির হইলে তাহাকেই অবরোহী বর্ণ বলে। যেমন :—সাঁনিধ, নিধপ ইত্যাদি।

সঞ্চারী :—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহীর সংমিশ্রণে যে বর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই সঞ্চারী বর্ণ বলে।

যেমন :—সারে গরে গগ রেসা রেগ মগ মম গরে ইত্যাদি।

সপ্তক—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

২। নিম্নে প্রদত্ত রাগগুলির মধ্যে যে কোন দুইটি রাগের পরিচয় অবরোহ, পকড়, জাতি, বাদী, সম্বাদী এবং গাহিবার সময় লিখুন :—
খাম্বাজ, কাফী, ভূপালী, বিলাবল।

উত্তর :— খাম্বাজ :

অবরোহ—র্সা নি ধ প ম গ রে সা।

পকড়—নি ধ, ম প ধ, ম গ।

জাতি—ষাড়ব, সম্পূর্ণ।
বাদী—'গ'
সমবাদী—'নি'
গাহিবার সময়—রাত্রি ২য় প্রহর (৯টা হইতে ১২টা)

কাফী :

অবরোহ—র্সা নি ধ প ম গ রে সা।

পকড়—সাসা, রেরে, গগ, মম, প।

জাতি—সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ।
বাদী—'প'।
সমবাদী—'সা'।
গাহিবার সময়—মধ্য রাত্রি।

ভুপালী :

অবরোহ—সা ধ প গ রে সা।

পকড়—গ,রে সা ধ, সা রে গ, প গ, ধ প গ, রে সা।

জাতি—ঔড়ব, ঔড়ব।

বাদী—'গ'।

সমবাদী—'ধ'।

গাহিবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর। (৬টা হইতে ৯টা)

বিলাবল :

অবরোহ—সা নি ধ প ম গ রে সা।

পকড়—গ ম রে, গ প, ধ, নি সা।

জাতি—সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ।

বাদী—'ধ'।

সমবাদী—'গ'।

গাহিবার সময়—দিবা ১ম প্রহর (সকাল ৬টা হইতে ৯টা)

৩। দশমাত্রা ও বারোমাত্রা তালগুলিকে তালী, খালী ও সমসহ পূর্ণরূপে লিখুন।

উত্তর :—দশমাত্রার তাল ঝাঁপতাল। ১২ মাত্রার তাল একতাল।
১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তরে ঝাঁপতাল দ্রষ্টব্য।
১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তরে একতাল দ্রষ্টব্য।

৪। যে কোন ছোট খেয়ালে রাগ যমন স্বরলিপি লিখুন :—

উত্তর :— **স্থায়ী :** **তাল—ত্রিতাল**

ম	ম প	গ	
প প নি ধ	প ধ প —	ম রে ম ম	প — — —
গু রু বি ন	ক্যায় ঽ সে ঽ	গু ন গা ঽ	ওয়ে ঽ ঽ ঽ
০	৩	+	২

ম প ম			নি.
প নি ধ প	— ম গ রে	গ রে গমপ রে	সা রে সা —
গু রু ন মা	ঽ নে তো ঽ	গু ঽ নঽঽ হিঁ	আ ঽ ওয়ে ঽ
০	৩	+	২

নি.	ম গ		নি
সা সা রে রে	গ ম ম —	প প — নি	ম ধ প —
গু নি য় ন	মেঁ ঽ বে ঽ	গু নী ঽ ক	হা ঽ ওয়ে ঽ
০	৩	+	২

অন্তরা

ম		প	
প — প ম	গ — রে —	গ প সা ধ	সা সা সা —
মা ঽ নে ঽ	তো ঽ রী ঽ	ঝা ঽ ওয়ে ঽ	স ব কো ঽ
০	৩	+	২

নি.	নি. সা		ধ ধ
সা সা গ রে	সা রে সা —	নি ধ সা সা	নি নি ম প
চ র ণ গ	হে ঽ সা ঽ	দী ঽ ক ন	কে ঽ জ ব
০	৩	+	২

ম গ			
প গ প (প)	গ রে সা সা	সারে গম পধ নিসা	নিধ পম গরে সাসা
আ ঽ ওয়ে ঽ	অ চ প ল	তাঽ ঽঽ ঽঽ ঽঽ	ঽঽ ঽঽ ঽঽ সুর
০	৩	+	২

৫। ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ হইতে আপনি কি বোঝেন তাহা উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—রাগে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার উপর জাতি নিরূপিত হয়। জাতি তিন প্রকার। ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ।

ঔড়ব :—যে রাগের আরোহনে এবং অবরোহনে পাঁচস্বর ব্যবহৃত হয় তাহাকে ঔড়ব জাতির রাগ বলে। যেমন—'ভূপালী'।

আরোহন—সা রে গ প ধ র্সা

অবরোহন—র্সা ধ প গ রে সা।

ষাড়ব—যে রাগের আরোহন এবং অবরোহনে ছয়স্বর ব্যবহৃত হয় তাহাকে ষাড়ব জাতির রাগ বলে। যেমন—'মারোয়া'।

আরোহন—নি ঋ গ হ্ম ধ নি র্সা

অবরোহন—র্সা নি ধ হ্ম গ ঋ সা।

সম্পূর্ণঃ—যদি কোন রাগের আরোহন এবং অবরোহনে সাত স্বর ব্যবহৃত হয় তাহাকে সম্পূর্ণ জাতির রাগ বলে।

যেমন—'কাফী'

আরোহন—সা রে জ্ঞ ম প ধ ণি র্সা

অবরোহন—র্সা ণি ধ প ম জ্ঞ রে সা।

৬। 'নাদে'র পরিভাষা সহ উহার বিশেষত্বগুলি বুঝাইয়া লিখুন।

উত্তরঃ—নাদের পরিভাষা ১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৭। চারটি অলঙ্কার লিখুনঃ—

উত্তরঃ—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৮নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৮। নিম্নলিখিত 'স্বর' সমূহ কোন রাগের অন্তর্ভুক্ত বুঝাইয়া দিনঃ—

(ক) স স, রে রে, জ্ঞ জ্ঞ, ম ম, প।

(খ) প দ ণি র্সা, ণি দ প॥

উত্তরঃ—(ক) স স, রে রে, জ্ঞ জ্ঞ, ম ম, প।

এই স্বর সমূহ 'কাফী' রাগের।

(খ) প দ ণি র্সা, ণি দ প।

উক্ত স্বরসমূহ ভৈরবী বা জোনপুরী এই দুইটি রাগেই হইতে পারে কারণ উক্ত দুই রাগেই এই স্বরসঙ্গতি সম্ভব।

D-V-(I)

1972

Gayan-First Year

প্রথম বর্ষ—বিষয় গায়ন

সময় তিন ঘণ্টা]   [পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুন। সকল প্রশ্নের মান সমান

১। নিম্নলিখিত সঙ্গীত শব্দ গুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির পরিভাষা লিখুন:—

সঙ্গীত, স্বর, নাদ, শ্রুতি, ঠাট, সপ্তক, অলংকার, বর্ণ।

উত্তর :—

সঙ্গীত :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৮নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

স্বর :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

নাদ :—১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

ঠাট :—১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

সপ্তক :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

অলঙ্কার :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

বর্ণ :—১৯৭১ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

২। ভারতীয় সঙ্গীতের পদ্ধতি দুটি কি এবং তাহাদের বিশেষত্ব গুলিই বা কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৩। স্বর কত প্রকার হয়? তীব্র ও কোমল স্বরের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—স্বর কত প্রকারের ১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য এবং কোমল ও তীব্র স্বরের পার্থক্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

কোমল স্বর ও তীব্র স্বরের পার্থক্য—শুদ্ধস্বর অপেক্ষা কোমল স্বর অপেক্ষাকৃত নীচু।

শুদ্ধস্বরের শ্রুতি সংখ্যা অপেক্ষা কোমল স্বরের শ্রুতি সংখ্যা কম। কোমল স্বর চারটি। যথা—রে, গ, ধ, নি।

মধ্যম ব্যতীত আর কোনও স্বর তীব্র হয় না। শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা তীব্র মধ্যমের শ্রুতি সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

৪। একটি করিয়া এমন দুটি রাগের আলাপ লিখুন যাহাদের বাদী-স্বর 'গান্ধার' 'নিষাদ' হয়।

উত্তর :—'ইমন' এবং 'খাম্বাজ' রাগের বাদীস্বর 'গান্ধার' ও সমবাদী স্বর 'নিষাদ'।

রাগ ইমনের আলাপ :—

নি রে গ রে, ম গ ম প, ম গ, ম প ম গ, প রে গ, নি

রে সা, সা, নি রে গ ম প, ম ধ প, ম ধ নি, ম ধ সা, নি রে

সা, সা নি ধ প, ম গ, ম রে গ, নি রে সা।

রাগ খাম্বাজের আলাপ :—

সা গ ম প, গ ম প ধ নি, নি সা, সা নি ধ প, নি ধ প,

ম প ধ, ম গ, রে সা।

৫। নিম্নে প্রদত্ত রাগগুলির মধ্যে যে কোন দুইটি রাগের স্বরলিপি লিখুন :—

(অ) রাগ য়মনের অন্তরা

(ব) রাগ কাফীর স্থায়ী।

(স) রাগ ভৈরবের স্থায়ী।

(দ) রাগ ভূপালীর সরগম।

(অ) রাগ 'য়মনের' অন্তরা ১ম বর্ষের ১৯৭১ সালের ৪নং প্রশ্নে উত্তর দ্রষ্টব্য।

(ব) রাগ 'কাফীর' স্থায়ী ১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

(স) রাগ 'ভৈরবের' স্থায়ী ১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

(দ) **রাগ ভূপালীর সরগম।**

রাগ ভূপালী—তাল ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী

সা̇ সা̇ ধ প	গ রে সা রে	গ ঽ প গ	ধ প গ ঽ
০	৩	+	২
গ প ধ সা̇	রে̇ সা̇ ধ প	সা̇ প ধ প	গ রে সা ঽ
০	৩	+	২

অন্তরা

গ গ প ধ	প সা̇ ঽ সা̇	ধ ধ ম্যা̇ রে̇	গ̇ রে̇ সা̇ ধ
০	৩	+	২
গ̇ গ̇ রে̇ সা̇	রে̇ রে̇ সা̇ ধ	সা̇ সা̇ ধ প	গ রে সা ঽ
০	৩	+	২

৬। ভাতখণ্ডের স্বরলিপির চিহ্নগুলি দেখান।

উত্তর :—

১। সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।

২। পাঁচটি বিকৃত স্বর:—রে গ ম ধ নি।

৩। মন্দ্র স্বর—নি ধ প ম ইত্যাদি।

৪। তার স্বর—সা রে গ ম ইত্যাদি।

৫। এক মাত্রার অন্তর্গত হইলে ‿ এইরূপ চিহ্ন দিতে হয়।

৬। মীড়ের ⁀ এইরূপ চিহ্ন দিতে হয়।

৭। "ऽ" ইহাকে অবগ্রহ বলে। ইহা শব্দান্তের ধ্বনিকে সূচিত করে।

৮। কোনও স্বরকে যখন স্পর্শ করে মূল স্বর গাওয়া হয় তখন ঐ মূল স্বরের বাম দিকে ছোট অক্ষরে স্পর্শ স্বরটিকে লেখা হয়।

যথা—'মপ', 'সারে'।

৯। । (দাঁড়ি) চিহ্ন দ্বারা তালের বিভাগকে বোঝানো হয়।

১০। ০ (শূন্য) চিহ্ন দ্বারা তালের ফাঁক বোঝান হয়।

১১। × (গুণ) চিহ্ন দ্বারা সম বোঝান হয়।

১২। বন্ধনীর মধ্যে যখন কোন স্বর থাকে তখন ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের আগের স্বর, বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর, বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের পরের স্বর এবং পুনরায় বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরকে নিয়ে এক মাত্রার গাইতে হবে।

যথা—(প)—মপ ধপ অথবা ধপ মপ

৭। তাল বলিতে আপনি কি বোঝেন? ছয় মাত্রার, ও ষোল মাত্রার তাল বিভাগ, সম, তালি, খালিতে দেখান।

উত্তর— গান বাজনা করিবার সময় বিশেষ কোন মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া লয় সহকারে গাহিতে হয়। সেই বিশেষ বিশেষ মাত্রার সমষ্টিকে লইয়া তাল গঠিত হয়। বিভিন্ন তাল অনুযায়ী মাত্রার বিভাগও ভিন্ন হয় এবং বিভাগ গুলি সম, তালি, খালি দিয়া চিহ্নিত হয়। যদি বিভাগগুলি সমান হয় তবে তাহাকে সমপদী তাল বলে। অন্যথায় বিষমপদী তাল বলা হয়। যেমন দাদরা

(৬ মাত্রা) সমপদী। ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা) বিষমপদী। ১৯৬৯ সালে ১ম বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তরে দাদরা (৬ মাত্রা) ও তিনতাল (১৬ মাত্রা) দ্রষ্টব্য।

৮। নিম্নলিখিত অলংকার গুলিকে পূর্ণ করুন।

(অ) স গ গ ম (র) সা রে সা রে গ (স) স রে গ গ।

অথবা

নিম্নলিখিত রাগগুলির পরিচয় দিয়া উহাদের বাদীস্বর লিখুন:—

(স) নী স, গ ম প—, গ ম গ—, রে সা—।

(রে) নী ধ, ম প ধ, মে গ।

(গ) সা ধ, সা রে গ—, প গ—, ধ প গ—।

উত্তর— (অ) সা গ গ ম, রে ম ম প, গ প প ধ, ম ধ ধ নি, প নি নি র্সা।

র্সা ধ ধ প, নি প প ম, ধ ম ম গ, প গ গ রে, ম রে রে সা॥

(র) সা রে সা রে গ, রে গ রে গ ম, গ ম গ ম প, ম প ম প ধ, প ধ প ধ নি, ধ নি ধ নি র্সা।

র্সা নি র্সা নি ধ, নি ধ নি ধ প, ধ প ধ প ম, প ম প ম গ, ম গ ম গ রে, গ রে গ রে সা॥

(স) সা রে গ গ, রে গ ম ম, গ ম প প, ম প ধ ধ, প ধ নি নি, ধ নি র্সা র্সা। র্সা নি ধ ধ, নি ধ প প, ধ প ম ম, প ম গ গ, ম গ রে রে, গ রে সা সা॥

অথবা

(স) এই স্বর সমূহ 'বিহাগ' রাগের। এই রাগের বাদীস্বর 'গান্ধার'।
(রে) এই স্বর সমূহ 'খাম্বাজ' রাগের। এই রাগের বাদীস্বর 'গান্ধার'।

(গ) এই স্বর সমুহ 'ভূপালী' রাগের। এই রাগের বাদীস্বর 'গান্ধার'।

রাগ-পরিচয়

(স) ১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ২নং প্রশ্নে বিহাগ রাগের পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(রে) খম্বাজ

ঠাট—খম্বাজ, আরোহ—সা গ ম প ধ নি সা, অবরোহ—সা নি ধ প ম গ রে সা। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ। বাদী—গান্ধার, সম্বাদী—নিষাদ। অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ, গাইবার সময়—রাত্রি ২য় প্রহর (৯টা হইতে ১২ টা) প্রকৃতি—চঞ্চল। পকড়—নি ধ, ম প ধ, ম গ। ন্যাসস্বর—গ প ও ধ।

এই রাগে আরোহে সকল স্বর শুদ্ধ ঋষভ বর্জিত ও অবরোহনে কোমল নিষাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগের আর এক নাম খমাজ।

ভূপালী—ঠাট—কল্যান, আরোহ—সা রে গ প ধ সা, অবরোহ—সা ধ প গ রে সা, জাতি—উড়ব-ঔড়ব, বাদী—গান্ধার, সম্বাদী—ধৈবত। অঙ্গ—পূর্বাঙ্গ, গাইবার সময়—রাত্রি প্রথম প্রহর, প্রকৃতি—শান্ত। পকড়—গা, রে সা ধ, সা রে গ, প গ, ধ প গ, রে সা। ন্যাসস্বর—রে, গ, প, ধ।

1973

First Year Vocal.

বিষয়—গায়ন—প্রথম বর্ষ

সময়—৩ ঘণ্টা . পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা—যে কোনও পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন। প্রত্যেকটির মান সমান।

১। নিম্নোক্ত শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটি শব্দের পরিভাষা লিখুন : শ্রুতি, সঙ্গীত, থাট, রাগ, তাল, সম, সম্বাদী।

উত্তর :—শ্রুতি—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত—	,,	,,	,,	,,	৮নং	,,	,,
থাট—	১৯৭০	,,	,,	,,	১নং	,,	,,
রাগ—	১৯৬৯	,,	,,	,,	,,	,,	,,
তাল—	১৯৭২	,,	,,	,,	৭নং	,,	,,
সম—	১৯৬৯	,,	,,	,,	১নং	,,	,,
সম্বাদী—	১৯৭১	,,	,,	,,	,,	,,	,,

২। স্বর কত প্রকারের হয় তাহা উল্লেখ করুন। 'তীব্র' ও 'কোমল' স্বরের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—১ম বর্ষের ১৯৭২ সালের ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৩। দশ মাত্রার ও বারো মাত্রার তালগুলি দ্বিগুণসহ স্বরলিপি দেখান।

উত্তর :—দশ মাত্রার তাল 'ঝাঁপতাল'

মধ্যলয়

+		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না

ঝাঁপতাল (দ্বিগুণ লয়)

+		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধি	না	ধি	ধি	না	ধি,না	ধি,ধি	না,তি	না,ধি	ধি,না

বারো মাত্রার তাল 'চৌতাল'

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা	দেন্	তা	তিট	কত	গদি	গন্

চৌতাল (দ্বিগুণ লয়)

+		০		২		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা	ধা,ধা	দেন্,তা

৩		৪	
৯	১০	১১	১২
কিট,ধা	দেন্,তা	তিট,কত	গদি,গন
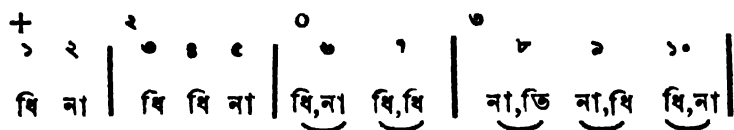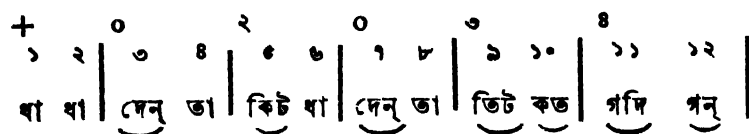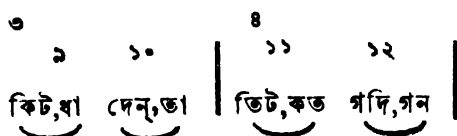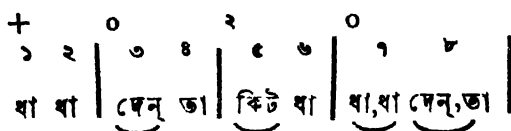
৪। কাফী রাগের পূর্ণ পরিচয়সহ উহার একটি ছোট খ্যালকে স্বরলিপিতে দেখান।

উত্তর:—কাফী রাগের পরিচয় ১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ২নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

কাফী রাগের ছোট খেয়াল ১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৫। পাঁচটি সুন্দর অলংকার লিখুন।

উত্তর :—চারিটি অলংকার ১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ৮নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম অলংকার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সারে গরে সারে গম, রেগ মগ রেগ মপ, গম পম গম পধ,

মপ ধপ মপ ধনি, পধ নিধ পধ নিসা।

সানি ধনি সানি ধপ, নিধ পধ নিধ পম, ধপ মপ, ধপ মগ

পম গম পম গরে, মগ রেগ মগ রেসা॥

৬। নিম্নলিখিত রাগগুলির মধ্যে যে কোন দুইটি রাগের পূর্ণ পরিচয় আরোহ, অবরোহ, পকড়, বাদী, সম্বাদী, জাতি, ঠাট ও গাহিবার সময় লিখুন।

খাম্বাজ, কাফী, ভূপালী, বিলাবল।

উত্তর :—১৯৭১ সালের ১ম বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

নিম্নে শুধু আরোহনগুলি প্রদত্ত হইল।

খাম্বাজ :—সা গ ম প ধ নি সা।

কাফি :—সা রে গ ম প ধ নি সা।

ভূপালী :—সা রে গ প ধ সা।

বিলাবল :—সা রে গ ম প ধ নি সা।

৭। নাদের পরিভাষা দিয়া উহার বিশেষত্বগুলি উল্লেখ করুন।

উত্তর :—১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৮। নিজ ইচ্ছামত যে কোনও সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী লিখুন।

উত্তর :—ভাতখণ্ডে জীবনী

১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় বর্ষ

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি। এলাহাবাদ

বার্ষিক পরীক্ষা—১৯৬৯

দ্বিতীয় বর্ষ

গায়ন

সময়—৩ ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক ৫০

সূচনা—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত যে কোন ৫টি শব্দের পরিভাষা লিখুন:—

লক্ষন গীত, আশ্রয় রাগ, গ্রহ, অংশ, লয়, বাদী, ঠাট, ন্যাসস্বর।

উত্তর—**লক্ষণ গীত**—যে গানের ভাষায় রাগের লক্ষণগুলি অর্থাৎ বাদী, সমবাদী, সময়, জাতি, প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে তাহাকে লক্ষণ-গীত বলা হয়। উক্ত গান খেয়াল এবং কোন কোন ধ্রুপদ গানে শুনিতে পাওয়া যায়।

আশ্রয় রাগ—যে রাগের উপর ভিত্তি করিয়া ঠাটের নাম করণ করা হয় সেই মূল রাগটিকে বলা হয় আশ্রয় রাগ। যথা ভৈরবী রাগ হইতে ভৈরবী ঠাট এবং কাফি রাগ হইতে কাফী ঠাটের নাম হইয়াছে।

গ্রহ—প্রাচীনকালে রাগ পরিবেশন করিবার সময় বিশেষ একটি স্বর হইতে শুরু করা হইত, শুরু করার এই প্রথম স্বরটিকে 'গ্রহ' স্বর বলা হইত। প্রত্যেক রাগেরই একটি করিয়া 'গ্রহ' স্বর থাকিত। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ম আর প্রচলিত নাই।

অংশ—প্রাচীনকালে রাগে যে স্বরটি মুখ্য ছিল তাহাকে অংশ স্বর বলা হইত। ইহা বর্তমানে বাদী স্বরের অনুরূপ।

লয়—তালের গতিকে বলা হয় 'লয়'। লয় তিন প্রকারের যথা—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।

বাদী—১ম বর্ষের ১৯৬৯ সালের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

ঠাট—১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

ন্যাসস্বর—প্রাচীনকালে যে স্বরটির উপর রাগটি শেষ করা হইত তাহাকেই ন্যাসস্বর বলা হইত। বর্ত্তমানে এই ন্যাসস্বরের অর্থ একটু ভিন্ন। বাদী, সমবাদী ব্যতীত রাগে ব্যবহৃত অনুবাদী স্বরগুলির মধ্যে যে যে স্বরগুলির উপর রাগ রূপ পরিস্ফুট করিবার জন্য বিশ্রান্তি দেওয়া হয়, সেই স্বরকেই ন্যাসস্বর বলা হয়।

২। নিম্নলিখিত স্বর সমুদয় কোন্ কোন্ রাগের এবং প্রত্যেক রাগের আরোহ, অবরোহ, পকড় লিখুন।

(ক) রেমপ, নী ধ প, ম প গ, রে সা।

(খ) সাঁ নি প, ম রে, ম রে, নি সা।

(গ) গ ম প নি সাঁ, নি ধ প।

(ঘ) ধ নি সা রে সা, ম গ রে সা।

(ঙ) ম প ধ, ম রে, সা রে ধ সা।

উত্তর :—(ক) এই স্বরসমুদয় 'আশাবরী' রাগের।

আরোহ—সা, রে ম প, ধ সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ প, ম গ, রে, সা।

পকড়—রে, ম, প, নি ধ প।

(খ) এই স্বর সমুদয় 'বৃন্দাবনীসারং' রাগের।

আরোহ—নি সা, রে, ম প, নি সাঁ।

অবরোহ—র্সা নি প, ম রে সা।

পকড়—নি সা রে, ম রে, প ম রে, সা।

(গ) এই স্বর সমুদয় 'ভীমপলশ্রী' রাগের।

আরোহ—নি সা গ ম, প, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ প ম, গ রে সা।

পকড়—নি সা ম, ম গ, প ম, গ, ম গ রে সা।

(ঘ) এই স্বর সমুদয় 'ভৈরবী, রাগের।

আরোহ—সা, রে গ ম, প ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা, নি ধ প, ম গ, রে সা।

পকড়—ম, গ, সা রে সা, ধ নি সা।

(ঙ) এই স্বর সমুদয় 'দুর্গা' রাগের।

আরোহ—সা রে, ম প ধ, র্সা।

অবরোহ—র্সা ধ, প ম, রে সা।

পকড়—ম প ধ, ম রে, সা রে, ধ সা।

৩। নিম্নলিখিত রাগের জোড়াগুলি হইতে যে কোন একটি জোড়ায় তুলনা করুন :—

ভৈরব—ভৈরবী

ভীমপলাসী—বাগেশ্রী

উত্তর :—ভৈরব—ভৈরবী' জোড়ার তুলনা।

সমতা :—

(১) দুইটি রাগেরই 'রে' ও 'ধ' স্বর দুইটি কোমল।

(২) দুইটি রাগেরই জাতি—সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ।
(৩) দুইটি রাগেরই বাদী, সমবাদী যথাক্রমে ধৈবত ও ঋষভ।
(৪) দুইটি রাগই উত্তরাঙ্গ প্রধান।
(৫) দুইটি রাগই পরিবেশনের সময় দিবা ১ম প্রহর।
(৬) দুটিই আশ্রয় রাগ।

বিভিন্নতা:—

ভৈরব	ভৈরবী
১) ইহা ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত।	১) ইহা ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত।
২) ভৈরবে 'ঋ' ও 'ধ' স্বর দুইটি কোমল।	২) ভৈরবীতে 'ঋ', 'গ', 'ধ', 'নি' স্বরগুলি কোমল এবং রঞ্জকতার জন্য আজকাল গুণীরা সমস্ত স্বরগুলিই এই রাগে ব্যবহার করিয়া থাকেন।
৩) এই রাগের বাদী, সমবাদী যথাক্রমে ধৈবত ও ঋষভ। কোনো মতান্তর নাই।	৩) এই রাগের বাদী, সমবাদী যথাক্রমে মধ্যম ও ষড়জ, কিন্তু কোনো মতে ধৈবত ও ঋষভ।
৪) এই রাগে ধৈবত ও ঋষভ আন্দোলিত হয়।	৪) এই রাগে ধৈবত ও ঋষভ আন্দোলিত হয় না।
৫) ইহার প্রকৃতি—শান্ত, গম্ভীর।	৫) ইহার প্রকৃতি চঞ্চল।
৬) ইহা প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।	৬) ইহা যদিও দিবা ১ম প্রহরে গাওয়া হয় কিন্তু আজকাল গুণীরা সবসময়ই এই রাগটি গাহিয়া থাকেন।
৭) এই রাগে ঠুংরী গান হয় না। তাছাড়া অন্য সব শ্রেণীর গান শুনা যায়।	৭) এই রাগে ধ্রুপদ, ধামার, ঠুংরী, ভজন, টপ্পা ও লঘুচালের গান বেশী শুনা যায়, কিন্তু খেয়াল গানের প্রচলন কম।
৮) পকড়:—সাগ মপ, ধ—, প।	৮) পকড়—ম, গ, সা ঋ সা ধ নি সা।
৯) ন্যাসস্বর—ঋ, ম, প, ধ।	৯) ন্যাসস্বর—গ, ম, প।

ভীমপলাশী—বাগেশ্রী

সমতা :

১) দু'টি রাগই কাফী ঠাটের অন্তর্গত।

২) দু'টি রাগেরই গান্ধার ও নিষাদ কোমল।

৩) দু'টি রাগেরই প্রকৃতি শান্ত, গম্ভীর।

৪) দু'টি রাগেরই বাদী, সমবাদী যথাক্রমে মধ্যম ও ষড়জ।

৫) দু'টি রাগই পূর্বাঙ্গ প্রধান।

৬) দু'টি রাগেই আরোহে ঋষভ বর্জিত।

৭) দু'টি রাগেরই জাতি— ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৮) দু'টি রাগেই কদাচিৎ শুদ্ধ নিষাদ আরোহে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্নতা

ভীমপলাশী	বাগেশ্রী
১) ইহা দিবা ৩য় প্রহরে পরিবেশিত হয়।	১) ইহা রাত্রি ২য় প্রহরে (মধ্যরাত্রি) পরিবেশিত হয়।
২) ইহার জাতি সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নেই। সর্বসম্মতিক্রমে ঔড়ব—সম্পূর্ণ।	২) ইহার জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যথা—ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-ষাড়ব, ও সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ।
৩) ইহাতে 'ম প নি র্সা' এই স্বরসঙ্গতি হয়।	৩) এই রাগে 'ম ধ নি র্সা, এই স্বর সঙ্গতি হয়।
৪) এই রাগে 'পঞ্চমে'র উপর ন্যাস করা হয়।	৪) এই রাগে 'পঞ্চম, অত্যন্ত দুর্বল।
৫) পকড় — নিসাম, মগ, পম, গ, মগ রেসা।	৫) পকড় :—সা, নি. ধ, সা, ম ধ নি ধ, ম, গ রে, সা।

৪। থাট এবং রাগের পরিভাষার সহিত উভয়েরই নিয়ম বর্ণনা করুন।

উত্তর :—রাগের পরিভাষা ১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

থাটের পরিভাষা ১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

থাট ও রাগের নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হইল।

রাগ	থাট
১। রঞ্জকতাই রাগের প্রধান গুণ।	১। থাট রাগ সৃষ্টি করিবার সূত্র মাত্র।
২। রাগ বহুরকম আছে এবং ইহার জন্ম থাটের বহু পূর্বে।	২। হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে দশটি থাট এবং কর্ণাটিকা পদ্ধতিতে ৭২টি থাট মানা হয়।
৩। একটি রাগ কখনই পাঁচটি স্বরের কম এবং সাতটি স্বরের বেশী দিয়া রচিত হয় না। রাগের স্বরগুলি সকল সময় ক্রমিক হয় না, অনেক বক্র-গতির রাগের প্রচলন আছে।	৩। সাত স্বরের কম দিয়ে থাট রচিত হয় না এবং থাটের স্বর-গুলি ক্রমিক হওয়া অনিবার্য্য। যথা—সা রে গ ম প ধ নি।
৪। রাগের আরোহন এবং অব-রোহন দুয়েরই প্রয়োজন।	৪। থাটের আরোহন হয়, অব-রোহনের কোন প্রয়োজন নাই।
৫। রাগের স্বরগুলি মনোরঞ্জক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা রাগ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। কেননা রাগের সৃষ্টি গাহিবার জন্য।	৫। থাটের স্বরগুলি মনোরঞ্জক না হইলেও চলিবে কারণ থাট রাগ সৃষ্টি হইবার সূত্র। থাটে একই স্বরের শুদ্ধ ও বিকৃত ব্যবহৃত হয় না।

রাগ	ঠাট
৬। কোন রাগের নামকরণ ঠাটের নাম অনুসারে হয় না।	৬। ঠাটের নামকরণ করা হয় ঠাট হইতে উৎপন্ন কোন মুখ্য রাগের নাম অনুসারে। যেমন ভৈরব রাগের নাম অনুসারে ভৈরব ঠাটের নাম হইয়াছে।
৭। প্রতিরাগেরই বাদী ও সম্বাদী থাকা প্রয়োজন। রাগের মধ্যে রসের অভিব্যক্তি থাকা প্রয়োজন। রাগ পরিবেশনের একটিনির্দিষ্ট সময় থাকা দরকার।	৭। ঠাটের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মগুলির কোন প্রয়োজন নাই।

৫। নিম্নলিখিত রাগগুলির মধ্যে যে কোন একটি রাগের স্বরলিপি লিখুন:—

(ক) ধ্রুপদের স্থায়ী।

(খ) কোনো বিলম্বিত খেয়ালের স্থায়ী।

(গ) দেশ রাগের স্থায়ী।

(ঘ) ভীমপলাশী রাগের অন্তরা।

উত্তর:— (ক) ধ্রুপদের স্থায়ী রাগ—বাগেশ্রী

তাল—চৌতাল

+		0		২		0		৩		৪	
সা.			প						সা		
সা	—	নি	ধ	ম	ধ	ঋ	—	জ্ঞ	রে	—	সা
আ	ঽ	যে	র		ঽ	বী	ঽ	র	ধী	ঽ	র

+		0		২		0		৩		৪	
						সা			সা		
রে	সা	—	নি	ধ	সা	ম	জ্ঞ	—	রে	—	সা
অ	যো	ঽ	ধ্যা	ঽ	ন	গ	র	ঽ	কো	ঽ	ঽ

+	০	২	০	৩	৪
সা	ম	নি			
নি সা	গ ম	ধ নি	সা সা	সানি রে	সা —
লং ঽ	কা ঽ	প ত্তি	হ ন	নঽ কি	য়ো ঽ

+	০	২	০	৩	৪
ম .	প				
সা —	নি ধ	ম ধ	ম গ	রে রে	সা —
য়া ঽ	ভ দি	য়ো ঽ	বি ভি	য ন	কো ঽ

(খ) **বিলম্বিত খেয়ালের স্থায়ী**

রাগ—বেহাগ তাল—একতাল (বিলম্বিত)

৩	৪	+	০	২	০
রে নি	ধ নিসা			সা ধ	নি
গ সা(সা)	নি, সাম	গ —	সা —	নি নি	— সা(সা)
ক্যায় সেঽ	ঽ মুখ	সো ঽ	বে ঽ	নী ঽ	ঽ দরি

৩	৪	+	০	২	০
		নি .	গ		
নি —	প —	সা —	— ম	গ মগ	প প
য়া ঽ	ঽ ঽ	শ্যা ঽ	ঽ ম	ঽ মুঽ	র ত

৩	৪	+	০	২	০
। ম		নি		। ম	প রে
— প	নি -ধ	সা (সা)	নি প	প (প)	গম, গ গমপধম
ঽ চি	ত ঽঽ	চ ড়ী	ঽ ঽ	ঽ ঽঽ	ঽঽঽ ঽঽঽঽঽ

৩	৪
	ধ প
গ সা (সা)	নি, সাম
ক্যায় সেঽ	ঽ, মুখ

(গ) **দেশ রাগের স্থায়ী**

তাল—ত্রিতাল

০	৩	+	২
রে ম রে ম	— প — ধ	(নি) — — ধ	প ধ প —
র ব গু ণা	ঽ গা ঽ য়	রে ঽ ঽ তু	ঽ ম না ঽ

০	৩	+	২
— সা — নি	ধ প ম প	ধ ম — ম	গ রে গ সা
ঽ কা ঽ হে	ভ ট ক ত	ফি রে ঽ নি	স দি না ঽ

(ঘ) **ভীমপলাশী রাগের অন্তরা**

তাল—ত্রিতাল

০	৩	+	২
প প প ম	প — গ ম	প প নি নি	সা সা সা —
সু ন হো স	দা ঽ রং গ	তু ম কো চা	হ ত হায় ঽ

০	৩	+	২
নি নি সা গ	রে রে সা —	নি নি সা সা	প ম নি প
ক্যায়া ঽ তু ম	হ ম কো ঽ	ছ গ ন দি	য়া ঽ, যা ঽ

০	৩
গ গ রে সা	রে নি সা —
যা ঽ রে ঽ	আ প নে ঽ

৬। নিম্নলিখিত বোলগুলি কোন্ কোন্ তালের, উহাদের নাম লিখুন এবং উহাদের ঠেকা সম তালী, খালী, মাত্রা, বিভাগ সহিত তাললিপিতে দেখান।

(ক) ধাগে তিরকট | তু
০ | ২

(খ) ধী না | ধী
২ | ৩

(গ) ধী ধী না | তী
২ | ০

উত্তর :—(ক) ইহা একতালের' বোল।

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধিন্	ধিন্	ধাগে	তিরকিট	তু	না	কৎ	তা	ধাগে	তিরকট	ধিন্	ধাধা

(খ) ইহা 'রূপক' তালের বোল।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তা	তী	না	ধী	না	ধী	না
০			২		৩	

(গ) ইহা 'ঝাঁপতালের' বোল।

+		২			০		৩		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধী	না	ধী	ধী	না	তি	না	ধি	ধি	না

৭। নিজ পাঠ্যক্রম হইতে কোন রাগের দুইটি সুন্দর আট মাত্রার আলাপ এবং ১৬ মাত্রার দুইটি তান লিখুন।

উত্তর :—নীচে বাগেশ্রী রাগের আলাপ ও তান দেওয়া হইল।

আলাপ—(আট মাত্রা)

(১) সানিধনি সা,মগ মধনিসা ধনিসানিধ মপধগ,
মগ মধমগ মগরেসা।

(২) মগমধনিসাঁ রেঁনিসাঁ সাঁনিধ মধ,ধনি,নিসাঁ

সাঁনিধ মধমনিধ মপধ গ মগরেসা।

তান—(১৬ মাত্রা)

(১) মগ মধ নিসাঁ নিসাঁ | ধনি সাঁধ নিসাঁ ধনি
ধসাঁ নিসাঁ নিধ মপ | ধম গম গরে সা—

(২) সাগ মগ মধ নিধ | মধ নিসাঁ নিসাঁ নিধ
ধনি সাঁসাঁ গঁরেঁ সাঁনি | ধম গম গরে সা—

৮। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরজীর জীবনী এবং তাঁহার সঙ্গীতক্ষেত্রে অবদানের বিষয় সম্বন্ধে লিখুন :—

উত্তর :—১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৯। সঙ্গীত কাহাকে বলে? সঙ্গীতের প্রতি আপনার রুচি কেন?

উত্তর :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ৮নং (ক) প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতের প্রতি আপনার রুচি কেন?

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানবজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আজও আমরা যাহাদের তথাকথিত অসভ্য ও বর্বর বলিয়া জানি তাহাদের আনন্দে, উৎসবে সঙ্গীতের অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। একজন প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, 'যে মানুষ সঙ্গীত ভালবাসেনা সে মানুষ খুন করিতে পারে'। এই উক্তি থেকে আমরা

সহজেই বুঝিতে পারি মানব জীবনে সঙ্গীতের প্রভাব কতখানি। মানুষ শোকে-দুঃখে, আনন্দে-উৎসবে, সঙ্গীতকেই সাথী করিয়া নিয়াছে। নিঃসঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া পরমার্থের পায়ে সমর্পন করিবার জন্য সঙ্গীতকে আমরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করিতে পারি। কারণ সমস্ত শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীতই প্রধান। সাহিত্যের ভাষা হল—ভাব জগতে মিউজিয়ামের কঙ্কাল স্বরূপ। কিন্তু ভাষা ও সুরের সংমিশ্রনে সঙ্গীতই মানুষকে অলৌকিক জগতের সন্ধান দিতে পারে তাই আমাদের দেশে হরিদাস, ভক্তকবীর, মীরাবাঈ, সুরদাস, ব্রহ্মানন্দ, রামপ্রসাদ প্রমুখ সাধকগন সঙ্গীতের মাধ্যমেই সচ্চিদানন্দের গুনকীর্তন করিয়া গিয়াছেন যা আজও আমাদের মনকে ভাবাপ্লুত করে। সঙ্গীতের মহৎ গুন এই যে তাহা মনের গ্লানি, নিরাশা ইত্যাদি দূর করিয়া আনিয়ে দের ভক্তি আশা ও উদ্দীপনা। সঙ্গীতের সঙ্গে মানবের একটি আত্মিক যোগ আছে। সঙ্গীতের প্রধান দুইটি দিক হইল আত্ম বিকাশ ও চিত্ত বিনোদন। সঙ্গীত সাধনার দ্বারা আত্মবিকাশ সম্ভব, সঙ্গীত মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য।

প্রকৃত সঙ্গীত মানুষকে রূপে, রসে, ছন্দে সুষমা মণ্ডিত করে। অনির্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধির ক্ষমতা যোগায়। মানুষকে পূর্ণতা প্রদান করে। সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা নিজেরাও আনন্দ পাই এবং পরকেও আনন্দ দিতে পারি। সঙ্গীতের মত নিষ্পাপ সাথী এবং বন্ধু সংসারে বিরল। তাই সঙ্গীত আমার এত প্রিয়।

Annual Examination—1970.

Gayan Second year.

বিষয়—গায়ণ দ্বিতীয় বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা　　　　　　　　　　　　　　　পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুন। সব প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত সঙ্গীত শব্দগুলির পরিভাষা লিখুন :—

উত্তরাঙ্গ রাগ, আন্দোলন, থাট, বাদী, লক্ষণগীত।

উত্তর :—উত্তরাঙ্গ রাগ :—সা রে গ ম প | ম প ধ নি র্সা। এই দুটি ভাগকে পঃ ভাতখণ্ডে যথাক্রমে পূর্বাঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গ নামে অভিহিত করিয়াছেন। যদি কোন রাগের বাদীস্বর উত্তরাঙ্গ ভাগে অর্থাৎ—ম প ধ নি র্সা এই স্বরগুলির মধ্যে কোন একটি বাদীস্বর হয় তাহাকে উত্তরাঙ্গ প্রধান বা উত্তরাঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হয়। উত্তরাঙ্গ রাগগুলি পঃ ভাতখণ্ডের মতানুসারে রাত্রি ১২টা থেকে দিবা ১২টা পর্যন্ত গীত হয়। যথা—ভৈরবী, আশাবরী ও আলাহিয়া বিলাবল।

আন্দোলন :—দুইটি বস্তুর সংঘাতের ফলে বস্তু দুইটি যদি উপরে নীচে, আশেপাশে স্থানচ্যুত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে আন্দোলন বলা হয়। আন্দোলন চারি প্রকার। যথা—নিয়মিত, অনিয়মিত, স্থির, অস্থির।

থাট :—১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বাদী :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

লক্ষণগীত :—১৯৬৯ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। থাট কয় প্রকারের হয় সবিস্তারে উদাহরণ সহিত লিখুন :—

উত্তর :—থাট ১০ প্রকার। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে পঃ ব্যাঙ্কটমুখীর মতানুসারে ৭২ থাট প্রচলিত।

উত্তর ভারতীয় থাটগুলি যথাক্রমে :—

(১) বিলাবল—সা রে গ ম প ধ নি।

(২) খাম্বাজ—সা রে গ ম প ধ নি।

(৩) কল্যাণ—সা রে গ ম প ধ নি।

(৪) কাফী—সা রে গ ম প ধ নি।

(৫) ভৈরব—সা রে গ ম প ধ নি।

(৬) মাড়োয়া—সা রে গ ম প ধ নি।

(৭) আশাবরী—সা রে গ ম প ধ নি।

(৮) পূর্ব্বী—সা রে গ ম প ধ নি।

(৯) ভৈরবী—সা রে গ ম প ধ নি।

(১০) টোড়ী—সা রে গ ম প ধ নি।

৩। বাগেশ্রী অথবা ভীমপলশ্রী স্বরলিপিতে লিখুন :—

বাগেশ্রী

স্থায়ী :—ত্রিতাল

৩ প প .+ সা প ২ ম ০ ম

ম — ধ ধ | নি — নি ধ | — ম ধ ধ | গ — রে সা |

এ ঽ হো ঽ | ধা ঽ য় ধা | ঽ য় গ র | লা ঽ ও ঽ |

৩ + ২ প প ম০

রে সা নি ধ | সা — সা — | ম ধ নি ধ গ — রে সা

ব নি র | থৌ ঽ জো ঽ | পী ঽ ঽ ঽ য়া ঽ মু খ

অন্তরা

৩ + ২ ০
ম সা সা সা
গ ম ধ নি | সা — সা — | নি সা রে সা | নি নিসা নি ধ |
ব লি ব লি | যাঁ ঽ উ ঽ | স জ নী ঽ | ক থু ঽ হ ঽ |

৩ + ২ ০
ম ম ম
নি গ — রেসা | রে — সা সা | গম ধনি সা গ | গ — রে সা |
অ বে ঽ কঽ | ভাঁ ঽ তি ন | কেঽ ঽঽ ঽ ঽ | ঽ ঽ সু খ |

ভীমপলশ্রী

স্থায়ী ঃ—ত্রিতাল

ম
প —
সা ঽ

৩ ০ নি + ২
ম ম
গ — রে সা | রে নি সা — | সা — ম ম | ম — নি প |
যা ঽ রে ঽ | অ প নে ঽ | মন্ ঽ দি র | বা ঽ যা ঽ |

নি
০ ৩ + সা ২
ম ম ম
গ গ রে সা | রে নি সা — | সা — ম ম | ম — গ — ম |
যা ঽ রে ঽ | আ প নে ঽ | মন্ ঽ দি র | বা ঽ শু ন |

০ সা ৩ + ২ ম
প নি সা গ | রে — সা — | রে নি সা প | গ — প — |
পা ঽ বে ঽ | গী ঽ সা ঽ | স ন ন দি | যা ঽ, যা ঽ |

অন্তরা

০	৩	+	২
	ম	সা সা	
প প প ম	প — গ ম	প প নি নি	সা সা সা —
সু ন হো স	দা ঽ রং গ	তু ম কো চা	হ ত ছায় ঽ

০	৩	+	২
সা সা		সা	
নি নি সা গ	রে রে সা —	নি নি সা সা	প ম নি প
ক্যায় ঽ তু ম	হ ম কো ঽ	ছ গ ন দি	যা ও, যা ঽ

০	৩
ম ম	
গ গ রে সা	রে নি সা —
যা ঽ রে ঽ	আ প নে ঽ

৪। ৩২ মাত্রাতে কতগুলি তাল প্রস্তুত হইতে পারে উহাদের নাম ও পূর্ণ পরিচয় দিন।

উত্তর:—৩২ মাত্রাতে আমরা 'একতাল' (১২ মাত্রা), ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা) ও সুরফাঁক তাল (১০ মাত্রা) তৈরী করিতে পারি।

একতাল:— (১২ মাত্রা)

+	০	২	০	৩	৪
১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
ধিন্ ধিন্	ধা ধা	তু না	কৎ তা	ধাগে তেটে	ধিন্ তেটে

ঝাঁপতাল:— (১০ মাত্রা)

+	২	০	৩
১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০
ধি না	ধি ধি না	তি না	ধি ধি না

সুরফাঁকতাল :—   (১০ মাত্রা)

+		0		২		৩		0	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট্	ধা	তিট্	কত	গদি	গন্

৫। তানসেন অথবা আমীর খসরু ইহাদের জীবন চরিত্র এবং সঙ্গীত সেবার বিষয় আপনি কি জানেন লিখুন?

উত্তর :—তানসেন—

তানসেনের প্রকৃত নাম রামতনু পাণ্ডে। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দ পাণ্ডে বা মকরন্দ পাণ্ডে। তানসেনের জন্ম সন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা বহু মত পোষন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ১৫০৬ খৃঃ আবার কেহ বলেন ১৫২০খৃঃ। তবে যাহাই হউক তাঁহার জীবন কাল পর্য্যালোচনা করিলে এই দুই মধ্যবর্ত্তী সনের কোন একটি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বিশিষ্ট সঙ্গীত গবেষক ডাঃ বিমল রায় তাঁর "ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থে অনেক যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ কেই তানসেনের জন্ম সন বলিয়াছেন।

তানসেন তাঁর জীবনে দুইজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এক জনের নাম মহম্মদ গাউস এবং অপর জন হইলেন হরিদাস স্বামী। তবে ইনি কোন্ হরিদাস এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেননা হরিদাস নামে আরও কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তানসেন গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহের পত্নী মৃগনয়নীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের এক বিদ্যার্থিনীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত বিদ্যার্থিনী পূর্বে মারাঠী ব্রাহ্মন ছিলেন কিন্তু সামাজিক অত্যাচারে উনি ও ওনার পিতা মুসলমান ধর্ম্মগ্রহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সুতরাং তানসেনকেও মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিয়া উক্ত বিদ্যার্থিনীকে বিবাহ করিতে হয়।

কথিত আছে রামতনু প্রথমে রেওয়ার রাজা রামচন্দ্রের সভা গায়ক ও সঙ্গীত গুরু ছিলেন। ঘটনাক্রমে আকবরের সহিত তানসেনের সাক্ষাৎ হয় এবং সেই সময় তানসেনের গানে আকবর মুগ্ধ হন। তখনই রামচন্দ্রের অনুমতিক্রমে তানসেনকে নিজের রাজ সভায় লইয়া আসেন। ১৫৫৬খৃঃ তানসেন দিল্লীর সম্রাট আকবরের সভা-গায়ক হন।

কথিত আছে যে আকবর তাঁর গানে মুগ্ধ হইয়া তানসেন উপাধিতে ভূষিত করেন ও স্বীয় কণ্ঠের রত্নমালা উপহার দেন। আকবরের সভায় নবরত্নদের মধ্যে তানসেন অন্যতম। তানসেন সঙ্গীত জগতে প্রভূত প্রতিভার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি শিল্পী, কবি ও সুরস্রষ্টা ছিলেন। তিনি বহু ধ্রুপদ গান রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে ধ্রুপদ গানকে তিনি মর্যাদার তুঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন রাগের সাহিত কিছু সংমিশ্রন ঘটাইয়া উনি প্রচুর রাগ সৃষ্টি করেন যাহা আজও তানসেনের অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। উনার সৃষ্ট দরবারী কানাড়া, মিঞাকী টোড়ী, মিঞাকী মল্লার, মিঞাকী সারং প্রভৃতি বহু রাগ আজও শোতৃ-বৃন্দের কানে সুধা বর্ষন করে। প্রাচীন কালের ধাতুকে উনিই স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি বিভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। সাত স্বরের পরিবর্তে রাগের মধ্যে আট-নয়টি স্বর তিনি ব্যবহার করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে উনি একজন নুতন অধ্যায়ের প্রবর্তক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কথিত আছে রুদ্রবীনা ও রবাব এই দুইটি তন্ত্রযন্ত্রের স্রষ্টা এবং এই দুইটি যন্ত্রের বিশিষ্ট একজন বাদকও ছিলেন।

তানসেনের চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম তান-তরঙ্গ, সুরৎ সেন, বিলাস খাঁ ও শরৎ সেন এবং কন্যার নাম স্বরস্বতী। পুত্র কন্যারা সকলে সঙ্গীত নিপুন ছিলেন। "বিলাস খানি টোড়ী" রাগটি তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর দ্বারা সৃষ্ট।

১৫৮৯খৃঃ ভিন্নমতে ১৫৯৫খৃঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

আমীর খসরু

আমীর খসরুর পিতা সৈফুদ্দিন ছিলেন তুর্কী মুসলমান, নানান কারনে সৈফুদ্দীন ভারতে আসিয়া বসবাস করেন। ভারতের এটোয়া জেলায় পটিয়ালা গ্রামে ১২৩৪খৃঃ মতান্তরে ১২৫৪খৃঃ আমীর খসরুর জন্ম হয়।

আমীর খসরু বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উনি একাধারে কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সুগায়ক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজন বিদিত। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে কবিতার অনুরাগী ছিলেন ও পরে বহু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

খসরু, গিয়াসুদ্দিন বলবন ও পরবর্তীকালে আলাউদ্দীন খিলজীর সভায় নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আলাউদ্দিন খিলজীও উঁহাকে যথেষ্ট সমাদার ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

কথিত আছে তিনি দেবগিরির রাজ দরবারের প্রসিদ্ধ গায়ক গোপাল নায়ককে সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় চাতুর্য্যের আশ্রয় লইয়া পরাজিত করেন। যাহা হউক পরবর্তীকালে আমীর খসরুর গোপাল নায়কের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়।

আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ দরবারে বিশেষ মর্যাদা এবং সুযোগই আমীর খসরুর প্রতিভা স্ফুরনের সহায়ক হয়।

তিনিই প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পারসিক সঙ্গীতের মিশ্রন ঘটাইয়া নূতন নূতন গীত রীতির প্রবর্তন করেন এবং বহু রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করেন। তিনি কাওয়ালী, খেয়াল, ত্রিবট, তারানা শৈলীর গানের স্রষ্টা। ইমন, সাজগিরি, কাফী, সরফরদা, নীগার, গাড়া, শাহানা, জিলফ্ প্রভৃতি রাগ উনারই সৃষ্টি তালের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রচুর অবদান আছে। তাঁর সৃষ্ট তাল ঝুমরা, যৎ, আড়াচৌতাল, সোয়ারী, ফরোদস্ত, সুরফাকতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি "পাখোয়াজ" এবং দক্ষিণ ভারতীয় "বীনার" অনুকরনে তবলা, ঢোল এবং সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

অনেক সঙ্গীত গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং গজলের প্রচার ও বৃজ ভাষাকে সঙ্গীতের ভাষা রূপে গ্রহন করিয়াছিলেন। খসরু গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের রাজত্বে তার শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩৩৪খৃষ্টাব্দে তার দেহান্তর হয়।

৬। নিম্নে প্রদত্ত স্বর সমুদয় কোন কোন রাগের লিখুন এবং প্রত্যেকটির একটি করিয়া আলাপ লিখুন :—

(ক) সা, রে ম, প নি র্সা, র্সা নি প।

(খ) রে রে, ম প, নি ধ প।

(গ) র্সা নি ধ, ম গ, ম গ রে সা।

(ঘ) সা —, রে ম প, নি ধ প. প ধ ম প গ।

উত্তর :—(ক) এই স্বর সমুদয় 'বৃন্দাবনী সারং' রাগের।

আলাপ :—সা রে, ম রে, প ম রে, ম প নি র্সা, র্সা নি প, ম রে প, ম রে সা।

(খ) এই স্বর সমুদয় 'দেশ' রাগের।

আলাপ :—সা, রে রে, ম প, নি ধ প, পধপ, ম গ, রে গ নি সা।

(গ) এই স্বর সমুদয় 'বাগেশ্রী' রাগের।

আলাপ :—সা নি ধ নি, সা ম, ম গ ম ধ, নি ধ, র্সা নি ধ, ম প ধ, ম গ, ম গ রে সা

(ঘ) এই স্বর সমুদয় 'আশাবরী' রাগের।

আলাপ :—সা, রে ম প, ম প গ, রে ম প নি ধ প, ধ ম প ম গ, রে ম, ধ র্সা, র্সা নি ধ প, ধ প ম গ, রে সা।

৭। আলাপ কাহাকে বলে? উহার সঙ্গীতে কি মহত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তর :—আলাপ সাধারণতঃ ধ্রুপদ গানের পূর্বে নোম তোম দেরে ইত্যাদি কতকগুলি অর্থহীন বানীর দ্বারা মূল গান গাহিবার পূর্বে রাগের উপর ভিত্তি করিয়া তালবদ্ধ না করিয়া গাওয়া হয়। ইহাকে বর্তমান কালের অনিবদ্ধ গানও বলা যাইতে পারে।

শিল্পী এই আলাপের মধ্য দিয়া রাগের পূর্ণ পরিচয় দিয়া থাকেন। এবং ইহার মধ্য দিয়াই শিল্পীর শিল্প চেতনার প্রকাশ ঘটে। যেমন ভাষার মাধ্যমে সাহিত্যিকের সাহিত্য প্রকাশ, রং ও তুলির সাহায্যে চিত্রশিল্পী মানসিক দর্পনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেন। ঠিক সেই প্রকার গায়কও স্বরবিস্তার বা আলাপের দ্বারা রাগের ছবিটি মূর্ত করিয়া তোলেন। সুতরাং আমরা রাগ সংগীত পরিবেশন করিতে গিয়া এই আলাপ যদি যথাযথ ভাবে প্রকাশে অসমর্থ হই, তবে রাগ সংগীত পরিবেশন নিরর্থক। মনে রাখিতে হইবে এই আলাপে নবরসের শুধু মাত্র বীভৎস এবং তাণ্ডবরস ছাড়া সমস্ত রসেরই আবির্ভাব ঘটে। আলাপের গতি প্রকৃতি এবং বঢ়তের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা ঘরানার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং সঙ্গীতে এই আলাপ যে কতখানি মহত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

৮। ধ্রুপদ গায়ন এবং খেয়াল গায়ন পদ্ধতিতে কি প্রভেদ উহা বর্ণনা করুন।

উত্তর :—

ধ্রুপদ	খেয়াল
১। ধ্রুপদ কথাটি "ধ্রুব" শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহাকে ধ্রুবপদও বলা হয়।	১। খেয়াল কথাটি পারসিক শব্দ, ইহার অর্থ 'কল্পনা'।
২। ধ্রুপদ গানের ভাষা ধ্রুব অর্থাৎ মুখ্য বিষয়ক অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।	২। খেয়াল গানের ভাষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্রুপদের ভাষায় তুলনায় হাল্কা।

ধ্রুপদ	খেয়াল
৩। ধ্রুপদের প্রকৃতি এবং চলন শান্ত, গম্ভীর তাই এর সঙ্গে গম্ভীর তালযন্ত্র পাখোয়াজ বাজান হয়।	৩। খেয়ালের প্রকৃতি অপেক্ষা কৃত লঘু ও চঞ্চল। তাই এর সঙ্গে পাখোয়াজ অপেক্ষা হাল্কা তালযন্ত্র তবলা বাজান হয়।
৪। ধ্রুপদ গান বাট সহযোগে এবং দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কোআড় ইত্যাদি লয়কারীতে গীত হয়।	৪। খেয়াল গান, তাল, বোল-তান, সরগম ইত্যাদি সহ-যোগে গীত হয়।
৫। পূর্বে ধ্রুপদ গানে অলাপ করা হইত "তুহি অনন্ত হরি" এই কথাটির দ্বারা পরবর্তী কালে নোম, তোম ইত্যাদি বাণীর সহযোগে বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় আলাপ করা হয়।	৫। খেয়াল গান, 'আ' কার গানের বাণী, 'গমক', ''গিটকিরী', 'কন্ সর' দিয়ে ধ্রুপদ অপেক্ষা চঞ্চল গতিতে বিস্তার করা হয়। বিস্তার খেয়ালের প্রধান অঙ্গ।
৬। ধ্রুপদের তাল সাধারণতঃ ভারী। যেমন— ঝাঁপতাল, চৌতাল, শূলতাল ইত্যাদি।	৬। খেয়ালের তাল ধ্রুপদ অপেক্ষা একটু হাল্কা যথা ত্রিতাল, একতাল, ঝুমরা, আড়াচৌতাল ইত্যাদি।
৭। ধ্রুপদ অতি প্রাচীন সঙ্গীত এতে চার প্রকার বাণী আছে। (ক) গওহর বাণী। (খ) নওহর বাণী। (গ) খাণ্ডার বাণী। (ঘ) ডাগরহার বাণী।	৭। খেয়াল গানে ধ্রুপদের 'বাণী' কেই ঘরাণা নামে অভিহিত করা হয়। কয়েকটি ঘরাণার নাম উল্লিখিত হইল। যথা — (ক) আগ্রা ঘরাণা। (খ) গোয়ালিয়র ঘরাণা। (গ, পাতিয়ালা ঘরাণা। (ঘ) আলাদিয়া ঘরাণা। (ঙ) কিরানা ঘরাণা। (চ) ইন্দোর ঘরাণা। (ছ) জয়পুর ঘরাণা। (জ) সেনী ঘরাণা।

ধ্রুপদ	খেয়াল
৮। ধ্রুপদ গানের অবয়ব খেয়াল অপেক্ষা দীর্ঘ। এতে চারিটি বিভাগ বা তুক্ আছে। যদিও দুই তুকের ধ্রুপদও শোনা যায় তা অতি অল্প। তুকগুলির নাম যথাক্রমে স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ।	৮। খেয়ালের অবয়ব ধ্রুপদ অপেক্ষা ছোট। এতে ২টি বিভাগ বা তুক্ আছে। তুক্‌গুলির নাম যথাক্রমে স্থায়ী ও অন্তরা। এবং দুই পদ্ধতির খেয়াল পরিবেশিত হয়। যথা—বড় খেয়াল ও ছোট খেয়াল।

৯। নাদ কাহাকে বলে? উহাদের কি কি বিশেষত্ব বিস্তার পূর্ব্বক লিখুন।

উত্তর :—১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ১নং প্রশ্নের উত্তরে নাদের পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

১। **নাদের জাতি**—সিনেমা বা থিয়েটারের নেপথ্য সংগীত শুনিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে উক্ত সংগীতে কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এই সক্ষমতার একমাত্র কারণ, যন্ত্র বিশেষে নাদের আন্দোলনের বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ফলে এক একটি যন্ত্র নিজস্ব স্বাতন্ত্র লইয়া আমাদের শ্রবন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। নাদের এই বিশেষত্বাকেই গুণীগন নাদের জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

২। **নাদের ছোট বড় হওয়া**—কোন্ তার যন্ত্রে আঘাত করিবা মাত্রই তারের মাধ্যমে শব্দের যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তার বিস্তৃতি ব্যবধানকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া ওঠে নাদের ছোট বড় হওয়া। উক্ত তারের বিস্তৃতির ব্যবধান যদি বেশী হয়, তবে নাদ বড় হইবে, এবং দূর হইতে শোনা যাইবে। তারের বিস্তৃতির ব্যবধান যদি ছোট হয় তবে নাদ ছোট হইবে। এবং দূর হইতে শোনা যাইবে না। আন্দোলনের এই বিস্তৃতি যত বেশী বা কম হইবে নাদও তত বড় বা ছোট হইবে।

৩। **নাদের উঁচু নীচু হওয়া**—আন্দোলনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়াই নাদের উঁচু ও নীচু হওয়া নির্ভর করে। যদি আন্দোলনের সংখ্যা বেশী হয় তাহা হইলে স্বর উঁচুতে উঠিবে, এবং সংখ্যা যদি কম হয় স্বর নীচুতে থাকিবে। যেমন 'সা' এর আন্দোলনের সংখ্যা যদি ২৪০ হয়, তাহা হইলে তার সপ্তকের সা ২৪০ × ২ = (৪৮০)

SS-(G ii)

Annual Examination—1971
Gayan Second year.

বিষয় গায়ন—দ্বিতীয় বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা:—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন কিন্তু ১নং প্রশ্নের উত্তর অনিবার্য্য। সব প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত পাঁচটি পারিভাষিক শব্দগুলির উদাহরণ সহিত ব্যাখ্যা করুন:—নাদ ও তাহার বিশেষতাগুলি, শ্রুতি, আন্দোলন, মীড়, কণ্‌স্বর, রাগ, থাট, কম্পন।

উত্তর:— নাদ ও তাহার বিশেষতাগুলি:—

১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি:—শ্রুতি কথাটি শ্রুত কথা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ যাহা শোনা যায় তাহাই শ্রুতি। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই শ্রুতি ভিন্ন অর্থ বহন করে। অসংখ্য নাদ থেকে প্রাচীন গুণীগণ যে ২২টি শ্রুতি নিয়ে স্বর সপ্তক রচনা ক'রয়াছেন, সেগুলি আমরা শুনিয়া থাকি এবং যে সমস্ত নাদগুলিকে আমরা পরস্পরের পার্থক্যসহ শুনিতে পাই তাহাকেই শ্রুতি বলা হয়।

আন্দোলন—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য

মীড়—একটি স্বর থেকে অপর একটি স্বরে সুরের অবিচ্ছিন্নভাবে গড়িয়ে যাইবার যে প্রক্রিয়া তাহাকেই মীড় বলা হয়।

যেমন—বেহাগ রাগের নি প এবং গ সা।

কণ্‌স্বর—স্বর উচ্চারণ করিবার সময় তাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন স্বরকে যখন ঈষৎ স্পর্শ করা হয়, ঐ ঈষৎ স্পর্শিত স্বরকে কণ্‌স্বর বলা হয়।

যেমন—$^{\text{স}}$প, $^{\text{ধ}}$নি। এইখানে স ও ধ কণ্‌স্বর।

রাগ—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

ঠাট:—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

কম্পন—কোন বস্তু আঘাতপ্রাপ্তির দ্বারা নিজ স্থানচ্যুত হইয়া স্বল্প দূরত্বের মধ্যে ঘন ঘন আন্দোলিত হইলে সেই ক্রিয়াটিকেই বলা হয় কম্পন।

২। ভাতখণ্ডে ও বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপিগুলির তুলনা করুন।

ভাতখণ্ডে	বিষ্ণু দিগম্বর
ক) শুদ্ধ স্বর—সা রে গ ম প ধ নি।	ক) শুদ্ধস্বর — সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।
খ) কোমল স্বর—রে, গ, ধ নি।	খ) কোমল স্বর—রে, গ, ধ, নি।
গ) তীব্র স্বর— ম	গ) তীব্র স্বর—ম বা ম্।
ঘ) মন্দ্র বা উদারা সপ্তক— নি, ধ, প, ম ইত্যাদি।	ঘ) মন্দ্র বা উদারা সপ্তক— নি, ধ, প, ম, ইত্যাদি।
ঙ) তার বা তারা সপ্তক— সা, রে, গ, ম ইত্যাদি।	ঙ) তার বা তারা সপ্তক— সা, রে, গ ম ইত্যাদি।
চ) একা একটি স্বর থাকিলে এক মাত্রা বুঝিতে হইবে। যেমন—সা, ম, ইত্যাদি। দুটি স্বর বা অনেকগুলি স্বরকে এক মাত্রায় বুঝিতে হইলে ‿ এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বুঝিতে হয়। যেমন—সা রে, রে গ ম	চ) এক মাত্রায় একটি স্বর — সা অর্থাৎ সা এক মাত্রা। অর্দ্ধ মাত্রায় একটি স্বর— সা অর্থাৎ সা আধ মাত্রা। সিকি মাত্রায় একটি স্বর — সা অর্থাৎ সা ১/৪ মাত্রা। আট ভাগের এক ভাগে একটি স্বর—সা অর্থাৎ সা ১/৮ মাত্রা। চার মাত্রায় একটি স্বর — সা ×

ভাতখণ্ডে	বিষ্ণু দিগম্বর
	অর্থাৎ সা চার মাত্রা স্থায়ী হবে। দু মাত্রায় একটি স্বর — সা অর্থাৎ সা দু' মাত্রা স্থায়ী হবে। একটি স্বরকে দেড় মাত্রা বোঝাইতে হইলে স্বরের নিচে ড্যাস এবং পাশে একটি বিন্দু (dot) চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন — সা· মানে হ'ল সা দেড় মাত্রা।
ছ) এই পদ্ধতিতে গানের কথার কোন অক্ষরকে একাধিক বার বোঝাতে হইলে "s" অবগ্রহ এবং স্বরকে একাধিক মাত্রায় বোঝাতে হইলে ড্যাশ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়। যেমন—ম — প — বং s শী s	ছ) এই পদ্ধতিতে কথারসঙ্গে শূন্য এবং স্বরের সঙ্গে অবগ্রহ দেওয়া হয়। যেমন— ম s প s বং o শী o
জ) কোনও স্বরকে স্পর্শ করিয়া মূল স্বর গাইতে হইলে মূল স্বরের বাম দিকে ছোট অক্ষরে স্পর্শ স্বরটি লিখিতে হইবে। যথা— 'নি' ধ	জ) ভাতখণ্ডে পদ্ধতির অনুরূপ।
(ঝ) বক্র বন্ধনীর ( ) মধ্যে যদি কোন স্বর থাকে তবে বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বরের আগের স্বর, সেই স্বর, এবং পরের স্বর আবার ঐ বন্ধনীর মধ্যস্থিত	(ঝ) ভাতখণ্ডে পদ্ধতির অনুরূপ।

ভাতখণ্ডে	বিষ্ণু দিগম্বর
স্বরের সম্মেলনকেই এক মাত্রার মধ্যে বুঝিতে হইবে। যেমন—(প)= এক মাত্রায় ম প ধ প অথবা ধ প ন প।	
(ঞ) মীড়ের চিহ্ন ⁀ ।	(ঞ) ভাতখণ্ডে পদ্ধতির অনুরূপ।
(ট) এই পদ্ধতিতে তালের বিভাগ দাঁড়ি বা Bar চিহ্ন দিয়ে বুঝানো হয়।	(ট) এই পদ্ধতিতে আগে এইরূপ কোন বিভাগ দেওয়া হইত না। আজকাল কখনও কখনও এইরূপ বিভাগ দেওয়া হয়।
(ঠ) এই পদ্ধতিতে সম এর চিহ্ন + বা × ।	(ঠ) এই পদ্ধতিতে সম-এর চিহ্ন ১।
(ড) এই পদ্ধতিতে ফাঁক এর চিহ্ন ০। অন্য বিভাগগুলি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।	(ড) এই পদ্ধতিতে ফাঁক-এর চিহ্ন +। অন্য বিভাগগুলি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

৩। রাগ ও ঠাট উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

উত্তর :—১৯৬৯ সালের ২য় বর্ষের ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৪। বাদী স্বরের সহিত রাগের সময়ের কি সম্বন্ধ সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

উত্তর :—বাদী স্বর এর উপর ভিত্তি করিয়া রাগ কোন অঙ্গে পরিবেশিত হইবে এবং পরিবেশনের সময় নির্ধারণে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে। যে রাগের বাদী স্বর সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ সা রে গ ম প এই স্বরগুলির মধ্যে যে কোন একটি স্বর যদি হয় তাহা হইলে উক্ত রাগগুলি পূর্ব্বাঙ্গে গীত হইবে অর্থাৎ দিবা বারোটা হইতে রাত্রি বারোটা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগগুলি গাহিবার সময় নির্ধারিত করা হইয়াছে। পূর্বাঙ্গবাদী রাগগুলি গাহিবার সময় ও বাদী স্বর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) ভীমপলশ্রী—বাদীস্বর 'ম' (গাহিবার সময় দিবা তৃতীয় প্রহর)।
(খ) বৃন্দাবনী সারং—বাদীস্বর 'রে' (গাহিবার সময় দুপুর বেলা)।
(গ) ইমন—বাদীস্বর 'গ' (গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর)।
(ঘ) ভূপালী—বাদীস্বর 'গ' (গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর)।

অপরপক্ষে বাদী স্বর যদি রাগে সপ্তকের উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ ম প ধ নি সাঁ এই স্বরগুলির মধ্যে যে কোন একটি যদি হয় তাহা হইলে উক্ত রাগগুলি উত্তরাঙ্গে গীত হইবে এবং রাত্রি বারোটা হইতে দিবা বারোটা উত্তরাঙ্গবাদী রাগগুলি গাহিবার সময় নির্ধারিত করা হইয়াছে। উত্তরাঙ্গবাদী রাগগুলির গাহিবার সময় ও বাদীস্বর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) আলাহিয়া বিলাবল—বাদীস্বর 'ধ' (গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর)।
(খ) আসাবরী—বাদীস্বর 'ধ' (গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর)।
(গ) ভৈরব—বাদীস্বর 'ধ' (গাহিবার সময় দিবা প্রথম প্রহর)।
(ঘ) ভৈরবী—বাদীস্বর 'ম' (গাহিবার সময় দিবা ১ম প্রহর)।

'ম' এবং 'প' স্বর দুইটি উভয় অঙ্গেই অবস্থিত। সুতরাং উক্ত স্বর দুইটির মধ্যে যে কোন একটি বাদীস্বর হইলে রাগ পূর্ব্বাঙ্গে বা উত্তরাঙ্গে গীত হইতে পারে।

যেমন—'ম' বাদীস্বর উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ হইল ভৈরবী।
'প' বাদীস্বর পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ হইল কাফী।

৫। পূর্ব্বরাগ ও উত্তররাগকে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

পূর্ব্বরাগ:—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মতে দিবা বারোটা থেকে রাত্রি বারোটা এই সময়ের মধ্যে যে রাগগুলি গীত হয় সেই সকল রাগগুলিকে পূর্বরাগ বা পূর্বাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। উক্ত রাগগুলির বাদী স্বর পূর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ সা, রে, গ, ম, প এই স্বরগুলির মধ্যে যে কোন একটি হইতে হইবে। রাগগুলিও পরিবেশিত হইবে পূর্ব্বাঙ্গে, এবং মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যেই উক্ত রাগগুলির গতিবিধি বেশী।

উত্তররাগ :—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মতে রাত্রি বারোটা থেকে দিবা বারোটা এই সময়ের মধ্যে যে রাগগুলি গীত হয় সেই সকল রাগগুলিকে উত্তররাগ বা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। উক্ত রাগগুলির বাদীস্বর উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ ম, প, ধ, নি র্সা এই স্বরগুলির যে কোন একটি হইতে হইবে। রাগগুলিও পরিবেশিত হইবে উত্তরাঙ্গে, মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্যেই উক্ত রাগগুলির গতিবিধি বেশী।

৬। নিম্নলিখিত স্বরসমুহ কোন কোন রাগের অন্তর্ভুক্ত বুঝাইয়া দিন।

(ক) নি ধ প, গ ম গ, রে সা।

(খ) ন়ি স, রে ম প নী র্সা।

(গ) ম প ধ ম গ, ম গ রে সা, নী ধ।

উত্তর :—(ক) এই স্বর সমুহ বেহাগ রাগের।

(খ) এই স্বরসমুহ বৃন্দাবনীসারং রাগের।

(গ) এই স্বর সমহ বাগেশ্রী রাগের।

৭। 'চারতাল' এবং 'একতাল' অথবা রূপক ও তীব্রা তাল ঠেকাসহ তাললিপি লিখুন।

চারতাল ১২ মাত্রা

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	গন

একতাল ১২ মাত্রা

+		০		২		০		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তু	না	কৎ	তা	ধাগি	তেটে	ধিন্	তেটে

রূপক ৭ মাত্রা

০			১		২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
তি	তি	না	ধি	না	ধি	না

তীব্রা ৭ মাত্রা

+			২		৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধা	দেন্	তা	তিট	কৎ	গদি	গন

৮। আমীর খসরু অথবা বিষ্ণু দিগম্বরজীর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবদান কতখানি সবিস্তারে লিখুন।

উত্তর—১৯৭০ সালে ২য় বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তরে আমীর খসরু জীবনী দ্রষ্টব্য।

১৯৭০ সালে ১ম বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুদিগম্বরজীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

(D)-V—(II)

1972

Gayan Second Year

বিষয়—গায়ন—দ্বিতীয় বর্ষ

সময়—৩ ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা:—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন, সকল প্রশ্নের অঙ্ক সমান।

১। নাদ ও তাহার বিশেষতাগুলি বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া দিন।

উত্তর:—১ম বর্ষের ১৯৭০ সালের ১নং প্রশ্নে নাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৯নং প্রশ্নের উত্তরে নাদের বিশেষতাগুলিও আলোচনা করা হইয়াছে।

২। নিম্নলিখিত পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির ব্যাখ্যা লিখুন:—

লক্ষণ গীত, আশ্রয়, রাগ, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, পূর্ব্বাঙ্গ, উত্তরাঙ্গ, লয়।

উত্তর:—

লক্ষণ গীত:—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তরে দ্রষ্টব্য।

আশ্রয় রাগ:—যে রাগের উপর ভিত্তি করিয়া ঠাটের নামকরন করা হয় সেই মূল রাগটিকে বলা হয় আশ্রয় রাগ। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলিয়াছেন, "যে কোন জন্য রাগ গাহিবার সময় ঠাটবাচক রাগটির অল্পাধিক সাহায্য নেওয়া হয়। এই কারণেই সেই ঠাটবাচক রাগটিকে আশ্রয় রাগ বলা হয়। 'যথা কাফী রাগ থেকে কাফী ঠাট। ভৈরবী রাগ থেকে ভৈরবী ঠাট'।

রাগ:—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

গ্রহ:—প্রাচীনকালে রাগ পরিবেশন করিবার সময় বিশেষ একটি স্বর হইতে রাগ সুরু করা হইতো, সুরু করার এই প্রথম স্বরটিকে গ্রহ স্বর বলা হয়। প্রত্যেক রাগেরই একটি করিয়া গ্রহ স্বর থাকিত। কিন্তু বর্তমানে এই নিয়ম আর প্রচলিত নাই।

অংশ :—প্রাচীনকালে রাগে যে স্বরটি মুখ্য ছিল তাহাকে অংশ স্বর বলা হইত বর্তমানে বাদীস্বরের অনুরূপ।

ন্যাস :—প্রাচীনকালে যে স্বর হইতে রাগটি সুরু করা হইত তাহাকে 'গ্রহ' এবং যে স্বরটিতে রাগটি শেষ করা হইত সেই শেষ স্বরটিকে ন্যাসস্বর বলা হইত। বর্তমানে এই ন্যাস স্বরের অর্থ একটু ভিন্ন, বাদী ও সমবাদী ব্যতীত রাগে ব্যবহৃত অনুবাদী স্বরগুলির মধ্যে যেযে স্বরগুলির উপর বিশ্রান্তি দেওয়া হয় রাগ রূপকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, সেই স্বরকে ন্যাসস্বর বলা হয়।

যথা, বেহাগের ন্যাসস্বর— গ ও প।

কাফীর ন্যাসস্বর — সা রে গ ম প।

পূর্বাঙ্গ :—সা রে গ ম প ধ নি র্সা এই আটটি স্বরের প্রথমোক্ত স্বরগুলিকে অর্থাৎ সা রে গ ম এই চারটি স্বরকে বলা হয় পূর্বাঙ্গ কিন্তু বর্তমানে ম ও প এই অঙ্গের অন্তর্গত। সুতরাং পূর্বাঙ্গের স্বর বলিতে স রে গ ম প কেই বুঝায়।

উত্তরাঙ্গ :— সা রে গ ম প ধ নি র্সা এই আটটি স্বরের শেষোক্ত স্বরগুলিকে অর্থাৎ প ধ নি র্সা এই চারটি স্বরকে বলা হয় উত্তরাঙ্গ কিন্তু বর্তমানে ম ও প এই অঙ্গের অন্তর্গত। সুতরাং উত্তরাঙ্গের স্বর বলিতে ম প ধ নি র্সা কেই বুঝায়।

লয় :—১৯৬১ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৩। নিজ পাঠ্যক্রম হইতে আপনার জানা যে কোন রাগের ধ্রুপদের স্থায়ী ও অন্তরা স্বরলিপিতে দেখান।

উত্তর :—

রাগ—বাগেশ্রী তাল—চৌতাল ধ্রুপদ

স্থায়ী :—

+		০		২		০		৩		৪	
সা			প						সা		
সা	—	নি	ধ	ম	ধ	ম	—	গ	রে	—	সা
আ	ঽ	য়ে	র	ঘু	ঽ	বী	ঽ	র	ধী	ঽ	র

+		০		২		০		৩		৪	
						সা			সা		
রে	সা	—	নি	ধ	সা	ম	গ	—	রে	—	সা
অ	যো	ঽ	ধ্যা	ঽ	ন	গ	র	ঽ	কো	ঽ	ঽ

+		০		২		০		৩		৪	
সা		ম		নি							
নি	সা	গ	ম	ধ	নি	র্সা	র্সা	র্সানি	রেঁ	র্সা	—
লং	ঽ	কা	ঽ	প	তি	হ	ন	নঽ	কি	য়ো	ঽ

+		০		২		০		৩		৪	
ম			প								
সা	—	নি	ধ	ম	ধ	ম	গ	রে	রে	সা	—
রা	ঽ	জ	দি	য়ো	ঽ	বি	ভি	ব	ন	কো	ঽ

অন্তরা :—

+		০		২		০		৩		৪	
গ	ম		ধ								
ম	গ	ম	নি	ধ	নি	র্সা	র্সা	—	র্সা	—	র্সা
সিং	হা	ঽ	স	ঽ	ন	প	র	ঽ	বৈ	ঽ	ঠে

+		০		২		০		৩		৪	
নি	র্সা					র্সা			নি		
সা	নি	র্সা	রেঁ	—	র্সা	নি	র্সা	র্সা	র্সা	নি	ধ
সী	তা	ঽ	রা	ঽ	ম	চন্	ঽ	দ্র	ভ	র	ত

+		০		২		০		৩		৪	
নি					র্সা						
ধ	—	নি	র্সা	—	র্ম	র্গ	র্রে	র্সা	র্রে	র্সা	র্সা
শ	ঽ	ক্র	ঘ	ঽ	ন	চন	ব	র	ঝু	লা	ওয়ে

+		০		২		০		৩		৪	
গ			প						সা	—	সা
ম	সা	নি	ধ	ম	ধ	ম	গ	—	রে		
আ	ঽ	গে	হে	নূ	ঽ	ম	ত	ঽ	বী	ঽ	র

৪। তীব্রা ও শূলতালের ঠেকাগুলিকে অথবা একতাল ও চার তালের ঠেকাগুলিকে তাললিপিতে লিখিয়া উহার দ্বিগুণ দেখান।

উত্তর :— **তীব্রা : (৭ মাত্রা)**

+			২		৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধা	দেন্	তা	তিট	কৎ	গদি	গন

দ্বিগুণ লয় :—

+			২		৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধা,দেন্	তা,তিট	কৎ,গদি	গন,ধা	দেন,তা	তিট,কৎ,	গদি,গন

শূলতাল :—(১০ মাত্রা)

+		০		২		৩		০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা	তিট	কৎ	গদি	গন

দ্বিগুণ লয়ঃ—

+		0		২		৩		0	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধা	দেন্	তা	কিট	ধা,ধা	দেন্ তা	কিট,ধা	তিট,কৎ	গদি, গন

একতালঃ—(১২ মাত্রা)

+		0		২		0		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তু	না	কৎ	তা	ধাগি	তেটে	ধিন্	তেটে

দ্বিগুণ লয়ঃ—

+		0		২		0	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তু	না	ধিন্,ধিন্	ধা,ধা,

৩		৪	
৯	১০	১১	১২
তু, না	কৎ, তা	ধাগি, তেটে	ধিন্ তেটে

চারতাল (১২ মাত্রা)

+		0		২		0		৩		৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	দেন্	তা	তেটে	কতা	গদি	গন

দ্বিগুন লয়ঃ—

+		0		২		0	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	ধা	দেন্	তা	কৎ	তাগে	ধা, ধা	দেন, তা

৩		৪	
৯	১০	১১	১২
কৎ, তাগে	ধেন, তা	তেটে, কত	গদি, ঘন
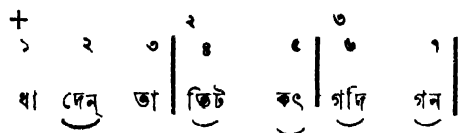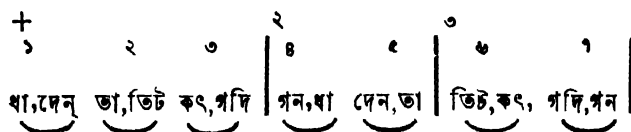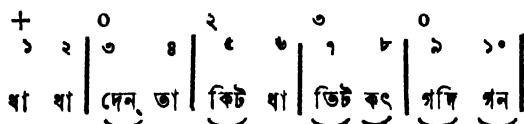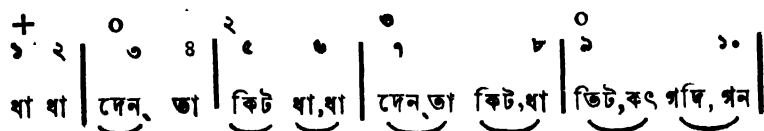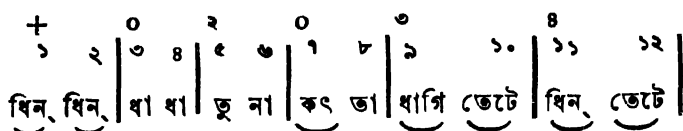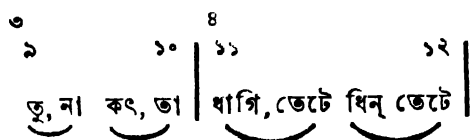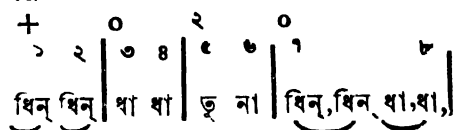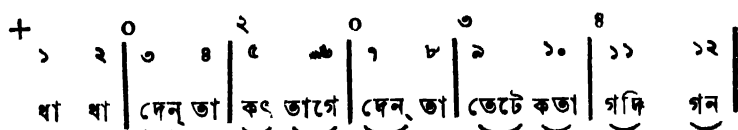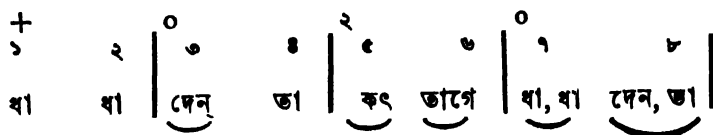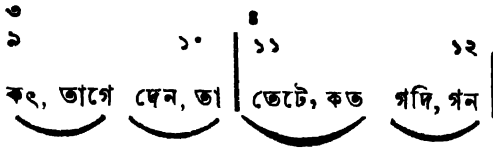
৫। নিম্নলিখিত স্বরসমূহ কোন কোন রাগের তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন :—

(ক) ম প গ ম, গ রে সা।

(খ) ধ নী সা ম, গ রে সা।

(গ) রে প, ম গ রে, গ নী সা।

(ঘ) ম গ রে সা, ধ নী সা।

উত্তর :—

(ক) উক্ত স্বরগুলি "ভীমপলশ্রী" রাগের। এই রাগের "ম" স্বরটি বাদীস্বর এবং এই স্বরটির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ। রাগরূপ পূর্বাঙ্গেই দেখানো হইয়াছে।

(খ) এই স্বরগুলি "বাগেশ্রী" রাগের। এই রাগের 'গ' ও 'নি' স্বরদুইটি কোমল। 'ম' এই রাগের বাদী স্বর। ধ নি সা এই স্বরসঙ্গতি বাগেশ্রী রাগের রূপকে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করে। ইহা পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ এবং ইহার রাগরূপ পূর্বাঙ্গেই দেখানো হইয়াছে।

(গ) এই স্বরগুলি "দেশ" রাগের। রে ও প স্বরদুটি যথাক্রমে বাদী এবং সমবাদী স্বর, মতান্তরে প ও রে স্বরদুটি যথাক্রমে বাদী এবং সমবাদী স্বর। এই স্বররূপটিতে তাই রে ও প এর উপর বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ এবং ইহার স্বররূপ পূর্বাঙ্গেই দেখানো হইয়াছে।

(ঘ) এই স্বরগুলি "ভৈরবী" রাগের। ঋ জ্ঞ দ ণ এই স্বরগুলি কোমল। ইহার বাদীস্বর 'ম' ও সমবাদীস্বর 'সা'। উক্ত স্বর বস্তারে উপরোক্ত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট।

৬। ফিল্ম সঙ্গীত হইতে কি কি ক্ষতি হইয়াছে সে সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মন্তব্য লিখুন।

উত্তর---

ভারতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার জন্ম সঠিকভাবে নিরূপন করা শক্ত। মনে হয় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃতির প্রতিটি স্তরে স্তরে সঙ্গীত পরিব্যাপ্ত। শোকে, দুঃখে, আনন্দ-বিরহে এই সঙ্গীতের পরিব্যাপ্তি আমাদের জীবনে লক্ষ্যনীয়। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, মানবজীবনের সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

ফিল্ম হইল এমনই একটি শিল্প যাহাতে একটি জাতি তাহার মুখ দেখিতে পায়, জানিতে পারে, চিনিতে পারে আপনাকে। সুতরাং জাতির মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিনেমা শিল্প এক বিরাট দায়িত্ব বহন করিয়া চলিতেছে। ফিল্ম কোন একক শিল্প নহে। বিভিন্ন শিল্পের সংমিশ্রনেই গড়িয়া ওঠে চলচ্চিত্র। স্বভাবতঃই চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে একশ্রেণীর ফিল্ম নির্মাতাগণ এই শিল্পের মহান দায়িত্বকে অবজ্ঞা করিয়া সর্বতোভাবেই ব্যবসাভিত্তিক করিয়া লইয়াছেন। ফলে জাতির মান উন্নত করা তো দূরের কথা বরং অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত শিল্পগুলিও আজ নিম্নমুখী। সঙ্গীত শিল্পও তাই সিনেমা শিল্পের মাধ্যমে নিজের উচ্চাসন হইতে বর্তমানে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতেছে।

বর্তমান ফিল্ম সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও মর্যাদা অনেকাংশেই ক্ষুন্ন। সঙ্গীতের এই অপপ্রয়োগ বর্তমান যুব সমাজের উপরেই বিশেষ ভাবে রেখাপাত করিয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, আজকের

এই যুব সমাজই আগামী দিনের পথপ্রদর্শক।

ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত এবং দেশে বিদেশেও সমাদৃত। কিন্তু আমাদের এই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতকে উপেক্ষা করিয়া প্রযোজকের আর্থিক অঙ্কের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনেক সুরশিল্পী পাশ্চাত্যের হাল্‌কা রসপুষ্ট লঘুসঙ্গীত ধার করিয়া আমাদের ফিল্ম সঙ্গীতে সংমিশ্রন ঘটাইবার দরুন ফিল্ম সঙ্গীতের মান আজ অত্যন্তদুর্দ্দশাগ্রস্থ। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রতিটি শিল্প স্ব স্ব দেশের সামাজিক চিন্তা ও রুচির প্রতিচ্ছবি।

সুতরাং নিজের দেশের বৈভবকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়া অপরের উচ্ছিষ্টকে গ্রহণ করার মধ্যে হীনমন্যতাই প্রকাশ পায়।

৭। তানসেনজীর জীবনী লিখুন :—

উত্তর :—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। কণ্ঠ সঙ্গীত গান গাহিবার সময় শরীরের কোন কোন অংশে বিশেষ প্রভাব পড়ে সে সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মত প্রকাশ করুন।

উত্তর :—কণ্ঠ সঙ্গীত গাহিবার সময় জিহ্বা, স্বরযন্ত্র ও তৎসংলগ্ন স্থানে শ্বাসের উৎপত্তিস্থল বক্ষ ও বক্ষসংলগ্ন স্থানেই অধিক প্রভাব পড়ে।

কণ্ঠসংগীতে ভাষার একটি বিশেষস্থান আছে। সেই ভাষা উচ্চারিত হইতে গিয়া জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রের উপর বিশেষ প্রভাব পড়ে।

শ্বাস নিয়ন্ত্রণ :—শ্বাস নিয়ন্ত্রণ কণ্ঠসংগীতে বিশেষ প্রয়োজন। গানের সম্বন্ধ কণ্ঠের সহিত, কণ্ঠের সম্বন্ধ শ্বাসের সহিত এবং শ্বাসের সম্বন্ধ স্বরের স্থিরতার সহিত। সুতরাং স্বরের স্থিরতা আনিবার জন্য শ্বাসনিয়ন্ত্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই শিক্ষার্থীদের স্বরসাধন সবিশেষ প্রয়োজন। স্বনামধন্য সুগায়ক ৺গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের মতে কণ্ঠ, তামা-কাঁসার জাতীয়। উক্ত জিনিষগুলিকে যেমন সর্ব্বদা মার্জনা না করিলে ঔজ্জ্বল্য রক্ষা পায়না তেমনি কণ্ঠসাধনাও নিয়মিত

হওয়াই উচিত। তিনি গায়ককে যোগীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। যোগী যেমন শ্বাস নিয়ন্ত্রণ দ্বারা যোগাভ্যাস করেন সেইরকম গায়কও স্বর সাধনের মধ্য দিয়া শ্বাসনিয়ন্ত্রণ করিয়া দীর্ঘজীবন পাইতে সক্ষম হন। স্বরসাধনের মাধ্যমেই উত্তরোত্তর শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে শিল্পী অধিক সময় শ্বাসনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হন, তিনি অনেকক্ষণ সুরকে ধরিয়া রাখিতে পারেন এবং এক শ্বাসে অধিক স্বর, বোলতান, ও তান করিতে সক্ষম হন।

সুতরাং গান গাহিবার সময় শরীরের কণ্ঠ, জিহ্বা এবং শ্বাসনিয়ন্ত্রণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

Annual Examination—1973.

Second year Vocal.

বিষয়—গায়ণ দ্বিতীয় বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুণ। সব প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত শব্দ গুলির যে কোন পাঁচটির পরিভাষা লিখুন।
কম্পন, 'শ্রুতি, গ্রহ, অংশ 'জনক ঠাট, ন্যাস, বক্রস্বর।

উত্তর :—

কম্পন—১৯৭১ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি—	১৯৬৯	,,	১ম	,,	১নং	,,	,,	,, ।
গ্রহ—	১৯৬৯	,,	২য়	,,	১নং	,,	,,	,, ।
অংশ—	১৯৬৯	,,	২য়	,,	১নং	,,	,,	,, ।
ন্যাস—	১৯৬৯	,,	২য়	,,	১নং	,,	,,	,, ।

জনক ঠাট—জনক অর্থ হইল পিতা। এখানেও এই অর্থেই জনক কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঠাট সংখ্যায় অনেক হইতে পারে কিন্তু সব ঠাটেরই রাগ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই যে সমস্ত ঠাটের মাধ্যমে রাগ উৎপন্ন বা রাগ সৃষ্টি হইতে পারে সেইসমস্ত ঠাটগুলিকেই জনকঠাট বলা হয়। যেমন— উত্তর পূর্ব ভারতের ১০টি ঠাটকেই জনকঠাট বলা যাইতে পারে।

বক্রস্বর—যে স্বর সরল গতির না হইয়া বক্র গতির হয় তাহাকেই বক্রস্বর বলা হয় এবং যে রাগের চলন সরল গতির না হইয়া বক্রগতির হয় তাহাদের বক্রগতির রাগ বা বক্র রাগও বলা হয়। সা রে গ ম প ধ নি সা। ইহা সরল গতির। কিন্তু আলাহিয়া রাগটি বক্রগতির রাগ। যেমন— সারে গরে গপ ধনি ধসা। সানি ধপ ধনি ধপ মগ মরে সা।

২। আশ্রয় রাগ কাহাকে বলে ? আপনার জানা রাগগুলি কোন কোন ঠাটের অন্তর্ভূক্ত ? বুঝাইয়া লিখুন—

উত্তর :—

১৯৬৯ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তরে আশ্রয় রাগের পরিভাষা দ্রষ্টব্য। পরবর্তী অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাগ	ঠাট
ইমন—	কল্যান। (ম তীব্র)
ভূপালী—	কল্যান।
কাফী—	কাফি। (গ নি কোমল)
বিলাবল—	বিলাবল। (সব স্বর শুদ্ধ)
ভৈরব—	ভৈরব। (রে ধ কোমল)
খাম্বাজ—	খাম্বাজ। (নি কোমল)
বেহাগ—	বিলাবল। (সব স্বর শুদ্ধ)
বৃন্দাবনী সারং—	কাফি। (গ নি কোমল)
দুর্গা—	বিলাবল। (সব স্বর শুদ্ধ)
ভীম পলশ্রী—	কাফি। (গ নি কোমল)
বাগেশ্রী—	কাফি। (ঐ)
দেশ—	খাম্বাজ। (নি কোমল)
আসাবরী—	আসাবরী। (গ ধ নি কোমল)
ভৈরবী—	ভৈরবী। (রে গ ধ নি কোমল)

৩। নিম্নে প্রদত্ত রাগগুলির মধ্যে যে কোন একটি রাগের পরিচয় আরোহ, অবরোহ, পকড় সহ লিখিয়া উহার অন্তরাগুলি স্বর-লিপিতে দেখান :—

আসাবরী, বৃন্দাবনী সারং, বাগেশ্বরী।

উত্তর :—

আসাবরী

১। ঠাট— আসাবরী

২। আরোহন— সা রে ম প ধ সাঁ

অবরোহন— সাঁ নি ধ প ম গ রে সা।

৩। জাতি— ঔড়ব, সম্পূর্ণ।

৪। বাদী— ধ, সমবাদী—গ।

৫। অঙ্গ— উত্তরাঙ্গ।

৬। প্রকৃতি— শান্ত গম্ভীর।

৭। গাহিবার সময়— দিবা ২য় প্রহর।

৮। পকড়— রে, ম, প, নি ধ প।

৯। ন্যাসস্বর— রে, গ, ম, প ও ধ।

এই রাগের গ ধ নি স্বর গুলি কোমল বাকী সব স্বরগুলি শুদ্ধ। কোমল আসাবরী নামে ভৈরবী ঠাট আশ্রিত আর একটি আসাবরী রাগ আছে। অনেকে মনে করেন উক্ত রাগটিই বয়সে প্রাচীন। পরবর্তীকালে আসাবরী রাগটির সৃষ্টি হয়।

আসাবরী—'অন্তরা'

ত্রিতাল (মধ্যলয়)

৩	+	২	০
প নি নি		সাঁ	নি
ম প ধ ধ	সাঁ সাঁ সাঁ সাঁ	রেঁ গঁ রেঁ সাঁ	সাঁ রেঁনি ধ প
ঘ রি প ল	ছি ন মো হে	জু গ সী ঽ	বী ঽঽ ত ত

৩	+	২	০
ম প র্সা	নি	পপ	ম সা
প গ র্রে র্সা	র্রে র্সা ধ প	ম প ধধ পমপ	গ গ রে সা
নি স দি ন	চ ট প টি	লা ঽ গঽ যঽঽ	হ ত মু হিঁ

বৃন্দাবনী সারং

১। ঠাট — কাফী।

২। আরোহন — নি সা রে ম প নি র্সা।

অবরোহন — র্সা নি প ম রে সা।

৩। জাতি — ঔড়ব, ঔড়ব।

৪। বাদী — রে, সমবাদী — প।

৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ।

৬। প্রকৃতি — চঞ্চল।

৭। গাহিবার সময় — দুপুর বেলা।

৮। পকড় — নি সা রে, ম রে, প ম রে সা।

৯। ন্যাসস্বর — রে ও প।

এই রাগে অবরোহনে কোমল নি লাগে বাকী সব স্বর শুদ্ধ।

বৃন্দাবনী সারং—'অন্তরা'

ত্রিতাল

	১				০				৩			
ম —	প প	নি প	নি নি	র্সা —	র্সা র্সা		র্সা নি	র্সা র্সা র্সা
সী ঽ	য মু	কু ট	ঔ বৃ	কা ঽ	ন ন		কু ঽ	ণ্ড ল

+				২				০				৩			
রেঁ				রেঁ	রেঁ			রেঁ				সাঁ		প	
নি	সাঁ	রেঁ	—	মঁ	মঁ	রেঁ	সাঁ	নি	সাঁ	রেঁ	সাঁ	নি	সাঁ	নি	প
বং	ऽ	শী	ऽ	ধ	র	ম	ণ	রং	ऽ	গ	ফি	র	ত	গি	রি

+				২			
প							
মপ	নিসাঁ	রেঁমঁ	রেঁসাঁ	নিসাঁ	রেঁসাঁ	নি	প
ধাऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽऽ	ধী	ऽ

বাগেশ্বরী

১। ঠাট — কাফী।

২। আরোহন — সা ম গ ম ধ নি সাঁ।

সা নি ধ নি সা ম গ ম ধ নি সাঁ।

অবরোহন — সাঁ নি ধ ম প ধ গ ম গ রে সা॥

৩। জাতি — জাতি নিয়ে মতভেদ আছে। কোন মতে ঔড়ব, সম্পূর্ণ। কোন মতে আবার ঔড়ব, ষাড়ব। আবার কোন মতে ষাড়ব সম্পূর্ণ। কোন মতে ষাড়ব ষাড়ব।

৪। বাদী — 'ম', সমবাদী — 'সা'।

৫। অঙ্গ — পূর্ব্বাঙ্গ।

৬। প্রকৃতি — শান্ত গম্ভীর।

৭। গাহিবার সময় — রাত্রি ২য় প্রহর।

৮। পকড় — সা, নি ধ, সা ম ধ নি ধ, ম, গ রে, সা।

৯। ন্যাসস্বর — গ, ম ও ধ

এই রাগে গ নি স্বর দুইটি কোমল বাকী সব স্বর শুদ্ধ। পঞ্চম এই রাগে অত্যন্ত দুর্বল এবং বক্রভাবে প্রয়োগ হয়। ম ধ নি ধ এই স্বরসঙ্গতি বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ।

১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে "বাগেশ্বরী"র "অন্তরা" দ্রষ্টব্য।

৪। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখুন।

উত্তর :—শাস্ত্রীয় সংগীত প্রত্যেক গায়কেরই স্বরবিত্তর অনুশীলন করা প্রয়োজন।

সংগীত মনোরঞ্জনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। যে কোন শিল্পী তাহার স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী যে কোন ধারায় সংগীত পরিবেশন করিতে পারেন কিন্তু উক্ত সংগীতকে মাধুর্য্যের শীর্ষে লইয়া যাইতে হইলে শাস্ত্রীয় সংগীত তথা স্বরসাধন করা এবং জানা একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রীয় সংগীত হইতেই আমাদের দেশের নানা ধারায় সংগীতের উৎসগুলি প্রবাহিত। সুতরাং সংগীতের মূল উৎস শাস্ত্রীয় সংগীত অর্থাৎ সংগীতের ভিত্তিকে যদি আমরা জানিতে বা শিখিতে পরান্মুখ হই তবে উন্নতমানে সংগীতকে লইয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য। কণ্ঠকে সুমার্জিত ও সুললিত করিতে হইলে স্বরসাধন একান্ত প্রয়োজন। সপ্তস্বর ও বিকৃত পঞ্চস্বর সাধনের প্রক্রিয়া শাস্ত্রীয় সংগীতের শাস্ত্রেই নিবদ্ধ আছে। আমরা যদি সংগীতকে ভালবাসিয়া সংগীত সাধনা করি এবং সংগে সংগে সংগীতের মূল উৎস শাস্ত্রীয় সংগীত এবং তার ইতিবৃত্তকে যথাযথভাবে অনুশীলন না করিতে পারি তাহা হইলে শিল্পীর শিল্পত্ব অনেকখানি ব্যহত হইতে বাধ্য। সুতরাং যে কোন সংগীত শিল্পীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত প্রথম ও প্রধান পথপ্রদর্শক।

৫। অলংকার কাহাকে বলে? সা—গ রে সা অলংকারটিতে তাল লিপিতে দেখান।

উত্তর :—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

'সা—গ রে সা' এই অলংকারটিকে তাল লিপিতে দেখান হইল

তাল—ঝাঁপতাল (১০ মাত্রা)

+ ২ ০ ৩
সা — | গ রে সা | রে — | ম গ রে |

+ ২ ০ ৩
গ — | প ম গ | ম — | ধ প ম |

+ ২ ০ ৩
প — | নি ধ প | ধ — | সা̇ নি ধ |

+ ২ ০ ৩
নি — | রে̇ সা নি | সা̇ — | গ̇ রে̇ সা |

+ ২ ০ ৩
সা̇— | ধ নি সা̇ | নি — | প ধ নি |

+ ২ ০ ৩
ধ — | ম প ধ | প — | গ ম প |

+ ২ ০ ৩
ম — | রে গ ম | গ — | সা রে গ |

+ ২ ০ ৩
রে — | নি̣ সা রে | সা — | ধ̣ নি̣ সা |

৬। নিম্নলিখিত তালগুলির মধ্যে যে কোন দুইটি তালের ঠাহ দ্বিগুণ তাল লিপিতে দেখান :—

সুলতান, তেওড়া, একতাল।

উত্তর :—২য় বর্ষের ১৯৭২ সালের ৪নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

৭। নিম্নলিখিত রাগের জোড়াগুলি হইতে যে কোন একটি জোড়ার তুলনা করুন।

ভীমপলশ্রী — বাগেশ্রী

বৃন্দাবনী সারং — দেশ।

উত্তর :—'ভীমপলশ্রী—বাগেশ্রী' রাগের জোড়ার তুলনা ২য় বর্ষের ১৯৬৯ সালের ৬নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

বৃন্দাবনীসারং এবং দেশ রাগের তুলনা নিম্নে বর্ণিত হইল।

সমতা :—

১। দুটি রাগই পূর্ব্বাঙ্গ প্রধান।

২। দুটি রাগেরই বাদী ও সমবাদী যথাক্রমে ঋষভ ও পঞ্চম।

৩। দুটি রাগেরই আরোহ ঔড়ব এবং ম প নি র্সা এই স্বরসঙ্গতি উভয় রাগেই দেখা যায়।

৪। উভয় রাগেই আরোহনে শুদ্ধ 'নি' এবং অবরোহনে কোমল 'নি' ব্যবহৃত হয়।

৫। উভয় রাগেই রে ও প এর উপর ন্যাস করা হয়।

বিভিন্নতা:—

বৃন্দাবনীসারং	দেশ
১। ইহা কাফী ঠাটের অন্তর্ভুক্ত	১। ইহা খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্ভুক্ত।
২। জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব	২। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।
৩। প্রকৃতি—চঞ্চল	৩। প্রকৃতি—শান্ত।
৪। ইহা সারং অঙ্গে গীত হয়।	৪। ইহা মল্লার অঙ্গে গীত হয়।
৫। এই রাগে বাদী ও সম্বাদী সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। বাদী—রে, সম্বাদী—প সর্বসম্মত।	৫। এই রাগে বাদী ও সম্বাদী সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনোমতে যথাক্রমে রে ও প আবার কোনোমতে 'প' ও 'রে'।
৬। এই রাগ পরিবেশনের সময় মধ্যাহ্ন।	৬। এই রাগ পরিবেশনের সময় রাত্রি ২য় প্রহর।
৭। 'গান্ধার' এই রাগে বর্জিত।	৭। 'গ' এই রাগে উল্লেখযোগ্য।
৮। পকড় :— নি সা রে, ম রে, প ম রে, সা।	৮। পকড়— রে, ম প, নি ধ প প ধ পম, গ রে গ সা।
৯। এই রাগে ম —রে স্বরসঙ্গতি গুরুত্বপূর্ণ।	৯। ধ—ম স্বরসঙ্গতি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ।
১০। এই রাগে ম রে এইভাবে ঋষভকে দেখান হয়।	১০। এই রাগে 'ম গ রে গ সা' এইরূপে ঋষভকে বক্রস্বর হিসাবে দেখান হয়।

৮। সঙ্গীত ক্ষেত্রে তানসেনের অবদান কতখানি তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন।

উত্তর :—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৫নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় বর্ষ

PRAYAG SANGIT SAMITI ALLAHABAD
Annual Examination—1969.
3rd Year--Vocal.

বিষয়—গায়ন—তৃতীয় বর্ষ

সময়—৩ ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

১। যে কোন পাঁচটির সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী লিখুন :—
আলাপ, বক্র, গমক, আড়, বাদী, বিবাদী, বর্জ।

উত্তর :—

আলাপ :—২য় বর্ষের ১৯৭০ সালের ৭নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

বক্র :—১৯৭৩ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

গমক :—কোন স্বরকে মধুর অথচ গম্ভীর ভাবে আন্দোলিত করার নাম গমক, অর্থাৎ এক স্বর থেকে আর একটি স্বরে যাইবার সময় শেষের স্বরটিতে একট ধাক্কার বেগ সৃষ্টি হয়,—ইহাই গমকের কাজ। গমক কোন বিশেষ স্বর হইতে আসে না। যে স্বরটিতে গমক হইবে, তার উপরের বা নীচের স্বর হইতে আসে। গমক অনেক প্রকারের হয়। প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে কাহারো কাহারো মতে গমক উনিশ প্রকারের, কাহারো কাহারো মতে বাইশ প্রকারের, আবার কেহ কেহ বলেছেন যে, গমক পনের রকমের।

আড় :—দেড়গুন লয়কে বলা হয় আড় লয়। অর্থাৎ তিন মাত্রার বোলকে দু মাত্রার মধ্যে বলা। আবার কেহ কেহ তালি পড়ার পর-মুহুর্তকেই আড় লয় বলিয়া থাকেন।

বাদী ঃ—১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বিবাদী ঃ—১৯৭১ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বর্জ ঃ—রাগে যে স্বর ব্যবহৃত হয় না তাহাকেই বর্জ স্বর বা বর্জিত স্বর বলা হয়। যথা—মালকোষ রাগের রে ও প স্বরদুইটি বর্জিত।

কোন কোন গুণী বিবাদী স্বরকে বর্জিত স্বর বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিবাদী স্বর অনেক সময় রাগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবাদী স্বরকে বর্জিত স্বর বলা ঠিক নয়।

২। নিম্নলিখিত তালগুলিকে চিনিয়া উহাদের দুগুণ সহিত লিখুন।

(অ) ধা ঽ ! গ তি ট (ব) তা তিরকিট ধিঁ ধিঁ
০

উত্তর ঃ –(অ) ইহা 'ধামার' তালের বোল।

দ্বিগুণ লয়

+					২		০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	ধি	ট	ধি	ট	ধা	ঽ	কধি	টধি	টধা	ঽগ	তিট	তিট	তাঽ

(ব) ইহা 'তিলওয়াড়া' তালের বোল।

দ্বিগুণ লয়

+				২			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধা	তিরকিট	ধিঁ	ধিঁ	ধা	ধা	তিঁ	তিঁ

০				৩			
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ধা তিরকিট	ধিঁ ধিঁ	ধা ধা	তিঁ তিঁ	তা তিরকিট	ধিঁ ধিঁ	ধা ধা	ধিঁ ধিঁ

৩। নিম্নলিখিত রাগগুলি হইতে দুইটির পূর্ণ পরিচয় দিন।
পটদীপ, মালকোষ, দুর্গা, জৌনপুরী।

উত্তর :—

রাগ—পটদীপ

ঠাট—কাফি, আরোহ—নিসা, গ ম প নি, সা

অবরোহ—সা নি ধ প, ম গ রেসা। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—পঞ্চম,। সমবাদী—ষড়জ। অঙ্গ—পূর্ব্বাঙ্গ।

সময়—দিবা চতুর্থ বা শেষ প্রহর। প্রকৃতি—শান্ত।

পড়ক—ম গ রে সা নি, ন্যাসস্বর—প, নি।

ভীমপলশ্রী এবং পটদীপের মধ্যে তফাৎ কেবলমাত্র নি। পটদীপে শুদ্ধ নি এবং ভীমপলশ্রীতে কোমল নি লাগে।

রাগ—মালকোষ

ঠাট—ভৈরবী, আরোহ—সা গ ম, ধ, নি সা।

অবরোহ— সা নি ধ ম, গ ম গ সা। জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব।

বাদী—মধ্যম, সমবাদী—ষড়জ। অঙ্গ—উত্তরাঙ্গ।

সময়—রাত্রি ৩য় প্রহর। প্রকৃতি—শান্ত, গম্ভীর।

পকড়— ম গ, ম ধ নি ধ, ম, গ, সা ন্যাসস্বর—গ, ম, ধ।

রে, প, স্বরটি এই রাগে বর্জ্জিত হইলেও কোন কোন গুনী বিবাদী স্বর হিসাবে রে, স্বরটি ঈষৎ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

রাগ—দুর্গা

ঠাট—বিলাবল, আরোহ—সা রে, ম প ধ, র্সা, অবরোহ—র্সা ধ, প ম, রে সা। জাতি—ঔড়ব-ঔড়ব, বাদী—মধ্যম, সমবাদী—ষড়্জ, মতান্তরে বাদী ও সমবাদী যথাক্রমে ধৈবত ও ঋষভ। অঙ্গ—পূর্ব্বাঙ্গ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর, প্রকৃতি—চঞ্চল, পকড়—ম প ধ, ম রে, সা রে ধ সা। ন্যাসস্বর—ম, প ও ধ।

রাগ—জৌনপুরী

ঠাট—আশাবরী, আরোহ—সা, রে ম, প, ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা, নি ধ, প, ম গ, রে সা। জাতি—ষাড়ব—সম্পূর্ণ

বাদী—ধৈবত সমবাদী—গান্ধার, অঙ্গ—উত্তরাঙ্গ।

সময়—দিবা ২য় প্রহর, প্রকৃতি—শান্ত, গম্ভীর।

পকড়—ম প, নি ধ প, ধ, ম প গ, রে ম প।

ন্যাসস্বর— গ, ম, প ও ধ।

জৌনপুরী এবং আশাবরী এই দু'টি রাগের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু জৌনপুরীতে আরোহনে র্সা তে যাওয়ার সময় নি লাগানো আবশ্যক কিন্তু আসাবরীতে আরোহনে নি লাগে না, এবং এই রাগে নি স্বরটির স্থান দুর্ব্বল।

৪। নিম্নলিখিত হইতে কোন একটির স্বরলিপি লিখুন :—

(ক) রাগ কেদারের ছোট খেয়ালের স্থায়ী।

(খ) কোন একটি ধামারের স্থায়ী।

(গ) কোন একটি বিলম্বিত খেয়ালের অন্তরা।

উত্তর :— **রাগ—কেদার**

স্থায়ী—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

০ ৩ + ২
নি. সা
সা রে সা প | প প ম প | ধ — প প | মপধ মপ ম — |
সৌ ঽ চ স | ম ঝ ম ন | মী ঽ ত পি | য়ঽঽ রঽ বা ঽ |

৩ + ২
গ প. নি ম গ
ম — প প | সা — ধ প | ম — ধ প | ম রে সা — |
স ঽ দগু রু | না ঽ ম ক | রে ঽ সু মি | র ন বা ঽ |

(খ) ধামারের স্থায়ী **রাগ—হাম্বীর**

৩ + ২ ০
ধ ম প. নি ম প
ম ধ নি প | সা — নি ধ — | প — | প গ মরে |
রং গ জো গু | লা ঽ ঽ ঽ ঽ | ল ঽ | লা ঽ লঽ |

৩ + ২ ০
ম ম নি.
গ ম ধ প | প গ মরে সা রে | সা — | ম ধ — |
রং ঽ ঽ গ | কে ঽ ঽঽ স ঽ | র ঽ | পি চ ঽ |

৩ + ২ ০
ধ ধ . . নি ম প
নি নি প — | রে সা নি ধ — | প — | প ধ গ |
কা ঽ রী ঽ | ঽ মা ঽ ঽ ঽ | রে ঽ | হো ঽ ঽ |

৩
ম ম
প ধ নি প |
রং গ জো গু |

(গ) বিলম্বিত একতালের অন্তরা রাগ—মালকোষ

৩ ৪ + ০ ২ ০
ম নি সা সা নি
গ ম | ধ -নি | নি সা | — সা — নিসা — সা
স দা | ঽ ঽরং | গী ঽ | ঽ লী | ঽ ঽঽ ঽ পী

৩ ৪ + ০ ২ ০
ম সা
— নি | ধ ম | ম --- — গ | ম গ | সা গ |
ঽ ত | ম নে | পা ঽ | ঽ ব | ঽ ন | দে, প |

৫। নিম্নলিখিত রাগগুলিকে চিনিয়া এক একটি আলাপ লিখুন।

(অ) মা পা ধা নী ধা পা, মা মা রে সা।

(ব) সাঁনী ধামা, গা মা গা সা।

(স) পানী ধা পা, ধা মা পা গা মা, গা রে সা।

(দ) মা পা ধা মা পা গা রে সা, রে মা পা।

উত্তর :—

(অ) ম প ধ নি ধ প, ম ম রে সা।

উপরোক্ত স্বরগুলি কেদার রাগের।

আলাপ :—সা ম, গ প, ম প ধম, সা ম ম প, ম প ধ প,

নিধ সা, সা, ধ প, ম প ধ নি ধ প, ধ ম ম গ প, সা, সানি

ধপ মপ ধপ ম, ম গ ম রে, সা রে নি সা ম, ম ম রে সা।

(ব) র্সা নি ধ ম, গ ম গ সা।

উপরোক্ত স্বরগুলি **মালকোষ** রাগের।

আলাপ:—নি সা, ম, গ ম ধ নি র্সা, র্সা নি ধ নি, ধ ম,

গ ম ধ, ম, নি ধ ম, গ ম, গ সা, নি সা, ধ নি সা ম, ম গ সা।

(স) প নি ধ প, ধ ম প গ ম, গ রে সা।

উপরোক্ত স্বরগুলি **পটদীপ** রাগের।

আলাপ:—নি সা গ ম প, প নি ধ প, ধ ম প, ম গ রে সা,

গ ম প নি ধ প, ম প গ ম প নি র্সা, র্সা নি ধ প ধ ম গ,

ম গ রে সা নি সা।

(দ) ম প ধ ম প গ রে সা, রে ম প।

উপরোক্ত স্বরগুলি **জোনপুরী** রাগের।

আলাপ:—সা রে ম প, রে ম প, ম প নি ধ প, ম প ধ নি র্সা,

র্সা নি ধ প, নি ধ প, ধ ম প গ, রে ম প নি ধ প, ম প গ,

রে সা।

৬। একটি ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়া থাকে পূর্ণরূপে বুঝাইয়া লিখুন।

উত্তর:—সপ্তদশ শতাব্দীতে পঃ ব্যাংকটমুখী ৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন। আর, একটি ঠাট হইতে যে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা

হইয়াছে রাগের জাতির ভিত্তিতে। মোট তিনটি জাতি হইতে নয়টি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে—আবার এই নয়টি জাতি হইতেই মোট ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত নিয়মে—

(১) **সম্পুর্ণ-সম্পুর্ণ**—আরোহে সাতটি স্বর অবরোহে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হওয়ায় এই জাতি হইতে একটি মাত্র রাগই উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

(২) **সম্পুর্ণ-ষাড়ব**—এই জাতি হইতে মোট ছয়টি রাগ রচনা করা যাইতে পারে কেননা আরোহে সাতটি অবরোহে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়। এখন দেখা যাক অবরোহের সাতটি স্বরের মধ্য হইতে প্রতিবার একটি করিয়া স্বর বাদ দিয়া মোট কয়টি সমন্বয় আমরা পাই—

আরোহ	অবরোহ
সা রে গ ম প ধ নি	র্সা নি ধ প ম গ রে
	১। সা * ধ প ম গ রে
	২। র্সা নি * প ম গ রে
	৩। র্সা নি ধ * ম গ রে
	৪। র্সা নি ধ প * গ রে
	৫। র্সা নি ধ প ম * রে
	৬। র্সা নি ধ প ম গ *

এবার ছয়টি সম্পূর্ণ আরোহের সহিত উপরোক্ত ছয়টি ষাড়ব অবরোহ জুড়িয়া দিলে আমরা মোট ছয়টি সম্পূর্ণ ষাড়ব জাতীয় রাগ পাই।

৩। **সম্পূর্ণ-ঔড়ব**—এই জাতি হইতে আমরা মোট ১৫টি রাগ পাই। উপরোক্ত নিয়মেই অবরোহের সাতটি স্বর হইতে প্রতিবার দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিয়া পাঁচ স্বরযুক্ত মোট ১৫টি সমন্বয় পাই। এবার সম্পূর্ণ আরোহের সহিত ১৫টি ঔড়ব অবরোহ জুড়িয়া দিলে আমরা ১৫টি সম্পূর্ণ ঔড়ব জাতির রাগ পাই।

৪। **ষাড়ব-সম্পূর্ণ**—যে নিয়মে সম্পূর্ণ ষাড়ব জাতির ছয়টি রাগ পাওয়া গিয়াছিল এখানে সেই নিয়মেই মোট ছয়টি ষাড়ব রাগ পাই তবে এখানে ছয়টি স্বরযুক্ত আরোহের সহিত সম্পূর্ণ অবরোহ জুড়িয়া মোট ছয়টি ষাড়ব সম্পূর্ণ জাতির রাগ পাই।

৫। **ষাড়ব ষাড়ব**—এই জাতির মোট ৩৬টি রাগ পাই। আরোহে ৬টি অবরোহে ৬টি মোট ৩৬টি সমন্বয় পাই।

৬। **ষাড়ব-ঔড়ব**—এই জাতির আরোহে ৬টি, অবরোহে ১৫টি মোট ১৫ × ৬ = ৯০টি রাগ পাই।

৭। **ঔড়ব-সম্পূর্ণ**—এই জাতির আরোহে ১৫টি অবরোহে ১টি মোট সমন্বয়ে ১৫টি রাগ পাই।

৮। **ঔড়ব ঔড়ব**—এই জাতির আরোহে ১৫টি, অবরোহে ১৫টি সমন্বয় পাই অর্থাৎ মোট ১৫ × ১৫ = ২২৫টি রাগ পাই।

৯। **ঔড়ব-ষাড়ব**—আরোহে ১৫টি অবরোহে ৬টি সমন্বয়ে মোট ৯০টি রাগ পাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি ঠাট হইতে নয়টি জাতির ভিত্তিতে মোট ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি হইয়াছে নিম্নলিখিত ভাবে—

সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ জাতির	—	১টি রাগ
,,	ষাড়ব ,,	—	৬টি ,,
,,	ঔড়ব ,,	—	১৫ ,, ,,
ষাড়ব	ষাড়ব ,,	—	৩৬ ,, ,,
,,	ঔড়ব ,,	—	৯০ ,, ,,
,,	সম্পূর্ণ ,,	—	৬ ,, ,,
ঔড়ব	ঔড়ব ,,	—	২২৫ ,, ,,
,,	ষাড়ব ,,	—	৯০ ,, ,,
,,	সম্পূর্ণ ,,	—	১৫ ,, ,,

মোট ৪৮৪টি রাগ

৭। শ্রুতি এবং স্বরে কি তফাৎ? আধুনিক মতানুযায়ী কোন্ কোন্ শ্রুতির উপর শুদ্ধ স্বরের স্থাপনা করা হইয়াছে?

উত্তর :—সঙ্গীতের উপযোগী শ্রুতিমধুর শব্দকেই স্বর বলা হয় যেমন সা রে গ ম প ধ নি। আর সঙ্গীতের উপযোগী মধুর আওয়াজ যাহা পরস্পরের পার্থক্যসহ শোনা যায় তাহাই শ্রুতি। স্বরের প্রতিটি সূক্ষ্ম অংশকে বলা হয় শ্রুতি—তাই শ্রুতিকে স্বরের পরিমাপকও বলা হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে ২২টি শ্রুতি আছে—এই ২২টি শ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়াই ১২টি স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

আধুনিক কালের পণ্ডিতরা নিম্নলিখিতভাবে শ্রুতির উপর শুদ্ধ স্বরের স্থাপনা করিয়াছেন—

শ্রুতির নাম		শুদ্ধ স্বরের নাম	শ্রুতির নাম		শুদ্ধ স্বরের নাম
১। তীব্রা	...	সা	১২। প্রীতি	...	
২। কুমুদ্বতি	...		১৩। মার্জনী	...	
৩। মন্দা	...		১৪। ক্ষিতি	...	প
৪। ছন্দোবতী	...		১৫। রক্তা	...	
৫। দয়াবতী	...	রে	১৬। সন্দিপিনী	...	
৬। রঞ্জনী	...		১৭। আলাপিনী	...	
৭। রক্তিকা	...		১৮। মদন্তী	...	ধ
৮। রৌদ্রী	...	গ	১৯। রোহিনী	...	
৯। ক্রোধী	...		২০। রম্যা	...	
১০। বজ্রিকা	...	ম	২১। উগ্রা	...	নি
১১। প্রসারিনী	...		২২। ক্ষোভিনী	...	

সুতরাং দেখা যাইতেছে সা ম ও প স্বরের চারিটি করিয়া শ্রুতি, রে ও ধ তিনটি, গ ও নি দুইটি করিয়া শ্রুতি ধরা হয় এবং আধুনিক মতে প্রত্যেক শুদ্ধ স্বরের যতগুলি শ্রুতি ধরা হয় তার মধ্যে প্রথম শ্রুতিটির উপরই স্বরটি স্থাপনা করা হয়।

৮। কোন একটি জীবনীতে আলোকপাত করুন এবং সঙ্গীত জগতে তাঁহার অবদানের উল্লেখ করুন।

(ক) তানসেন।

(খ) শারঙ্গদেব।

(গ) স্বামী হরিদাস।

উত্তর :—

(ক) তানসেন :—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

শারঙ্গদেব :—

"সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থ রচয়িতা শারঙ্গদেব ভারতীয় সঙ্গীত জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় সংগৃহিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে শারঙ্গদেবের পিতামহ ভাস্কর তাঁহাদের আদি বাসস্থান কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতের দেবগিরিতে চলিয়া আসেন এবং সেই-খানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁহার পিতার নাম সোঢল। তিনি যাদববংশীয় রাজা ভিল্লমের (১১৮৫-১১৯৫ খৃঃ) এবং পরে তাঁহার পুত্র সিংহণের (১২০৫-১২৪৭ মতান্তরে ১২০৮-১২৫৪ খৃ.) কাছে কর্ম-নিযুক্ত ছিলেন। শারঙ্গদেব নাকি রাজা সিংহণের রাজত্বকালেই জন্মগ্রহণ করেন। (আনুমানিক ১২১০ খৃঃ)।

"সংগীত রত্নাকর" গ্রন্থরচনার সময় লইয়াও মতানৈক্য আছে। কোন কোন মতে ১২০৫-১২৩৭ খৃঃ। কোন কোন মতে ১২০৮-১২৪৭ খৃঃ। কোন কোন মতে ১২১০-১২৪৭ খৃঃ। দ্বিতীয় মতটি হইল সঙ্গীত কোবিদ্ ডঃ বিমল রায়ের।

তাঁহার মতে সিংহণের রাজত্বের (১২০৮-১২৪৭ খৃঃ) প্রথম দিকে যদি শারঙ্গদেবের জন্ম সময় ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে গ্রন্থ সংকলন ১২৪৮-১২৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

শারঙ্গদেবের সময় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রান্তেই রাজনৈতিক অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মুসলমানদের আক্রমণে ভারতের বহু প্রাচীন মূল্যবান সঙ্গীত গ্রন্থাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। শারঙ্গদেব তাঁহার

পূর্বাচার্য্যদের সেই মূল্যবান গ্রন্থরাজীর সার সংগ্রহ করিয়া "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থটির সংকলন করেন। সঙ্গীত জগতে এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য অবদান হিসাবে চিরকাল অমর হইয়া থাকবে। শারঙ্গদেব ভরত ও মতঙ্গকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করিয়াছেন, এবং "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থে ভরতের মত মাগধী, অর্দ্ধ মগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলা ইত্যাদি চারিটি গীতির উল্লেখ করিয়াছেন। 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে মোট সাতটি অধ্যায় আছে—স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, তালাধ্যায় এবং নৃত্যাধ্যায়। রাগাধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি মধ্য এশিয়ার সঙ্গীতের প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের রাগগুলির ওপর কতখানি কার্যকরী হইয়াছিল। গায়ন কৌশল তথা গায়কদের এবং আলাপ আলপ্তী প্রভৃতি বিষয় তিনি প্রকীর্ণাধ্যায়-এ বর্ণনা করিয়াছেন। বাদ্যাধ্যায়-এ বংশী সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থটিতে উত্তরী ও দক্ষিণী উভয় পদ্ধতির আলোচনা আছে। এতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উভয় সঙ্গীতের মধ্যেই সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। ভরতের মতো তিনিও শ্রুতিদের সমান বলিয়া মানিতেন। ভরতের মত শারঙ্গদেবও চতুশ্চতুশ্চৈব নিয়মানুসারে ২২টি শ্রুতিকে ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে ভাগ করিয়াছেন এবং ৭টি শুদ্ধ স্বরকে তাহাদের অন্তর্গত অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ১৪টি স্বরের ও ১৮ প্রকার জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। শারঙ্গদেবের আগে বাদী ও সম্বাদী, স্বরের অন্তর ৯ কিংবা ১৩ শ্রুতি মানা হইত। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাদী সম্বাদী, স্বরের অন্তর ৮ বা ১২ শ্রুতি বর্ণনা করেন। শারঙ্গদেবের শুদ্ধ ঠাটের নাম "মুখারী" ইহাকেই কর্ণাটক পদ্ধতিতে কনকাঙ্গী ঠাট বলা হয়, তিনি বহুবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, লেখাপড়ার চর্চা লইয়াই থাকিতেন। সেই সঙ্গে চিকিৎসকের কাজও করিতেন বলিয়া জানা যায়। মার্গ বা দেশী গীতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঐ গানগুলি গ্রন্থের পাতায় আছে আর যা প্রচলন আছে তা দেশী গীতি. শারঙ্গদেবের নামানুসারে তাঁহার নির্ম্মিত বীনার নাম রাখিয়াছিলেন নিঃশঙ্ক বীণা।

শারঙ্গদেবের সঠিক জন্ম ও মৃত্যু তিথি জানা যায় নাই। কোন কোন মতে বলা হয়, ১১৭৪ খৃঃ মহম্মদ ঘোরী যখন ভারত আক্রমন করেন তখন তিনি বালক ছিলেন।

ঐতিহাসিকদের ঔদাসীন্যের হেতু শারঙ্গদেবের জীবনকাল সম্বন্ধে আমরা সঠিক অবহিত হইতে পারিনা তবুও একথা সর্ববাদীসম্মত যে শারঙ্গদেব তাঁহার অমূল্য সংগীত গ্রন্থখানির জন্য উত্তরসুরীদের কাছে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকিবেন।

হরিদাস স্বামী

সঙ্গীত সাধক 'হরিদাস' এই নামের মধ্যেই তাঁহার জীবন দর্শনের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট। অর্থাৎ হরির-দাস এই হিসাবেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেবায়েত রূপে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি আগ্রহের অভাবে কোন ঐতিহাসিক রচনা সৃষ্টি হয় নাই। যাহার ফলে আমরা এইসব গুনীজনের জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য জানিতে না পারিয়া কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

হরিদাস স্বামীর জন্ম, জন্মস্থান, ও পিতামাতার নাম সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। তবে আকবরের রাজত্বকালে হরিদাস স্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু মাননীয় ডাঃ বিমল রায় তাহার রচনায় সবিশেষ যুক্তির মাধ্যমে উল্লেখ করিয়াছেন যে হরিদাস স্বামী ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মথুরায় রাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর ও মাতার নাম চিত্রা।

হরিদাস স্বামী ২১ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া আশুধীর নামে একজন সারস্বত ব্রাহ্মনের কাছে দীক্ষা গ্রহন করেন। এঁর আদি নিবাস ছিল 'মুলতান' পরে আলিগড়ে আসিয়াছিলেন এবং তাহারও পরে কবে যে বৃন্দাবনে আসিয়ছিলেন সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহার হরিদাস নামে এক পুত্র ছিল। তাই অনেকে মনে করেন আসুধীর-ই হরিদাস স্বামীর পিতা ও গঙ্গাদেবী তাঁহার মাতা। কিন্তু হরিদাস স্বামীর শিষ্যরা কখনও একথা স্বীকার করেন নাই। তাহা ছাড়া যতটুকু জানা যায় আসুধীর সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন ও হরিদাস ছিলেন সনাঢ্য ব্রাহ্মণ। তবে বৃন্দাবন যে সাধকের সাধনার পীঠস্থান ছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা আজিও ওঁনার তিরধান দিবসে সারা হিন্দুস্থানের

সঙ্গীত শিল্পীরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার-ই সৃষ্ট সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

হরিদাস নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং সখীভাবে কৃষ্ণের ভজনা করিতেন। ১১৩০-৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছাদ্বৈতবাদী হরিদাসী সম্প্রদায় গড়িয়া ওঠে, বাঁকে বিহারির মন্দির তিনিই নির্ম্মান করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি রামলীলা হোলী প্রভৃতির গীতি পদ্ধতিকে উন্নততর করিয়াছিলেন, বাদ্যে-নৃত্যে স্বাতন্ত্র আনিয়াছিলেন, মুসলীম প্রভাব হইতে প্রাচীন সঙ্গীতকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে ব্রজ ভাষায় বহু ধ্রুপদ গান তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং শাস্ত্রীয় নিয়মগুলিকে অটুট রাখিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ভারতীয় সংগীতে হিন্দুস্থানী গায়ন পদ্ধতীর চর্চ্চা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ফলে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বৈজু, গোপাল, রামদাস, দিবাকর, সোমনাথ, তানসেন, গোপালজী ইত্যাদির নাম উল্লেখ্য। তবে অনেকে বলেন বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারির সেবক শ্রী হরিদাস স্বামী ও বৈজু, গোপাল, তানসেন প্রভৃতির গুরু গায়ক হরিদাস এক নন। কারন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী নিজের ইষ্ট দেবতার পূজা অর্চনাকে বাদ দিয়া সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং মনে হয় বৈজু, গোপাল, তানসেন প্রমুখ গায়কেরা অন্য কোন হরিদাসের কাছে সঙ্গীত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভ করিয়া নতুন প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে সেই সব সৃষ্টি হরিদাস স্বামীর নামে প্রচার করা হইয়াছিল। অনেকে স্বামী হরিদাসের ধ্রুপদ গানের পদ্ধতিকেই ডাগুর পদ্ধতি বলিয়া অভিহিত করেন।

হরিদাস সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে যাহা হউক তিনি নাদ ব্রহ্মযোগী এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজারী। এই মহান যোগী ও সঙ্গীত স্রষ্টা আনুমানিক ১৫৭৫ খৃঃ বৃন্দাবনের নিধুবন নিকুঞ্জে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। স্বামী হরিদাসকে ভারতীয় সঙ্গীতের রূপকার বলা হয়, সঙ্গীতে তাঁহার অতুলনীয় দানের জন্য তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন।

Pss (D) G, III

বার্ষিক পরীক্ষা—১৯৭০

গায়ন—তৃতীয় বর্ষ

সময়—৩ ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন এবং ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর অনিবার্য্য এবং সব প্রশ্নের মান সমান।

১। নিম্নলিখিত স্বর সমুদয় কোন কোন রাগের তাহার নামগুলি লিখুন এবং যে কোন দুইটি রাগের তিনটি করিয়া আলাপ অথবা যে কোন একটি রাগের চারটি তান লিখুন।

(ক) ধ প, গ ম গ।

(খ) রে প ম গ, সা নি

(গ) ম প ধ প, ম প ম, রে সা।

উত্তরঃ— (ক) ধ প, গ ম গ।

উপরোক্ত স্বরগুলি "কালিংড়া" রাগের। এই রাগের তিনটি আলাপ নিচে দেওয়া হইল।

আলাপঃ— (১) সা রে গ, রে গ, ম গ, প ধ প, গ ম গ, রে গ রে সা।

(২) নি, সা রে গ, রে গ ম গ, প, গ ম গ, ধ প ম প গ ম গ, রে গ ম গ, রে প রে সা।

(৩) নি সা রে গ, ম গ, প, ধ প গ ম গ,
গ ম প ধ নি নি, ধ প গ ম গ, ধ প
ম প ধ নি সা, রে সা নি ধ প, নি নি ধ প
গ ম গ, রে গ রে সা।

(খ) রে প ম গ, সা নি।

উপরোক্ত স্বরগুলি "তিলোককামোদ" রাগের। এই রাগের তিনটি আলাপ নিচে দেওয়া হইল।

আলাপ:—(১) সা রে গ সা নি, প, নি সা রে গ সা।

(২) সা রে গ রে, প ম গ, সা রে গ সা নি, প প
নি নি সা।

(৩) সা রে গ রে প ম গ, ম প নি নি সা,
প নি সা রে গ সা, প ধ ম গ, রে প ম গ
সা রে গ সানি সা।

(গ) ম প ধ প, ম, প ম, রে সা।

উপরোক্ত স্বরগুলি "কেদার" রাগের। এই রাগের 'তান' নিচে দেওয়া হইল।

তান:— **৮ মাত্রা**

(১) সাম মপ মপ ধপ | মগ মরে সারে নিসা |

(২) সাম মগ পম ধপ | সানি ধপ মম রেসা

১৬ মাত্রার তান

(৩) সাম গপ মপ ধপ | মপ ধনি ধপ সানি |

ধপ মপ ধপ মগ | মরে সারে নিসা ম |

(৪) সাম গপ মপ ধপ | মম রেসা সানি ধপ |

মপ সানি ধপ মপ | ধপ মগ মরে সা |

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে যে কোন পাঁচটির পরিভাষা লিখুন :—
বর্ণ, অলংকার, নাদ, শ্রুতি, সপ্তক, তান, খেয়াল, স্থায়ী।

উত্তর :—

বর্ণ— ১৯৭১ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

অলংকার— ১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

নাদ— ১৯৭০ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি— ১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

সপ্তক— ১৯৬৯ সালের ১ম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

তান—তান এবং স্বরবিস্তার দুটি মূলতঃ একই, কেবলমাত্র গতির প্রভেদ। স্বরবিস্তারের গতি হইল ধীর এবং ইহার মাধ্যমে রাগের স্বরূপকে পরিস্ফুট করা হয়। এবং তার প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর। তানের প্রকৃতি ঠিক তার উল্টো, গানের লয়ের সাথে দ্বিগুণ চৌগুন ইত্যাদি লয়ে আকার সহযোগে তাড়াতাড়ি করিতে হয় এবং ইহার মধ্যে বীর রসেরই প্রাধান্য বেশী। তান বহু প্রকারের হয়। কোন মতে উনিশ প্রকার। কাহারও মতে আবার পনেরো প্রকারের।

খেয়াল—খেয়াল শব্দটি পারসিক ভাষা। ইহার অর্থ "কল্পনা"

এই শৈলীর গানে শিল্পীর নিজের কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তান বাঁট সহযোগে স্বাধীনভাবে গাহিবার স্বাধীনতা আছে। সেইহেতু উপরোক্ত শৈলীর গানকে 'খেয়াল' এই নামে অভিহিত করা হয়। কথিত আছে, আমীর খসরু খেয়াল গানের সৃষ্টিকর্তা। খেয়াল দুই ভাগে বিভক্ত যথা বিলম্বিত খেয়াল (বড় খেয়াল) ও দ্রুত খেয়াল (ছোট খেয়াল)।

স্থায়ী :—কণ্ঠসংগীত চারিটি বিভাগে বা তুকে বিভক্ত। সেই তুকগুলির নাম যথাক্রমে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। গানের এই প্রথম ভাগটিকে স্থায়ী বলা হয়। গায়ক গান গাহিবার সময় এই অংশটিতে বারবার ফিরিয়া আসেন। এবং এই অংশটি হইতেই গানের শুরু এবং শেষ হয়। স্থায়ী সাধারণতঃ মন্দ্র সপ্তকের মধ্যম বা পঞ্চম থেকে মধ্য সপ্তকের নিষাদ পর্য্যন্ত তার গতিবিধি, অবশ্য উত্তরাঙ্গ রাগগুলির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে ঐ সময়ে তার সপ্তকের সাঁ বা রেঁ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

৩। নিম্নলিখিত রাগগুলি হইতে যে কোন একটি রাগের পূর্ণ পরিচয় দিন :—

তিলক কামোদ, কেদার, পটদীপ এবং হম্বীর।

উত্তর :

তিলক কামোদ :— ঠাট— খাম্বাজ।

আরোহণ— সা রে গ সা, রে ম প ধ মপ, সাঁ।

অবরোহণ— সাঁ প ধ ম গ, সা রে গ সা নি়।।

জাতি— ষাড়ব, সম্পূর্ণ। মতান্তরে সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ। বাদী—ঋষভ। সমবাদী— পঞ্চম। অঙ্গ— পূর্বাঙ্গ। প্রকৃতি—চঞ্চল। সময়— রাত্রি ২য় প্রহর। পকড়— প় নি় সা রে গ, সা, রে প ম গ, সা নি। ন্যাসস্বর— গ ও প।

কেদার :— ঠাট— কল্যান।

আরোহণ— সা ম, ম প, ধ প, নি ধ র্সা। অথবা

সা ম, গ প, ম প, ধ প, নি ধ র্সা।

অবরোহণ— র্সা, নি ধ, প, ম প ধ প, ম, গ ম রে সা।

জাতি— ঔড়ব-ষাড়ব। মতান্তরে ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

বাদী—মধ্যম, সমবাদী—ষড়জ। অঙ্গ—পূর্ব্বাঙ্গ।

প্রকৃতি – শান্ত। সময়— রাত্রি ১ম প্রহর।

পকড়— সা, ম, ম প, ধ প ম, গ ম, রে সা।

ন্যাসস্বর— ম ও প।

এই রাগে দুই মধ্যম এবং বিবাদী স্বর হিসাবে কোমল নি প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চম হইতে তার র্সা ক্ষেত্র বিশেষে সোজাসুজি লাগানো হয়। অনেকে ইহাকে বিলাবল ঠাটের রাগ বলিয়া গণ্য করেন। ইহার জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

পটদীপ :—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

হমীর :— ঠাট— কল্যাণ।

আরোহন— সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ, র্সা

অবরোহণ— র্সা নি ধ প, ম প ধ প, গ ম রে সা।

জাতি · সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। বাদী— ধৈবত। সমবাদী—গান্ধার। মতান্তরে বাদী— পঞ্চম। অঙ্গ – পূর্বাঙ্গ। প্রকৃতি—শান্ত।

সময়— রাত্রি ১ম প্রহর। পকড়— সা, রে সা, গ ম ধ।

ন্যাসস্বর— প ও ধ।

৪। 'ধামার' তালের দ্বিগুণ এবং 'দীপচন্দী' তালের চৌগুণ লিখুন।

উত্তর :—

ধামার তাল :–(১৪ মাত্রা)

(মূল ঠেকা)

দ্বিগুণ লয় :—(৮ মাত্রা থেকে)

+					২		০			৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ক	ধি	ট	ধি	ট	ধা	—	কধি	টধি	টধা	—গ	তিট	তিট	তা—

দীপচন্দী তাল :—(১৪ মাত্রা)

(মূল ঠেকা)

চৌগুণ লয় : –(৮ মাত্রা থেকে)

+			২				০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ধা	ধিন	—	ধা	ধা	তিন্		ধাধিন-ধা	ধাতিন্-তা	তিন্-ধাধা

৩			
১১	১২	১৩	১৪
ধিন-ধাধিন	—ধাধাতিন্	—তাতিন্—	ধাধাধিন

৫। একটি ঠাট্ হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়া থাকে পূর্ণরূপে বুঝাইয়া লিখুন।

উত্তর :—১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৬। নিম্নলিখিত হইতে কোন একটির স্বরলিপি লিখুন :—

(ক) তিলোককামোদ রাগের ছোট খেয়ালের

(খ) কোন একটি ধামারের স্থায়ী।

(গ) কোন একটি বিলম্বিত খেয়ালের অন্তরা।

উত্তর :—

(ক) রাগ তিলককামোদ ত্রিতাল (মধ্যলয়)

অন্তরা

+								0							
ম (প)	ম	প	প	প	প	নি	নি	র্সা	র্সা	নি	নি	র্সা	র্সা	নি	(সা) র্সা
ঐ	সো	চ	ঞ্চ	ল	চ	প	ল	ছ	ঠ	ন	ট	ঘ	ট	মা	ন

র্রে	র্রে	র্সা	র্রে	(রে) র্গ	নি	র্সা	র্সা	(সা) প	নি	সা	র্রে	নি	র্সা	প
ত	ন	কা	হু	কী	বা		ত	বি	ন	তি	ক	র	ত	ঽ ম

(ধ) প	(প) ধ	(ম)	ম	গরে	গ	(রে) নি	সা
গ	ই	রে	হা	ঽঽ	ব	অ	ব

(খ) একটি ধামারের স্থায়ী

১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৪ (খ) প্রশ্নটি দ্রষ্টব্য।

(গ) একটি বিলম্বিত খেয়ালের অন্তরা।

১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৪ (গ) প্রশ্নটি দ্রষ্টব্য।

৭। শ্রুতি স্বর বিভাজন কি? বিস্তার পূর্ব্বক লিখুন।

উত্তর—সঙ্গীতের উপযোগী মধুর আওয়াজ যাহা পরস্পরের পার্থক্য সহ শোনা যায় তাহাই শ্রুতি। আর সঙ্গীতের উপযোগী শ্রুতিমধুর শব্দকে স্বর বলা হয়। ভারতীয় সঙ্গীতে আমরা ২২টি শ্রুতির পরিচয় পাই। এই ২২টি শ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়াই আবার ১২টি স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। উপরোক্ত শ্রুতিগুলির উপর স্বর স্থাপনা লইয়া আধুনিক এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রুতির নাম	আধুনিক মতে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থান	প্রাচীন মতে শুদ্ধ স্বরের স্থান
১। তীব্রা	... সা	
২। কুমুদ্বতী	...	
৩। মন্দা	... রে	
৪। ছন্দোবতী	...	... সা
৫। দয়াবতী	... রে	
৬। রঞ্জনী	...	
৭। রক্তিকা	... গ	... রে
৮। রৌদ্রী	.. গ	
৯। ক্রোধী	...	... গ
১০। বজ্রিকা	... ম	
১১। প্রসারিণী	...	
১২। প্রীতি	... ম	
১৩। মার্জ্জনা	...	... ম
১৪। ক্ষিতি	... প	
১৫। রক্তা	...	
১৬। সন্দীপণী	... ধ	
১৭। আলাপিণী	...	... প
১৮। মদন্তী	... ধ	
১৯। রোহিণী	...	
২০। রম্যা	... নি	... ধ
২১। উগ্রা	... নি	
২২। ক্ষোভিনী	...	... নি

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীনকালে যেমন সা ম ও প স্বরের চারটি, রে ও ধ তিনটি, গ ও নি দুইটি করিয়া শ্রুতি ধরা হইত এখনো তেমনিই ধরা হয় তফাৎ শুধু স্থানের। অর্থাৎ প্রাচীনকালে একটি

স্বরের যতগুলি শ্রুতি ধরা হইত তার শেষ শ্রুতিটির উপর স্বরটি স্থাপনা করা হইত আর বর্তমানে প্রথম শ্রুতিটির উপর স্বরটি স্থাপনা করা হয়।

৮। নিম্নলিখিত যে কোন দুইটির উপর টিপ্পনী লিখুন :—

স্বামী হরিদাস, তানসেন, শারঙ্গদেব, তানের প্রকার, সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

উত্তর :—স্বামী হরিদাস—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৮নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

শারঙ্গদেব—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৮নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

তানসেন—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ৫নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

তানের প্রকার—তান বিভিন্ন প্রকার। যথা—শুদ্ধতান বা সপাট তান, ছুটতান, কুটতান, বক্রতান, মিশ্রতান, আলংকারিক তান, গমক তান, ফিরততান, বোলতান।

উপরোক্ত তানগুলির রূপ নিম্নে দেওয়া হইল।

শুদ্ধতান বা সপাটতান :—সরল গতির তানকে শুদ্ধতান বা সপাটতান বলা হয় যেমন :—

সা রে গ ম প ধ নি র্সা

র্সা নি ধ প ম গ রে সা।

ছুটতান :—উঁচুস্বর হইতে দ্রুতলয়ে নিচের দিকে যে তান নামিয়া আসে তাহাকেই ছুটতান বলা হয়। যেমন :—

র্সা র্সা নি ধ প ম গ রে সা

কুটতান—কুটিল গতির তানকে কুটতান বলা হয়।

যেমন :—সা রে গ গ রে গ সা রে সা গ রে গ

সা রে নি সা, ...

বক্রতান—বক্র গতির তানকে বক্রতান বলা হয়।
যেমন :—গগ রেগ রেসা, মম গম গরে ... .

মিশ্রতান—শুদ্ধ ও কুট তানের মিশ্রিত রূপকে মিশ্র তান বলা হয়। যেমন :—সারে গম রেগ রেম গম রেগ সারে নিসা

আলংকারিক তান—আলংকারিক ভাবে স্বর প্রয়োগ করিয়া যে তান করা হয় তাহাকেই আলংকারিক তান বলা হয় যেমন :—
সারে গরে সারে সাগ রেসা রেগ মগ রেগ রেম গরে... ...

গমকতান—কোন স্বরকে মধুর অথচ গম্ভীর ভাবে আন্দোলিত করার নাম গমক (১৯৬৯, তৃতীয় বর্ষ, ১নং প্রশ্ন)।

ফিরত তান—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই স্বরকে যে তানে প্রয়োগ করা হয় তাহাকেই ফিরত তান বলে। যেমন :—
সারে গম রেগ রেম গম রেম গরে সা।

বোলতান—বোল মানে কথা। গানের ভাষা দিয়ে যে তান করা হয় তাহাকেই বোলতান বলা হয়।

সন্ধিপ্রকাশ রাগ

সন্ধিক্ষণ বলিতে আমরা বুঝি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দুটি সময়কে, একটি রাত্রির শেষ এবং দিবার শুরু। অপরটি দিনের শেষ এবং রাত্রির শুরু। এই দুই সন্ধি সময়কে আমরা যথাক্রমে প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ এবং সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ সময় বলিয়া থাকি। এই দুই সন্ধিক্ষনে যে রাগ পরিবেশিত হয় তাহাকে সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। কিন্তু সন্ধিক্ষণের সময় অতি অল্প বলিয়া এবং রাগ প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া গুণীগন উভয় পক্ষেই এক প্রহর সময় অর্থাৎ তিন ঘন্টা করে সন্ধি প্রকাশ রাগগুলি গাইবার সময় নির্ধারন করিয়াছেন। সন্ধি প্রকাশ রাগের স্বরের বৈশিষ্ট্য হল, রেখাব স্বরটি কোমল এবং গান্ধার স্বরটি শুদ্ধ থাকে। যেমন ভৈরব, ললিত ইত্যাদি প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ এবং মারোয়া, পূর্ব্বী ইত্যাদি সায়ংকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ।

SS-(G iii)

Annual Examination—1971

Gayan Third year.

বিষয় গায়ন—তৃতীয় বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা :—যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ৫নং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনিবার্য। সকল প্রশ্নের মান সমান।

১। উত্তর রাগ, বিবাদী, গমক, সন্ধি প্রকাশ, সরগম, বোলতান ও স্থায়ী ইহাদের মধ্যে যে কোন পাঁচটির ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর :—উত্তররাগ—১৯৭০ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বিবাদী—১৯৭১ সালের প্রথম বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

গমক—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

সন্ধিপ্রকাশ—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ৮নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

সরগম—গানের ভাষাকে বাদ দিয়া শুধুমাত্র স্বর ও তালে নিবদ্ধ করিয়া রাগ ভিত্তিক যে স্বর গীতি সৃষ্ট হয় তাহাকেই সরগম বা স্বরমালিকা বলা হয়। ইহাতে খেয়ালের মত দুটি ভাগ থাকে স্থায়ী এবং অন্তরা।

বোলতান—'বোল' কথাটি হিন্দী, তাহার অর্থ হইল 'কথা'। আমরা তান বলিতে বুঝি 'আ' করিয়া দ্রুত লয়ে স্বরবিস্তারকে। সুতরাং তানের মধ্যে যদি বোল অর্থাৎ গানের ভাষাকে সংযোগ করিয়া তানের প্রক্রিয়ায় পরিবেশন করা হয় তাহাকেই বোলতান বলা হয়। তান অনেক প্রকার হয় তার মধ্যে বোলতান একটি প্রকার।

স্থায়ী—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। একটি ঠাট হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি কি ভাবে হয় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর:—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। ধামার এবং দীপচন্দী তালের তুলনা করুন অথবা ইহার যে কোন একটির তিগুণ এবং চৌগুণ করুণ।

উত্তর:—ধামার এবং দীপচন্দী তালের তুলনা:—

সমতা

১। দুটি তালেই মাত্রা সংখ্যা ১৪।

২। দুটি তালেরই বিভাগ যথাক্রমে সম, দ্বিতীয় তাল, খালি, তৃতীয়তাল।

৩। দুটি তালেই অবগ্রহ আছে অর্থাৎ তালযন্ত্র না বাজিয়ে মাত্রাকে ধরে রাখতে হয়।

৪। দুটি তালই বিষমপদী।

বিভিন্নতা

ধামার

১। ধামার তাল পাখোয়াজ তাল যন্ত্রে বাজানো হয় এবং ধামার তালে যে গান গীত হয় তাহাকে ধামার গান বলা হয়।

২। ধামারের তাল বিভাগ নিয়ে মতভেদ আছে।

একমতে

```
+                       ২
ক   ধি   ট   ধি   ট  |  ধা  —  |
০               ৩
গ   তি   ট   |  তি   ট   তা —  |
```

অন্যমতে

```
+               ০          ২
ক   ধি   ট |  ধি   ট  |  ধা —  |
০               ৩
গ   তি   ট  |  তি   ট   তা —  |
```

দীপচন্দী

১। দীপচন্দী তাল তবলায় বাজানো হয় এর প্রকৃতি ধামার অপেক্ষা লঘু, হাল্কা চালের ঠুংরী ইত্যাদি গানে বাজানো হইয়া থাকে।

২। দীপচন্দীতে কোন মতভেদ নাই।

```
+              ২
ধা  ধিন  -  |  ধা  ধা  তিন —  |
০              ৩
তা  তিন  — |  ধা  ধা  ধিন —  |
```

ধামার (১৪ মাত্রা)

তিনগুণ

+ ২
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
কধিট ধিটধা —গতি টতিট তা—ক | ধিটধি টধা— |

০ ৩
৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
গতিট তিটতা —কধি | টধিট ধা—গ তিটতি টতা— |

চৌগুণ

+ ২ ০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ক ধি ট ধি ট | ধা — | কধিটধি টধা-গ তিটতিট |

৩
১১ ১২ ১৩ ১৪
তা—কধি টধিটধা —গতিট তিটতা— |

দীপচন্দী তাল (১৪ মাত্রা)

তিনগুণ

+ ২
ধাধিন— ধাধাতিন —তাতিন্ | ধাধা ধিন্ ধা ধি—ধা ধাতিন্— |

০ ৩
তাতিন— ধাধাধিন্ —ধাধিন | —ধাধা তিন—তা তিন-ধা ধাধিন-- |

চৌগুণ

+ ২ ০
ধা ধিন -- | ধা ধা তিন — | ধা ধিন—ধা ধা তিন—তা তিন-ধা ধা |

৩
ধিন—ধা ধিন —ধা ধা তিন তা তিন-- ধা ধা ধিন— |

৪। নিম্নলিখিত রাগগুলির মধ্যে যে কোন দুটি রাগের রাগ পরিচয় আরোহ, অবরোহ ও পকড় সহিত লিখুন :

কেদার, পটদীপ, জৌনপুরী।

উত্তর :—

কেদার—১৯৭০ সালের ৩য় বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

পটদীপ—১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

জৌনপুরী—১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৫। নিম্নোক্ত যে কোন একটি রাগের স্বরলিপি লিখুন :—

(অ) যে কোন রাগের ধ্রুপদ বা ধামারের স্থায়ী।

(ব) যে কোন রাগের বড় খেয়ালের অন্তরা।

(স) রাগ জৌনপুরীর ছোট খেয়ালের স্থায়ী।

উত্তর :—(অ) ১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৪ (ক) নং প্রশ্নের উত্তরে ধামারের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য। ধ্রুপদের স্বরলিপি নিম্নে দ্রষ্টব্য।

রাগ—কেদার **চৌতাল—ধ্রুপদ**

\+ ০ . ২ ০ ৩ ৪
সা. সা . নি . নি
সা — | — ধ | সা রে | সা — | নি ধ | নি প |
বু ऽ | ऽ দ | ऽ ऽ | প ऽ | ऽ ব | ऽ ন |

\+ ০ ২ ০ । ৩ ৪
ধ। প ম ধ.
ম প | — ধ | — প | — প | প ম | — — |
পু র | ऽ বা | ऽ ই | ऽ ব | ऽ হে | ऽ ऽ |

\+ ০ ২ ০ ৩ ৪ •
ধ র্গ
ম ম | মগ প | প প | ম ম | সা রে | সা সা |
গ র | জऽ গ | র জ | ব র | স ত | ধ ন |

(ব) ১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৪(গ)নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(স) জৌনপুরী ছোট খেয়ালের স্থায়ী দিয়ে দেওয়া হইল।

রাগ—জৌনপুরী **ত্রিতাল (মধ্যলয়)**

০				৩				+				২			
		নি						ম		সা					
—	র্সা	ধ	প	ধ	ম	পধ	মপ	গ	—	রে	ম	ম	প	প	—
ঽ	পা	য়	ল	কী	ঽ	ঝঽ	নঽ	কা	ঽ	ঽ	ব	র	নি	য়া	ঽ

০				৩				+				২			
ধ		ধ		নি				ম							
প	পধ	র্সা	র্সা	ধ	—	প	ধ	গ	—	—	রেসা	রে	—	সা	—
ঝ	নঽ	ঝ	ন	বা	ঽ	জে	ঽ	ক্যায়ঽ	ঽ	ঽ	সেঽ	মো	ঽ	রে	ঽ

০				৩				+				২			
ম						প						র্সা		নি	
রে	রে	ম	ম	প	প	গ	—	র্রে	—	র্সা	—	নি	র্সা	ধ	ম
পি	য়া	সে	মি	ল	ন	কো	ঽ	জা	ঽ	য়ুঁ	ঽ	ন	ব	মেঁ	ঽ

০				৩			
	র্সা			নি			
পধ	নির্সা	নি	র্সা	ধ	প	পধ	মপ
পাঽ	ঽঽ	য়	ল	কী	ঽ	ঝঽ	নঽ

৬। নিজ পাঠ্যক্রম হইতে যে কোন দুটি রাগের দুটি করিয়া আলাপ ও ১৬ মাত্রায় দুটি করিয়া তান লিখুন:—

উত্তর:—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। নিম্নলিখিত স্বর সমূহের রাগ পরিচয় দিন:—

(অ) রে ম প, ধ নি র্সা।

(ব) নি ধ ম প, গ ম প নি।

(স) নি প, গ ম গ।

উত্তর :— (অ) রে ম প, ধ নি র্সা। এই স্বর সমুদয় জৌনপুরী রাগের। এই রাগের পরিচয় ১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে।

(ব) নি ধ ম প, গ ম প নি। এই স্বর সমুদয় পটদীপ রাগের। এই রাগের পরিচয় ১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে।

(স) নি প, গ ম গ, এই স্বর সমুদয় তিলং রাগের। এই রাগের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

ঠাট—খাম্বাজ।

আরোহন— সা গ ম প নি র্সা।

অবরোহন— র্সা, নি প, ম গ, সা॥

জাতি— ঔড়ব, ঔড়ব।

বাদী— গ সমবাদী— নি।

অঙ্গ— পূর্বাঙ্গ। প্রকৃতি— চঞ্চল।

সময়— রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

পকড়— নি প, গ ম গ।

ন্যাসস্বর— গ ও প।

৮। শারঙ্গদেব অথবা স্বামী হরিদাস বাবাজীর জীবনী এবং তাঁর সঙ্গীতে অবদান কতখানি বিস্তারপূর্বক লিখুন :—

উত্তর :—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

D—V (III)

1972

Gayan—Third year

বিষয় গায়ন—তৃতীয় বর্ষ

সময় তিন ঘণ্টা। পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা:—পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে তাহার মধ্যে অষ্টম প্রশ্নের উত্তর অনিবার্য্য। সব প্রশ্নের অঙ্ক সমান।

১। বর্ণ, অলংকার, বাদী, নাদ, শ্রুতি, তাল, সপ্তক, স্থায়ী এই সঙ্গীতের শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির ব্যাখ্যা লিখুন।

উত্তর :—

বর্ণ—১৯৭১ সালের প্রথমবর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

অলংকার—১৯৬৯ সালের প্রথম বর্ষের ১নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

বাদী— ১৯৬৯ সালের ,, ,, ,, ,, ,,

নাদ— ১৯৭০ ,, ,, ,, ১নং ,, ,,

শ্রুতি— ১৯৬৯ ,, ,, ,, ,, ,, ,,

তাল— ১৯৭০ ,, ,, ,, ,, ,, ,,

সপ্তক— ১৯৭০ ,, ,, ,, ,, ,, ,,

স্থায়ী— ১৯৭০ ,, তৃতীয় ,, ২নং ,, ,,

২। হাম্বীর, তিলং, তিলককামোদ ও কেদারা রাগগুলির মধ্যে যে কোন দুটির পরিচয় সহ স্বর বিস্তার দ্বারা রাগরূপ স্পষ্ট করুণ।

উত্তর :—

হাম্বীর—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে রাগ পরিচয় দ্রষ্টব্য। নিম্নে স্বরবিস্তার দ্বারা রাগরূপ স্পষ্ট করা হইল।

নি ।

স্বরবিস্তার— (১) সা রে সা, গ ম ধ ধ, ম প ধ প, গ ম রে সা।

(২) সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ র্সা,
র্সা নি ধ প, ম প গ ম ধ,
ম প ধ, গ ম রে সা রে সা।

তিলং রাগের পরিচয়ঃ—

ঠাট— খাম্বাজ।

আরোহণ— সা গ ম প নি র্সা।

অবরোহণ— র্সা, নি, প, মগ, সা।

জাতি— ঔড়ব-ঔড়ব। বাদী— গান্ধার।
সমবাদী— নিষাদ। অঙ্গ— পূর্বাঙ্গ।
প্রকৃতি — চঞ্চল। সময়— রাত্রি ২য় প্রহর।
পকড়— নি প, গ ম গ। ন্যাসস্বর— গ ও প।

স্বরবিস্তার দ্বারা রাগরূপ স্পষ্ট করা হইল।

(১) সা গ ম প, নি প, ম প গ ম গ, সা।

(২) সা গ ম প, গ ম প সা নি প, গ ম গ ম প নি নি প,
প গ ম গ, সা।

তিলোক কামোদ—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে রাগ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তরে স্বরবিস্তার দ্রষ্টব্য।

কেদারা — ১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে রাগ পরিচয় দ্রষ্টব্য। নিম্নে স্বরবিস্তার রাগরূপ দ্বারা স্পষ্ট করা হইল।

(১) সা ম গ প, ম প ধ ম, ম গ ম রে

সা রে নি সা ম, ম গ ম রে সা।

(২) সা ম গ প, ম প ধ প, সা নি ধ প

ম প ধ প, ম ম, ম গ ম রে সা।

৩। দুগুণ তালে 'ধামার' ও তিনগুন তালে 'দীপচন্দী' দেখান।

ধামার তাল—১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ৪নং প্রশ্নের উত্তরে ধামার তালের দ্বিগুণ দ্রষ্টব্য।

দীপচন্দীতাল তিনগুণ

+			২			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধাধিন্—	ধাধাতিন্	—তাতিন	—ধাধা	ধিন্—ধা	ধিন্—ধা	ধাতিন্—

০			৩			
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
তাতিন্—	ধাধাধিন	—ধাধিন	—ধাধা	তিন্—তা	তিন্—ধা	ধাধিন্—

৪। কথিত আছে রাগের 'দিনগেয়ত্ব' অথবা 'রাত্রিগেয়ত্ব' 'মধ্যম' স্বর দ্বারা নিশ্চিত হয়। ইহা উদাহরণসহ স্পষ্ট করুন।

উত্তর :--

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মধ্যম স্বরটির উপর ভিত্তি করিয়া প্রায় সমস্ত রাগগুলিকে দিবা এবং রাত্রিভাগে পরিবেশন করার সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই মধ্যম স্বরটিকে অধ্বদর্শক স্বর বলা হয়। সাধারণতঃ শুদ্ধমধ্যম যুক্ত রাগগুলি দিবাভাগে এবং তীব্র মধ্যম যুক্ত রাগগুলি রাত্রিভাগে গীত হয়; যেমন—

ভৈরবের আরোহণ অবরোহণে (সা রে গ ম প ধ নি র্সা। র্সা নি ধ প ম গ রে সা॥) শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগ হেতু দিবা ১ম ভাগে গীত হয়। অনুরূপ ভাবে পূরবীর আরোহণ অবরোহণ (সা রে গ ম॑ প ধ নি র্সা। র্সা নি ধ প ম॑ গ রে সা॥) ভৈরবের মতন হইয়াও তীব্র মধ্যম প্রয়োগ হেতু রাত্রিভাগে গীত হয়।

মুলতানী রাগের তীব্রমধ্যম দিবার সমাপ্তিও রাত্রির সমাগমের ইঙ্গীত করে। ঠিক সেইরকম ললিত রাগে দুই মধ্যমেরই প্রয়োগ হয়। এই রাগে তীব্র মধ্যমের স্থান গৌন এবং শুদ্ধ মধ্যমের স্থান মুখ্য (বাদীস্বর)। সেই হেতু এই রাগও রাত্রির সমাপ্তি ও দিবা সমাগমের ইঙ্গীত করে।

দিবাভাগে গীত শুদ্ধমধ্যমযুক্ত কয়েকটি রাগ হইল—ভৈরব, জৌনপুরী, আশাবরী, বৃন্দাবনী সারং, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি।

রাত্রিভাগে গীত তীব্রমধ্যম যুক্ত কয়েকটি রাগ হইল—ইমন, পুরিয়া, পুরিয়াধানেশ্রী, শুদ্ধকল্যাণ ইত্যাদি।

অবশ্য ব্যতিক্রম বলেও একটি কথা আছে তাই বাগেশ্রী, খাম্বাজ, মালকোষ ইত্যাদি শুদ্ধমধ্যম হয়েও রাত্রিভাগেই গীত হয়।

এই প্রকারে মধ্যম স্বরের উপর নির্ভর করিয়া রাগের 'দিনগেয়ত্ব' এবং রাত্রিগেয়ত্ব নির্ণয় করা হয়।

৫। একটি থাট হইতে ৪৮৪টি রাগের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় তাহা লিখুন।

উত্তর :—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ৬নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য

৬। নিম্নলিখিত রাগগুলির তুলনা বিচার করুন :—

(অ) ভীমপলশ্রী—পটদীপ।

(ব) হামীর —কেদারা।

উত্তর :—ভীমপলশ্রী ও পটদীপ রাগের তুলনা :—

সমতা

(১) দুটি রাগই 'কাফি' ঠাট আশ্রিত।

(২) দুটি রাগেরই সমবাদী স্বর—সা।

(৩) দুটি রাগেরই প্রকৃতি শান্ত।

(৪) দুটি রাগেরই কোমল গান্ধার।

(৫) দুটি রাগেরই জাতি ষাড়ব—সম্পূর্ণ।

(৬) দুটি রাগেরই আরোহণে রে ও ধ বর্জিত

(৭) দুটি রাগই পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ।

বিভিন্নতা

ভীমপলশ্রী	পটদীপ
(১) এই রাগের 'ম' স্বরটি বাদী-স্বর।	(১) এই রাগের 'প' স্বরটি বাদীস্বর।
(২) এই রাগের ন্যাসস্বর সা, ম, ও প।	(২) এই রাগের ন্যাসস্বর সা, প ও নি।
(৩) এই রাগে কোমল 'নি' প্রয়োগ হয়।	(৩) এই রাগে শুদ্ধ 'নি' প্রয়োগ হয়।
(৪) এই রাগের অবরোহণে 'নি' স্বরটিকে বাদ দেওয়া চলে না।	(৪) এই রাগে অবরোহণে কখনও কখনও 'নি' স্বরটিকে লাগান হয় না।
(৫) এই রাগের স্বর সঙ্গতি—নি সা মগ প।	(৫) এই রাগে স্বর সঙ্গতি ধ—ম।
(৬) পকড়—নি সা ম, ম গ, প ম গ, ম গ, রে সা।	(৬) পকড়—ম গ রে সা নি।

(খ) হাম্বির ও কেদার রাগের তুলনা:—

সমতা

১। দুটি রাগই কল্যান ঠাটের অন্তর্গত।

২। দুটি রাগেই শুদ্ধ এবং তীব্র মধ্যম ব্যবহার হয় এবং কোমল 'নি' বিবাদী স্বর হিসাবে প্রয়োগ হয়।

৩। দুটি রাগেই অবরোহে নিষাদ ধৈবতকে নিয়ে চলে এবং দুর্বল।

৪। দুটি রাগেই গ ও নি বক্রভাবে প্রয়োগ হয়।

৫। দুটি রাগেই মধ্য পঞ্চম থেকে তারার সা সোজাসুজি ভাবে লাগান হয়।

৬। দুটি রাগই রাত্রি প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়।

৭। দুটি রাগই পূর্বাঙ্গবাদী।

৮। দুটি রাগেরই প্রকৃতি শান্ত।

বিভিন্নতা

হাম্বির	কেদার
১। এই রাগে বাদীস্বর নিয়ে মতভেদ আছে, কোন মতে 'প' কোনমতে 'ধ'। যাহা হোক দুটি স্বরই এ রাগে গুরুত্বপূর্ণ।	১। সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যমবাদীস্বর।
২। জাতি—সম্পূর্ণ	২। জাতি—ঔড়ব, ষাড়ব
৩। আরোহণে রে প্রয়োগ হলেও দুর্বল।	৩। আরোহে রে বর্জিত।
৪। এর আরোহণে 'গ' ব্যবহৃত হয়।	৪। এর আরোহণে 'গ' বর্জিত
৫। এতে সাধারণতঃ সা রে সা গ রে সা থেকে গ এইভাবে যায়।	৫। রে এবং 'গ'কে বর্জিত করে সা থেকে সোজা 'ম'তে যায়।
৬। পকড়—সা রে সা, গ ম ধ।	৬। পকড়—সা, ম, ম প, ধ প ম, রে সা।

৭। নিম্নলিখিত স্বর সমূহ হইতে কি কি রাগ হয় তাহাদের পরিচয় দাও এবং প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া 'আলাপ' বা তান লিখ :—

(ক) গ ম রে সা, গ ম ধ।

(খ) ম প গ ম, প নি ধ প।

(গ) ধ প, ম গ, রে ম গ।

(ঘ) গ ম প নি প, গ ম গ।

উত্তর :—(গ) গ ম রে সা, গ ম ধ।

উপরোক্ত স্বরসমূহ 'হাম্বীর' রাগের।

আলাপ :—১৯৭২ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তরে দ্রষ্টব্য।

তান : —১। গম ধপ নিধ র্সানি | ধপ মপ গম রেসা |

২। র্সানি ধপ মপ ধপ | গম নিধ গম রেসা |

(ঘ) ম প গ ম, প নি ধ প।

উপরোক্ত স্বরসমূহ "পটদীপ" রাগের।

আলাপ—(১) নি সা গ ম প, ম প গ ম প নি ধ প ম গ রে সা।

(২) নি সা গ ম প নি ধ প, গ ম প নি র্সা, র্সা নি

ধ প ম প নি ধ প, ম গ রে সা।

তান—(১) নিসা গম পনি র্সারে | র্সানি ধপ মগ রেসা |

(২) নিসা গম পম গম | পনি র্সানি পনি র্সাগ |

র্রেসা নিধ পম র্সানি | ধপ মগ রেসা নিসা |

(ঙ) ধ প, ম গ, রে ম গ।

উপরোক্ত স্বরসমূহ 'কালিংড়া' রাগের।

আলাপ :—(১) সা রে গ ম প, ধ প গ ম গ, ম গ রে সা।

(২) সা গ ম প গ ম গ, গ ম প ধ প,

নি ধ প ম প নি ধ প, ম প গ ম গ,

ম গ রে সা।

তান :—(১) সারে গম পধ মপ। গম গ মগ রেসা।

(২) ধপ ধপ মপ গম। গ পম গরে সা।

(দ) গ ম প নি প, গ ম গ।

উপরোক্ত স্বরসমূহ 'তিলং' রাগের।

আলাপ :—১৯৭২ সালের ৩য় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

তান :—(১) সাগ মপ গম পনি। প গম গ সা।

(২) নিসা গম প নিপ। সা নিপ গম গসা।

৮। নিম্নোক্ত যে কোন দুটির স্বরলিপি লিখ :—

(অ) দ্রুত খেয়ালে হাম্বীরের 'অন্তরা'।

(ব) তিলং গীতের স্থায়ী।

(স) বিলম্বিত খেয়ালে যে কোন রাগের 'অন্তরা'।

(দ) যে কোন ধ্রুপদের 'স্থায়ী'।

৮(অ) রাগ—হাম্বীর

ত্রিতাল

অন্তরা

০				৩				+				২			
প	প	—	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	ধ	নি	র্সা	র্রে	র্সার্রে	র্সা	ধ	প
হা	হা	ঽ	ক	র	ত	হুঁ	ঽ	প	ই	য়া	প	র	ত	হুঁ	ঽ

০				৩				+				২			
ম	—	ম	গ	প	—	প	—	সা	সা	ম	গ	নি	ধ	প	—
চে	ঽ	রী	মৈঁ	হো	ঽ	গী	ঽ	তে	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	রী	ঽ

৮(ব) রাগ—তিলং স্থায়ী ত্রিতাল

গ ম স

০				৩				+				২			
		সা						প		গ		প			
প	নিপ	নি	সা	সা	—	নি	প	গ	গ	ম	প	গ	ম	গ	—
জ	নঽ	তু	ম	কো	ঽ	হে	ন	হ	রি	গু	ণ	গা	ঽ	বে	ঽ

০				৩				+				২			
গ		ম				সা					গ				সা
সা	—	গ	ম	প	প	নি	সা	সা	নি	প, ম		প	নিপ	নি	সা
না	ঽ	হ	ক	জ	ন	ম	গ	মা	ঽ	বে	স	জ	নঽ	তু	ম

৮(স) ১৯৬৯ সালের ৩য় বর্ষের ৪(গ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৮(দ) ১৯৭১ ,, ,, ,, ৫(অ) ,, ,, ,,

Annual Examination—1973.
Third year Vocal.

বিষয়—গায়ণ তৃতীয় বর্ষ

সময়—তিন ঘণ্টা পূর্ণাঙ্ক—৫০

সূচনা—যে কোন পাঁচটি প্রশ্ন করুন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান সমান।

(১) যে কোন পাঁচটির ব্যাখ্যা লিখুন।

সরগম, বোলতান, অনুবাদী, লয়, কূটতান, স্থায়ী ও গমক।

উত্তর ঃ—সরগম— ১৯৭১ সালের তৃতীয় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

বোলতান— ১৯৭১ ,, ,, ,, ১নং ,, ,, দ্রষ্টব্য।

অনুবাদী—রাগে ব্যবহৃত বাদী এবং সমবাদী ব্যতীত বাকী যে সকল স্বর লাগে তাহাকে অনুবাদী স্বর বলা হয়। বাদী এবং সমবাদী স্বরকে যদি রাজা এবং মন্ত্রীর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে অনুবাদী স্বরকে প্রজা বলা যাইতে পারে। কেদারা রাগে মা বাদীস্বর ও সমবাদী স্বর সা তবে ঐ রাগে ব্যবহৃত আর সকল স্বরই অনুবাদী স্বর।

লয়—১৯৬৯ সালের ২য় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

কুটতান—কুটিল কথা হইতে কুট কথাটি আসিয়াছে, অর্থাৎ যে তানের স্বরগুলির গতি সরলভাবে না চলিয়া কুটিল গতিতে চলে তাহাকেই কুটতান বলা হয়।

যথা— র্সানি ধর্সা নির্রে র্সানি পনি ধপ মপ গম রেপ গম মগ রেগ সারে নিসা।

স্থায়ী— ১৯৭০ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

গমক—১৯৬৯ সালের তৃতীয় বর্ষের ১নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

২। যে কোন একটির উত্তর লিখুন:—

(অ) তানপুরার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা ও উহার মেলানোর বিধি কি তাহা বর্ণনা করুন।

(ব) একই ঠাট হইতে ওড়ব ঔড়ব জাতির কত প্রকার রাগের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া লিখুন।

(ম) বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন রাগগুলির সময় নিশ্চিৎ করুন।

উত্তর:—

২।(অ) অনেকে মনে করেন তম্বুর নামক মুনি তানপুরা যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা তাই তানপুরার আর এক নাম তম্বুরা।

(১) তানপুরার নিচের যে গোলাকার অংশ তাহাকে তুম্বা বলা হয়। ইহা সাধারনতঃ লাউ বা কদাচিৎ কাঠেরও হইয়া থাকে। ইহার ভিতরের অংশ ফাঁপা। এর ফলে, ইহা বাজানো হইলে তারের ধ্বনি বেশীক্ষণ স্থিতি লাভ করে এবং ইহা গুঞ্জরিত হয়।

(২) তুম্বার উপরিভাগে কাঠের যে ঢাকনা অংশটি তাহাকে তবলী বলা হয়।

(৩) তবলীর উপরিভাগে প্রায় মাঝামাঝি অংশে সেতুর মতন হাড়ের টুকরো বসানো থাকে যাহার উপরে তারগুলিকে স্থাপনা করা হয়, এই হাড়ের টুকরোটিকে বলা হয় ব্রিজ। এই ব্রিজ সাধারনতঃ হাড়ের হইলেও কখনও কখনও চন্দন কাঠেরও হইতে দেখা যায়। ব্রিজের অপর দুই নাম হল সোয়ারী ও ঘুরুঞ্চ।

(৪) তবলীর নীচের দিকে যে একটী কাঠের টুকরা চারটি ছিদ্র বিশিষ্ট লাগানো থাকে তাহাকেই মোগরা বলা হয়। এই ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া তার গলিয়ে নিয়ে ব্রিজের উপর দিয়ে তানপুরার কানে বাধা হয়।

(৫) ব্রিজের নিচে এবং মোগরার উপরে সুক্ষ্মরূপে সুর বাঁধার জন্যে চারটি যে গুলি থাকে তাহাকে মন্‌কা বলে। এই মন্‌কা শিল্পীর রুচি অনুযায়ী হইয়া থাকে। এগুলি কাঁচ, হাড়, প্লাষ্টিকের হইয়া থাকে। এর ছিদ্র দিয়া তার গলাইয়া তারের সঙ্গে সংযোগ করা হয়।

(৬) লম্বা দণ্ডটি কাঠ দিয়ে তৈরী হয় এবং এর ভিতরটি ফাঁপা। ইহার অবস্থিত লাউয়ের উপর।

(৭) দণ্ড এবং তুম্বার সংযোগস্থলকে গুল বা গুলু্ বলা হয়। ইহাকে অনেকে ঘাড়াও বলিয়া থাকেন।

(৮) কানের নিচে যে দুটি হাড়ের টুকরা থাকে তাহার নিচেরটিকে অটি এবং ঠিক উপরটিকে যাহার মধ্যকার ছিদ্র দিয়ে তার গলানো হয় তাহাকে তার গহন বা তারদান বলা হয়।

(৯) দণ্ডের উপর দিকে খুঁটি থাকে। একে কান বলা হয়। চারটি তার আটকানোর জন্য চারটি খুঁটি বা কান আছে। দণ্ডের দুপাশে দুটি এবং উপরিভাগে আরও দুটি খুঁটি থাকে। পঞ্চম বা মধ্যম তারটি নিচের দিক থেকে আনিয়া বাঁদিকের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়। আর ডান পাশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয় মন্দ্র ষড়জের তারটি। মাঝের খুঁটি দুটিতে বাঁধা থাকে মধ্য ষড়জের তার দুটি সুর বাঁধার সময় এই খুঁটিগুলি ঘুরিয়ে তারগুলিকে প্রয়োজনমত টান করা হয়।

১০। তানপুরার বাঁ দিকের তারটি পিতল বা স্টিলের হইয়া থাকে। রাগের উপর ভিত্তি করিয়া মধ্যম, পঞ্চম বা নিষাদে বাঁধা হইয়া থাকে।

মাঝখানের দুটি তার স্টিলের হইয়া থাকে। এতে মধ্য সপ্তকের ষড়জের সঙ্গে সুরে মেলানো হয়। এদুটিকে জুড়ির তারও বলা হয়। ডানদিকের তারটি সব সময় পিতলের হয় কেননা এই তারটিকে মন্দ্র সপ্তকের সা-তে বাঁধা হইয়া থাকে।

১১। ব্রিজের ঠিক উপরে যেখানে তারগুলি স্থাপনা করা হয় তার নিচে সুতো দিয়ে উপরে বা নিচে করে জোয়ারী করা হয় বা সুরের ঝংকার তোলা হয়। সেই সুতো যদি রেশম বা সিল্ক হয় তাহা হইলে তুলনামূলকভাবে জোয়ারী বা সুরের ঝংকার ভাল হয়।

২। (ব) একই ঠাট হইতে ঔড়ব-ঔড়ব জাতির কত প্রকার রাগের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া লিখুন।

উত্তর :—একই ঠাট হইতে ঔড়ব-ঔড়ব জাতির মোট ২২৫টি রাগের উৎপত্তি হইতে পারে। আরোহে সাতটি স্বরের মধ্য হইতে ২টি করিয়া স্বর বাদ দিয়া পাঁচ স্বরযুক্ত মোট ১৫টি স্বরের সমন্বয় পাই এবং অনুরূপ নিয়মে অবরোহেও পাঁচ স্বরযুক্ত ১৫টি স্বরের সমন্বয় পাই অর্থাৎ ঔড়ব-ঔড়ব জাতির মোট ১৫ × ১৫ = ২২৫টি রাগ পাই।

আরোহ	অবরোহ
সা রে গ ম প ধ নি	র্সা নি ধ প ম গ রে
১। সা * * ম প ধ নি	১। র্সা * * প ম গ রে
২। সা * গ * প ধ নি	২। সা * ধ * ম গ রে
৩। সা * গ ম * ধ নি	৩। র্সা * ধ প * গ রে
৪। সা * গ ম প * নি	৪। র্সা * ধ প ম * রে
৫। সা * গ ম প ধ *	৫। র্সা * ধ প ম গ *

এই নিয়মানুসারে প্রতিবার ২টি করিয়া স্বর বাদ দিয়া পাচ স্বরযুক্ত ১৫টি করিয়া স্বরের সমন্বয় পাইব—এবারে আরোহের প্রতিটি স্বরের সমন্বয়ের সহিত অবরোহের প্রতিটি স্বরের সমন্বয় যুক্ত করলে মোট ২২৫টি রাগের যুক্ত সমন্বয় পাওয়া যাইবে।

২। (ম) বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন রাগগুলির সময় নিশ্চিত করুন।

উত্তর :—সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলাইয়া মোট সাতটি স্বরের ক্রমিক রচনাকে বলা হয় ঠাট। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ১০টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত একটি ঠাটের নাম বিলাবল। বিলাবল ঠাটের সমস্ত স্বরগুলি শুদ্ধ। যে রাগে রে এবং ধ স্বরটি শুদ্ধ উপরন্তু গ স্বরটিও শুদ্ধ থাকে উক্ত রাগগুলি পরিবেশন করার সময় নির্ধারিত হইয়াছে সকাল ও সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত।

সকাল ৭টা হইতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করা হয় বিলাবল ঠাটের বিলাবল, আলাহিয়া বিলাবল, দেশকার প্রভৃতি রাগগুলি।

সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা বা ১২টা পর্যন্ত পরিবেশন করা হয় বিলাবল ঠাটের দুর্গা, বেহাগ, শংকরা প্রভৃতি রাগগুলি।

৩। 'স রে গ ম' এই চারটি স্বরকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কতগুলি স্বরের উৎপত্তি হইতে পারে বর্ণনাসহ বুঝাইয়া দিন। প্রত্যেকটি স্বরে এই চারটি স্বরই থাকা চাই।

উত্তর :—'সা রে গ ম' এই চারটি স্বরকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রচুর বর্ণের উৎপত্তি হইতে পারে। নিম্নে সেইরূপ কিছুমাত্র দেওয়া হইল।

১। সা রে গ, রে গ ম, ম গ রে সা।
২। ম গ রে ম রে ম গ রে সা।
৩। ম গ রে গ রে ম গ রে সা।
৪। ম গ রে গ গ রে সা রে ম গ রে সা।
৫। সা রে রে গ গ রে ম গ রে সা।
৬। রে গ গ ম ম গ সা রে ম গ রে সা।
৭। সা রে সা গ রে ম গ রে সা।
৮। সা রে সা গ রে ম গ ম রে গ রে সা।
৯। সা ম রে গ সা রে ম গ রে সা।
১০। ম ম গ ম ম গ রে গ ম গ রে সা।
১১। রে গ ম রে গ ম স ম রে গ ম গ রে সা।
১২। সা রে গ ম, রে গ ম সা, গ ম সা রে, ম সা রে গ ইত্যাদি।

৪। নিজ পাঠক্রম হইতে যে কোন তিনটি বিভিন্ন ঠাটে উৎপন্ন রাগের রাগ পরিচয় লিখুন।

উত্তর :—তিনটি বিভিন্ন ঠাট হইতে উৎপন্ন রাগ পটদীপ, মালকোষ ও জৌনপুরী। ইহাদের পূর্ণ পরিচয় ১৯৬৯ সালের ৩নং প্রশ্নের উত্তরে দ্রষ্টব্য।

৫। নিম্নোক্ত যে কোন একটীর স্বরলিপি লিখুন :—

(অ) দুইটি তানসহ কোন একটি রাগের বড় খেয়ালের স্থায়ী।

(ব) কোন একটি রাগের ধ্রুপদ এবং ধামারের স্থায়ীর দ্বিগুণ।

(ঘ) পিলু, মালকোষ অথবা হাম্বীরের মধ্যে যে কোন একটি রাগের সম্পূর্ণ ছোট খেয়াল।

উত্তর :—(অ)

রাগ – মালকোষ **একতাল (বিলম্বিত)**

স্থায়ী

স
গ
—
প

৩		৪		×		০		২		০	
			নি				ম				
সা	নি	ধ	ধনি	সা	ম	—	গ	ম	ধ	—	—
গ	লা	ঽ	গণ	দে	ঽ	ঽ	শা	ঽ	হা	ঽ	ঽ

৩		৪		×		০		২		০	
ধ		ধ					ম			সা	
ম	ধ	নি	ধ	ম	--	—	গ	ম	গ	সা	গ
রা	ঽ	জ	কু	মা	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	ঽ	র,	প

তান :— **৮ মাত্রা**

১। সগ মধ নিসা নিধ | গম ধম গম গসা |

১৬ মাত্রা

২। সাগ মম গম গসা | গম ধনি ধনি ধম |

গম ধনি সানি ধম | গম ধম গম গসা |

(ব) ধ্রুপদের স্থায়ীর দ্বিগুণ

রাগ—কেদার—চৌতাল

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

সা— — | — ধ | সা রে | সা— —ধ | সারে সা— | নিধ নিপ |

বুঁ ১ | ১ দ | ১ ১ | বুঁ১ ১দ | ১১ প১ | ১ব ১ন |

+ ০ ২ ০ ৩ ৪

মপ —ধ | —প —প | পম —— | মম মগপ | পপ মম | সারে সাসা |

পুর ১বা | ১ই ১ব | ১হ ১১ | গর জ১গ | রজ বর | সত ঘন |

ধামারের স্থায়ীর দ্বিগুণ

৩ + ২ ০

সা ধ নি প | সা — নি ধ — | সধ নিপ | সা— নিধ —প |

বং গ জো গু | লা ১ ১ ১ ১ | বংগ জোগু | লা১ ১১ ১ল |

৩ + ২

-প গমরে গম ধপ | পগ মরেসা রেসা —ম ধ— | নিনি প— |

১লা ১ল১ বং১ ১গ | কে১· ১১শ ১ব ১পি চ১ | কা১ বী১ |

০

রেসা নিধ —প |

১মা ১১ ১রে |

৩ +

—প ধগ সধ নিপ | সা ... ...

১জো ১১ বংগ জোগু | লা ... ...

পিলু রাগের সম্পূর্ণ ছোট খেয়াল

রাগ—পিলু—ত্রিতাল

স্থায়ী

২	০	৩	+
সা সা	রে		
নি সা গ রে	নি নি সা নি	প ধ প ধ	নি — সা —
ভ জ ম ন	ত্রি ভু ব ন	না ঽ থ মু	রা ঽ রী ঽ

২	০	৩	+
সা			
গ — গ —	গ গ গ রে	গ ম প ম	গ গরে নি সা
ভু ঽ লো ঽ	ফি র ত অ	সা ঽ র জ	গ ভঽ মে ঽ

২	০	৩	+
ম		ম	ম
গ গ গ ম	— ম ম ম	রে ম প প	গ — নি সা
হ রি স নে	ঽ হ সু খ	ল লি ত বি	সা ঽ রী ঽ

অন্তরা

২	০	৩	+
সা ম			
নি সা গ ম	প প প প	ম গ ম —	গ রে সা —
জা ঽ কে ঽ	চ র ণ শ	র ণ কী ঽ	ম হি মা ঽ

২	০	৩	+
ম		ম	ম রে
গ — গ গ	ম ম সা —	রে ম প প	গ — নি সা
গা ঽ ব ত	চ ব দে ঽ	ভু ব ন ম	রা ঽ রী ঽ

০				৩				+				২			
র্গ	ম	ধ	প	র্গ	ম	রে	সা	সা	সা	ম	গ	নি	ধ	প	—
সা	ঽ	স	ন	ন	দি	য়া	ঽ	ল	রে	গী	ঽ	মে	ঽ	রী	ঽ

এই রাগের 'অন্তরা' ১৯৭২ সালের তৃতীয় বর্ষের ৮নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য

৬। ধামার ও দীপচন্দী তালের তুলনা করুন এবং উহাদের তাল-লিপিতে দেখান :—

উত্তর :— ১৯৭১ সালের ৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৭। নিম্নলিখিত স্বর সমূহের রাগ পরিচয় দিন প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া আলাপ লিখুন :—

ম প র্গ ম ধ; ম প ম— ; নি প গ ম গ— ।

উত্তর :—

(ক) ম প গ ম ধ;

উপরোক্ত স্বরগুলি "হামীর" রাগের। এই রাগের আলাপ ১৯৭২ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(খ) ম প ম —;

উপরোক্ত স্বরগুলি "কেদার" রাগের। এই রাগের আলাপ ১৯৭২ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

(গ) নি প গ ম গ — ৷

উপরোক্ত স্বরগুলি "তিলং" রাগের। এই রাগের আলাপ ১৯৭২ সালের তৃতীয় বর্ষের ২নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

৮। নিম্নলিখিত চিহ্নগুলি কোন স্বরলিপি পদ্ধতির অন্তর্গত তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন প্রত্যেকটি 'কমা' দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে :—

ম, রে, ধা, র্গ, প, +, ১, গ, সপ।

উত্তর :—মঁ — ভাতখণ্ড পদ্ধতি অনুসারে তীব্র ম।

ম — বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি অনুসারে এই চিহ্ন দ্বারা এক মাত্রায় একটি স্বরকে বোঝায়।

রে— ভাতখণ্ডে এবং বিষ্ণুদিগম্বর এই দুই পদ্ধতিতে শুদ্ধ রে এইভাবে লেখা হইয়া থাকে।

ধা — ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে মন্দ্র সপ্তককে স্বরের নিচে . এইরূপ— চিহ্ন দ্বারা বোঝান হইয়া থাকে।

গ — বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে এই চিহ্ন দ্বারা অর্দ্ধ মাত্রায় একটি স্বরকে বোঝায়। ভাতখণ্ডের পদ্ধতিতে তালের ফাঁক এই চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

প —বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে মন্দ্রসপ্তককে স্বরের উপরে • এই-রূপ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হইয়া থাকে।
ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে তার সপ্তককে স্বরের উপরে • এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হইয়া থাকে।

+ — বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে এই চিহ্ন দ্বারা ফাঁককে বোঝান হয়।

৭ — শ্রীনিবাসের মতানুসারে ৭ তীব্রতর মধ্যম।

গ — বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে এই চিহ্ন দ্বারা কোমল স্বরকে বোঝান হয়। আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে এই চিহ্ন দ্বারা মন্দ্র সপ্তকের স্বরকে বোঝান হয়।

সপ — ভাতখণ্ড ও বিষ্ণুদিগম্বরজীর এই দুই পদ্ধতিতে মীড়ের চিহ্ন এইভাবে দেখান হইয়া থাকে।

(শেষ)